মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘অন্যায়ভাবে (গীবত-তোহমত অথবা মন্দ কথা ও কাজের মাধ্যমে) কোন মুসলমানের মান-সম্মানে আঘাত করা সূদের চেয়েও মারাত্মক গোনাহ’ *(আবুদাঊদ হা/৪৮৭৬; মিশকাত হা/৫০৪৫)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٦، عدد : ٩، ذو القعدة و ذوالحجة ١٤٤٤هـ/ يونيو ٢٠٢٣م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ক্যাপ্টেন কেলিং মসজিদ, জর্জ টাউন, পেনাং, মালয়েশিয়া।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ	৯ম সংখ্যা
যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ	১৪৪৪ হি.
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪৩০ বাং
জুন	২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন *(৫ম কিস্তি)* ০৩
    -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
  - হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা *(৪র্থ কিস্তি)* ০৭
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  - সম্মিলিত মুনাজাত কী ইজতিহাদী মাসআলা? ১০
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
  - গীবত : পরিণাম ও প্রতিকার ১৮
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন *(৫ম কিস্তি)* ২৩
    -ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী
  - মাসায়েলে কুরবানী *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৬
- **ছাহাবী চরিত :**
  - উক্কাশা বিন মিহছান (রাঃ) ৩০
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **ভ্রমণ স্মৃতি :**
  - মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে *(২য় কিস্তি)* ৩৩
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৭
  - ভালো ঘুমের জন্য করণীয়
  - ঘুমের জন্য গ্রহণীয় ও বর্জনীয় খাবার
- **কবিতা :** ৩৮
  - সম্প্রীতির ডাক
  - রবের ভয় করলে
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন
  - ধন্য জীবন
  - নফস
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৯
- **মুসলিম জাহান** ৪০
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের উপায়

গত ১০ই মে বুধবার শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমাদ মজুমদার বলেন, 'দেশের মানুষের ত্রাহি অবস্থা। পকেটে টাকা নেই, মানুষ বাজারে গিয়ে কাঁদে। সিণ্ডিকেট করে নিত্যপণ্যের দাম নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে' *(দৈনিক ইনকিলাব ১১.০৫.২৩ বৃহস্পতিবার)*। গত ১৭ই মে বুধবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সরকারী BIDS Research Almanac 2023 সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে এই গবেষণা তথ্য প্রকাশ করে সংস্থাটির মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, গত বছর এই শহরের মোট দরিদ্রের ৫১ শতাংশই ছিল নতুন দরিদ্র'। অর্থাৎ আগে তারা দারিদ্র্য সীমার উপরে ছিল *(ঐ, ২০.৫.২৩ সম্পাদকীয়)*। সম্মেলনে প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান বলেন, দারিদ্র্য কোন অবধারিত বিষয় নয়। এটা সৃষ্ট সমস্যা। যা সমাজে তৈরী হয়েছে। ন্যায়বিচার ও সুযোগ সমতা ভিত্তিক করার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমানো সম্ভব (ঐ)। অর্থাৎ এই সব দারিদ্র্য মানব সৃষ্ট। আল্লাহ সৃষ্ট নয়। কেননা তিনি বলেছেন, 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই' *(হূদ-মাক্কী ১১/৬)*।

দুই মন্ত্রীর সর্ব সাম্প্রতিক মন্তব্যে দেশের সার্বিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। তাদের এই সরল স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এইগুলো দূরীকরণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁরা তা না করেন, তাহ'লে তাঁরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে কি জবাবদিহি করবেন? মুশকিল হ'ল দলীয় রাজনীতিতে দলীয় লোকদের দুর্নীতি ও অপকর্ম নীরবে সহ্য করা ছাড়া নেতাদের কিছুই করার থাকে না। আর সেকারণেই মন্ত্রীরা হতাশ। নিঃসন্দেহে ভুক্তভোগী জনগণ তাদের চাইতেও বেশী হতাশ। বস্তুতঃ 'গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের পাতানো দু'ধারী কাঁচির মত। যার ফাঁকে আঙুল পড়লে তা কাটতে বাধ্য'। জনগণ হ'ল সরকারী ও বিরোধী দলীয় কাঁচির ফাঁকের মধ্যকার অসহায় শিকার। তাই তাদের আর্তনাদ শোনার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব আসুন! আমরা দেখি বিশ্বব্যাপী এই ফাঁদের মধ্যে আটকে পড়া নিষ্পিষ্ট মানবতাকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্র বিধান সমূহ কি?

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে আরবের পুঁজিপতিরা নিজেদের ইচ্ছামত অর্থনৈতিক বিধান চালু করেছিল। ফলে সেখানে গাছতলা ও পাঁচতলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য একে একে আল্লাহ্র বিধান সমূহ নাযিল হয়। প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের মালিকানা আল্লাহ্র। অতএব আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বান্দার আয়-ব্যয় সবই পরিচালিত হবে *(যুখরুফ-মাক্কী ৪৩/৩২)*। সেখানে ব্যক্তি মালিকানা নিষিদ্ধ নয়। তবে হালাল ও হারাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ন্যায়বিচার ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়। ফলে ইসলামী অর্থনীতিতে গণতন্ত্রের নামে লাগামহীন ব্যক্তি পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের নামে জনগণকে নিঃস্ব করা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কোন অবকাশ থাকে না। এক্ষণে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে আল্লাহ প্রদত্ত প্রধান উপায়গুলি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

১. আল্লাহ্র বিধান মতে উত্তরাধিকার বন্টন : এবিষয়ে সূরা নিসা ১১, ১২ ও ১৭৬ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। কিন্তু জাহেলী আরবের ন্যায় অদ্যাবধি এদেশের মুসলমানদের অনেকের মধ্যে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদে পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে ইসলামী বিধান মতে উত্তরাধিকার বন্টন হয় না। এটা ঠিকভাবে হ'লে পুঁজিপতিদের মৃত্যুর পরেই তাদের পুঁজি ভেঙ্গে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যেত। **২. মওজুদদারী বন্ধ করা :** দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির কপট উদ্দেশ্যে সম্পদ মওজুদ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মওজুদদার মহাপাপী' *(মুসলিম হা/১৬০৫)*। **৩. ফটকাবাজারী বন্ধ করা :** নিজ মালিকানায় সম্পদ নেই। কেবল চটকদার কথা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করা বর্তমানে লাগামহীনভাবে বেড়ে গেছে। ফলে বিভিন্ন অপপ্রচারে ভুলে সাধারণ মানুষ দৈনিক নিঃস্ব হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০১)*। **৪. আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়া :** মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে একই ভাষায় আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর তোমরা নিজেদের জন্য যেসব সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ কর, তা তোমরা আল্লাহ্র নিকটে পাবে' *(মুযযাম্মিল-মাক্কী ৭৩/২০; বাক্বারাহ-মাদানী ২/১১০)*। তিনি বলেন, 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৪৫)*।

৫. অপচয় বন্ধ করা : আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ' *(বনু ইস্রাঈল-মাক্কী ১৭/২৭)*। অথচ বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণী প্রতিদিন যে খাবারের অপচয় করে, তা দিয়ে দেশের সকল না খেয়ে থাকা মানুষের পেট ভরানো সম্ভব। BBC বলেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর যত খাবার উৎপাদন হয়, তার একটি বড় অংশ ভাগাড়ে যায়। অর্থাৎ নষ্ট হয়। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা UNEP ২০২১ সালে যে Food Waste Index প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বছরে ১কোটি ৬ লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়। তাছাড়া মাথাপিছু খাদ্য অপচয়ের হারও বাংলাদেশে বেশী। যদিও গত ৫ই এপ্রিল ১৩ই রামাযান বুধবার শরীরের জন্য ক্ষতিকর ২৪ ক্যারেটের স্বর্ণের পাতে মোড়ানো জিলাপী ৫ হাযার টাকা পোয়া দরে বিক্রির ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে ঢাকার পাঁচ তারকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ক্রেতাদের ব্যাপক চাহিদার কারণে ৯ই এপ্রিল রবিবার বিক্রি শেষ হয়ে যায়। যদিও সরকার ঐ হোটেলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সাথে সাথে দেখুন টিসিবির সামনে ভুখা-নাঙ্গা মানুষের দীর্ঘ লাইন। ধনী ও গরীবের পাহাড় প্রমাণ বৈষম্যের এই নিষ্ঠুর চিত্র দেখার পরেও আমরা নিশ্চিন্ত থাকি কিভাবে? উন্নত দেশগুলোতেও হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সেসব দেশে বাংলাদেশের মত 'স্বর্ণখেকো' মানুষ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

[বাকী অংশ ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন

-মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৫ম কিস্তি)

সঞ্চারণশীল উপকারমূলক আমলের কিছু নমুনা

৯. মানুষের অভাব মিটানো, তাদের কাজ করে দেওয়া এবং তাদের বিপদাপদে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া :

মানবসেবা ও দুর্বল-অসহায়দের সহযোগিতা করা ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের উৎকর্ষ, বংশের নির্মলতা, অন্তরের পরিশুদ্ধতা এবং সুন্দর স্বভাবের প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা তার দয়ালু বান্দাদের উপর দয়া করেন। আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত এমন অনেক দল ও জাতি রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে (জ্ঞান, বুদ্ধি, অর্থকড়ি, দৈহিক বল, লোকবল ইত্যাদি নানা প্রকার) নে'মত দান করেন, আর তারা সে নে'মত পেয়ে আল্লাহ্র বান্দাদের উপকারে তা ব্যয় করে। আর কোন ব্যক্তির ব্যথা-বেদনা ও কষ্ট-ক্লেশ দূর করার ফলে আখেরাতে ঐ ব্যক্তিরও অনেক ব্যথা-বেদনা, কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে যাবে না। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিনে তার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন'।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَمَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ يُعِينُهُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ، 'আর যে ব্যক্তি কোন মযলূমের সাহায্যার্থে তার সঙ্গে হেঁটে যাবে আল্লাহ তা'আলা সেদিন তার দু'টি পা দৃঢ়ভাবে স্থির রাখবেন, যেদিন বহু পা পিছলে যাবে'।[২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ– 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার একটি কষ্ট দূর করে দিবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন লোকের সংকট লাঘব করে দিবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার সবকিছু সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে। আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে পথ চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।[৩]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, এটি একটি মহৎ হাদীছ। এতে নানাবিধ বিদ্যা, সূত্র ও শিষ্টাচার উল্লেখ করা হয়েছে। আর (نفس الكربة) অর্থ 'কষ্ট দূর করা'। হাদীছটিতে বর্ণিত হয়েছে মুসলিমদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের ফযীলত। এতে আরো বর্ণিত হয়েছে বিদ্যা, বিত্ত কিংবা সহযোগিতার মতো যা জোটে অথবা সুযোগ-সুবিধা কিংবা নছীহতের প্রতি নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমদের কল্যাণ সাধনের ফযীলত।[৪]

সৎকাজ ও পরোপকারের ফলে ভালো মৃত্যু জোটে এবং মন্দ মৃত্যু থেকে সুরক্ষা মেলে। উম্মু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ– 'সৎকাজ করার ফলে মন্দ মৃত্যু থেকে সুরক্ষা মেলে; গোপনে কৃত দান রবের ক্রোধ নিভিয়ে দেয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় আয়ু বৃদ্ধি পায়'।[৫] মহান আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে সুযোগ-সুবিধা এবং অভাব পূরণের ক্ষমতার মতো নে'মত দান করেন। অতঃপর যখন সে ঐ নে'মত প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন না করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার থেকে সেসব নে'মত উঠিয়ে নেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، يُقِرُّهُمْ فِيْهَا مَا بَذَلُوْهَا، فَإِذَا مَنَعُوْهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত এমন অনেক বান্দা আছে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকার করার জন্য স্পেশাল অনেক নে'মত দান করেন। যতক্ষণ তারা সেগুলো মানবকল্যাণে ব্যয় করে ততক্ষণ তিনি তাদেরকে সেসব নে'মতের মাঝে বিদ্যমান রাখেন। কিন্তু যখন তারা সে উপকার করা বন্ধ করে দেয় তখন তিনি তাদের থেকে নে'মত

১. *বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।*
২. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৩৪৮; ছহীহুল জামে' হা/১৭৬।*
৩. *মুসলিম হা/৭০২৮; মিশকাত হা/২০৪।*
৪. *নববী, শরহ মুসলিম ১৭/২১।*
৫. *তাবারাণী আওসাত্ব হা/৬০৮৬, ৬/১৬৩ পৃ.; ছহীহুত তারগীব হা/৮৯০।*

ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের দিয়ে দেন'।[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَنْ مَشَى بِحَقِّ أَخِيهِ إِلَيْهِ لِيَقْضِيَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ صَدَقَةٌ– 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন স্বার্থ পূরণের জন্য পায়ে হেঁটে যায়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে একটি করে ছওয়াব হয়'।[৭]

আমাদের পূর্বসূরীরা অভাবী ও প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী লোকেদের থেকে নিজেদের কখনই বেশী দামী বা মর্যাদাশালী ভাবতেন না। বরং তাদের কাছে আগত সেই অভাবী ও প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী লোককেই তারা বেশী মর্যাদাবান মনে করতেন; যেন অভাবী ও প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী লোকটাই তাদের উপকারকারী।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ لَا أُكَافِئُهُمْ: رَجُلٌ بَدَأَنِي بِالسَّلَامِ، وَرَجُلٌ أَوْسَعَ لِي فِي الْمَجْلِسِ، وَرَجُلٌ اغبرت قدماهُ فِي المشي إِلَيَّ إِرَادَةَ التَّسْلِيمِ عَلَيَّ، فَأَمَّا الرَّابِعُ: فَلَا يُكَافِئُهُ عَنِّي إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. قِيلَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: رَجُلٌ نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ فَبَاتَ لَيْلَتَهُ يُفَكِّرُ بِمَنْ يُنْزِلُهُ، ثُمَّ رَآنِي أَهْلًا لِحَاجَتِهِ؛ فَأَنْزَلَهَا بِي– 'তিন ব্যক্তির প্রতিদান আমি দিতে পারব না। এক- ঐ ব্যক্তি, যে আমাকে প্রথমে সালাম দেয়। দুই- ঐ ব্যক্তি, যে আমার জন্য মজলিসে বসার জায়গা করে দেয়। তিন- ঐ ব্যক্তি, যে আমাকে সালাম দেওয়ার ইচ্ছায় হেঁটে আসতে তার পা দু'টি ধূলিধূসরিত হয়। আর চতুর্থজনের প্রতিদান আমার পক্ষ থেকে কেবল আল্লাহই দিতে পারেন। জিজ্ঞেস করা হ'ল, সে কে? তিনি বললেন, সমস্যাগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি, যে কোথায় রাত কাটাবে তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত। তারপর আমাকে দেখে তার মনে হয়েছে, এই লোকটা আমার প্রয়োজন পূরণের যোগ্য, তারপর সে আমার কাছে তা তুলে ধরে'।[৮]

ফুযাইল বিন আইয়ায (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা একটা ঘটনা বলাবলি করছিল যে, একজন তার প্রয়োজন পূরণার্থে অন্য এক ব্যক্তির কাছে গেল। তাকে পেয়ে ঐ ব্যক্তিই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং বলল, তুমি তোমার অভাব পূরণে আমাকে সুযোগ দিয়েছ এজন্য আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আবূ আকীল বালিগকে বলা হ'ল, মারওয়ান বিন হাকামের কাছে অভাব মিটানোর আরয করলে তাকে আপনি কেমন আচরণ করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি দেখেছি, কৃতজ্ঞতা লাভের আগ্রহের তুলনায় তার বখশিশ ও দানের আগ্রহ বেশী। আর অভাব পূরণের প্রয়োজন যেন অভাবী লোকটার প্রয়োজনের তুলনায় তারই বেশী। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) তার শিক্ষক ইবনু তায়মিয়ার গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, শায়খুল ইসলাম মানুষের অভাব ও প্রয়োজন মিটাতে ভীষণ রকম চেষ্টা করতেন।

লোকেদের প্রয়োজন পূরণে যাদের সামর্থ্য আছে অথচ লোকেরা তাদের কাছে যায় না, সৎ সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা এটিকে মুছীবত বলেই গণ্য করেন। হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) বলেন, যেদিন আমি ভোরে উঠে আমার দরজায় কোন প্রয়োজন মুখাপেক্ষী অভাবী মানুষ না পাই, সেদিনটিকে আমি মুছীবত বলে মনে করি।[৯]

আল্লাহ তা'আলা মানুষের সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা যার হাতে দিয়েছেন অথবা যার নেতৃত্বে কিংবা যার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন পূরণ হ'তে পারে সে যদি তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা না নেয় তবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَتَبَرَّمَ، فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ– 'আল্লাহ তা'আলা তার যে বান্দাকে কোন নে'মত পরিপূর্ণরূপে দান করেন এবং তারপর লোকদের প্রয়োজন তার দিকে যোগ করে দেন কিন্তু সে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার এহেন আচরণের ফলশ্রুতিতে সে প্রকৃতপক্ষে ঐ নে'মত হাতছাড়ার ব্যবস্থা করে'।[১০]

'তাবাররুম' শব্দের অর্থ বেদনার্ত হয়ে 'আহ' 'উহ' করা, বিরক্ত হওয়া, অস্বস্তি বোধ করা, ভীষণ কষ্ট পাওয়া, মানসিক সংকীর্ণতা ইত্যাদি।

হাদীছে বিরক্ত ও অস্বস্তিবোধকারী ব্যক্তি বলতে নে'মতের অধিকারী সেসকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, প্রাপ্ত নে'মতের কারণে লোকেরা যাদের কাছে ধর্ণা দেয়, কিন্তু তারা এরূপ ধর্ণা দেওয়াতে বিরক্তি ও অস্বস্তি প্রকাশ করে। কোন আলেম, মুফতী, দাঈ, মুরব্বী, শাসক, বিচারক, পদাধিকারী, চিকিৎসক, এডভোকেট, ব্যবসায়ী, ধনাঢ্যজন এবং সমাজস্থ আরো অন্যান্য যেসব লোককে আল্লাহ নানা নে'মতে ভূষিত করেছেন তাদের যে কেউ এমন লোক হ'তে পারে।

সমাজে যাদের একটা অবস্থান ও ক্ষমতা তৈরি হয়েছে এমন লোকদের থেকে অন্যদের মাঝে উপকার সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাদের কাছে জনগণ কোন আবেদন নিয়ে গেলে তারা যদি বিরক্ত হয় এবং সংকীর্ণ বোধ করে, অহংকার করে, মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের কোন পাত্তা না দেয়, আর তাতে আগন্তুক লোকেরা ব্যথিত হয় বা মনে কষ্ট পায় সেক্ষেত্রে তারা নিজেরা ঐ নে'মত থেকে নিজেদের বঞ্চিত করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালো, যেমনটা পূর্বের হাদীছে বলা হয়েছে।

পূর্বের হাদীছগুলোতে উচ্চারিত সতর্কবাণী আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যেও সাধারণভাবে শামিল রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ

---

৬. *তাবারাণী, হা/৫১৬২; ছহীহুত তারগীব হা/২৬১৭।*
৭. *আবু আব্দুল্লাহ আল-মারওয়াযী, কিতাবুল বিররি ওয়াছছিলাহ হা/১৬৩।*
৮. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৭/৪৩৬; আল-মাজালিসু ও জাওয়াহিরুল ইলম হা/৬৮১, ৩/৬৯ পৃ.।*
৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৫১।*
১০. *তাবারাণী, আওসাত্ব হা/৭৫২৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৬১৮।*

حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ– ‘এটা এজন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন নে‘মত দান করলে তার পরিবর্তন ঘটান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেটা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আনফাল ৮/৫৩)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَالٍ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতির প্রতি মন্দ ইচ্ছা করেন, তখন তাকে রদ করার কেউ নেই। আর আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই’ *(রা‘দ ১৩/১১)*।

প্রথম আয়াতের তাফসীরে ইমাম বাগাভী (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ কোন জাতিকে যে নে‘মত দান করেন তারা শোকর পরিহার ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে তা বদলে না ফেলা পর্যন্ত তিনি নিজে তা বদলে দেন না। যখন তারা অকৃতজ্ঞ জাতিতে পরিণত হয় তখন আল্লাহ তাদের অবস্থা বদলে দেন এবং তাদের থেকে নে‘মত ছিনিয়ে নেন।[১১] আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ– ‘এক্ষণে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ’লে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াতে যাদের হাতে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও শাসন ভার রয়েছে কিন্তু তারা অধীনস্থদের সাথে সুবিচার করেন না অথবা যারা আলেম কিন্তু নিজেদের ইলম অনুযায়ী আমল করেন না এবং লোকেদের নছীহত করেন না, সেই সকল শ্রেণীর লোককে এ মর্মে ভয় দেখানো ও সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের সুযোগ-সুবিধা হাতছাড়া করে তাদের স্থলে অন্যদের বসানো হবে। আর আল্লাহ সে বিষয়ে খুবই ক্ষমতাবান।[১২]

এ মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছে যারা আল্লাহ্র নে‘মতপ্রাপ্ত, বিশেষত যারা সমাজ-রাষ্ট্রে বস্তুগত কিংবা অবস্তুগত পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী এবং সেই পদ ও প্রতিপত্তি দিয়ে তারা যেমনটা আল্লাহ ভালবাসেন ও পসন্দ করেন সেভাবে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারতেন কিন্তু করেন না, তাদের প্রত্যেককেই একই সঙ্গে উপদেশ প্রদান ও সতর্ক করা হয়েছে।

যারা তাদের পদ ও প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে মানুষের উপকার করতে এবং তাদের অভাব মিটাতে চান তাদের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

প্রথমতঃ তাদের জানতে হবে যে, যে নে‘মত, পদ, বিদ্যা ও অবস্থান আল্লাহ তাদের দিয়েছেন তা পরীক্ষা স্বরূপ তাদের দিয়েছেন। তারা এসব দিয়ে কী করে তাই বাস্তবে নিশ্চিত করা মহান আল্লাহ্র অভিপ্রায়। দুনিয়া একটি পরীক্ষাগার। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا– إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا– ‘আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত জনন কোষ হ’তে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক অথবা অকৃতজ্ঞ হৌক’ *(দাহর ৭৬/২-৩)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র দেখানো বিধি-বিধান মেনে হয় তারা তাদের উপর আল্লাহ্র প্রতি আবশ্যক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে অকৃতজ্ঞ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ যতই পদ-মর্যাদার অধিকারী বা উঁচুতে উঠুক না কেন মূলতঃ নিজে সে একা। বরং তার ভাইদের নিয়েই সে অনেক। কিন্তু সে যদি বিরক্ত হয়ে তার ভাইদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহ’লে সে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে দিবে এবং লোকেদের অন্তরে ঘৃণা ও হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিবে। এ আচরণের ত্বরিৎ ও বিলম্বিত ক্ষতি যে কত বড় ও বেশী তা কোন লুকোছাপা বিষয় নয়। কেননা মুহূর্তেই সে তার কাজের খারাপ ও নেতিবাচক আচরণের প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহ্র দেওয়া নে‘মত হস্তচ্যুতির শঙ্কায় পতিত হবে এবং একই সঙ্গে সে তার চারপাশের মানুষকে শত্রুতে পরিণত করবে, যারা তার বিপদে হাসবে।

তৃতীয়তঃ প্রতিদান দিবসে তারা আল্লাহ্র নিকট তাদের পরোপকারের পুরস্কারের আশা রাখবে। রাসূল (ছাঃ) যেমন করে অপব্যবহারের ফলে নে‘মত থেকে বঞ্চিত হওয়া নিয়ে সতর্ক করেছেন, তেমনি মানুষের অভাব মিটালে এবং সেজন্য প্রচেষ্টা চালালে যে কী ফযীলত ও মাহাত্ম্য লাভ করা যাবে, সে সম্পর্কেও উৎসাহিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনের একটি কষ্ট দূর করবে আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামত দিবসের সামগ্রিক কষ্ট থেকে তার একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন লোকের সংকট লাঘব করবে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার সব কিছু সহজ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। আর আল্লাহ বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে। আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য পথ চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন’।[১৩]

জনৈক কবি বলেন,

وأفضَل النّاسِ ما بين الورَى رجلٌ + تُقضَى على يدِهِ للناسِ حاجاتُ
لا تمْنَعن يد المعروفِ عن أحَدٍ + ما دمت مقتَدِراً فالسعدُ تاراتُ
واشكر فضائِلَ صنع الله إذا جُعِلتْ + إليكَ لَا لكَ عند الناسِ حاجاتُ
قَد ماتَ قومٌ ومَا ماتَت مكارمهم + وعاشَ قومٌ وهم في الناس أمواتُ

১১. *তাফসীরে বাগাভী ৩/৩৬৮।*
১২. *তাফসীরে কুরতুবী ৫/৪০৯।*
১৩. *মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।*

‘সৃষ্টির মাঝে সেই তো সেরা, যার হাত দিয়ে মানুষের প্রয়োজন হয় পুরা। কারো থেকে তোমার উপকারী হাতকে কদাচ গুটিয়ে রেখ না, যতক্ষণ তুমি উপকার করতে সমর্থ হবে। দেখবে তোমার সৌভাগ্য বারে বারে দেখা দিবে। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যেসব কাজের সুযোগ আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন অথচ যেগুলোর মালিক তুমি নও, সেগুলোর সুযোগ লাভের জন্য আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করো। কত মানুষ মারা গেছে কিন্তু তাদের সৎকর্ম ও সুকীর্তি মরেনি। অপরদিকে মানব সমাজে কত মানুষ যে আজ বেঁচে আছে, যারা আসলে মৃত’।

আল্লাহ্র নে‘মতরাজি পাওয়ার ফলে অন্যদের আবেদনের কারণে বিরক্ত হওয়ার চেয়ে বান্দার জন্য ক্ষতিকর দ্বিতীয় আর কিছু নেই। কারণ সে তো ঐ নে‘মতকে আল্লাহ্র দেওয়া নে‘মত বলে মনে করে না। তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। সেজন্য আনন্দিতও হয় না। বরং সে নে‘মত পেয়ে অন্যকে দেওয়ার চিন্তায় অসন্তুষ্ট হয়, অভিযোগ করে এবং তাকে মুছীবত গণ্য করে। অথচ হয়তো এটাই তার জীবনে পাওয়া সবচেয়ে বড় নে‘মত। হিসাব করতে গেলে এভাবে অধিকাংশ মানুষ তাদের হাতে পাওয়া আল্লাহ্র নে‘মতের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তারা বুঝতেই পারে না আল্লাহ তাদের জন্য নে‘মতের কি যে দ্বার খুলে দিয়েছেন! তারা অজ্ঞতা ও যুলুমবশতঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে সেই নে‘মতকে প্রতিহত ও বিরোধিতা করতে জোর চেষ্টা করে। কতজনের দ্বারে গিয়ে নে‘মত ধাক্কা দেয় অথচ সে সর্বশক্তি দিয়ে তাকে রোধ করতে চেষ্টা করে। অনেকের হাতে নে‘মত পৌঁছে যায়, কিন্তু তারা না বুঝে যুলুম-অত্যাচার করে সেই নে‘মত হাতছাড়া করে। নে‘মতের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে শোকর আদায় না করলে আল্লাহ ও রাসূলের বাণী অনুসারে সে নে‘মত তো হাতছাড়া হওয়ারই কথা। তাই নে‘মতের সাথে খোদ বান্দার থেকে বেশী শত্রুতাকারী আর কেউ নেই। সে তার শত্রুর সাথে নিজের বিরুদ্ধে নিজেকেও শত্রুতায় লাগায়। তার শত্রু তার নে‘মতের উপর আগুন ঢেলে দেয়, আর সে ঐ আগুনে ফুঁ দেয়। সেই মূলতঃ নে‘মতে আগুন ঢালার সুযোগ তৈরি করে দেয়, তারপর আবার তাতে ফুঁ দিতেও সাহায্য করে। তারপর আগুন যখন কঠিন রূপ নেয় তখন নিজেকেই আবার জ্বলন্ত মানুষ হিসাবে বাঁচাতে ফরিয়াদ করে। চূড়ান্ত পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত সে ভাগ্যকে দোষারোপ করতে থাকে।

কবি বলেন,

وعاجز الرأى مضياع لفرصته + حتى إذا فات أمر عاتب القدر

‘চিন্তা-ভাবনায় অক্ষম লোক নিজের ফুরসতকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে। এমনকি যখন কোন কাজ তার হাতছাড়া হয়ে যায় তখন সে তাকদীরকে দোষারোপ করতে থাকে’।[১৪]

সুতরাং আমরা যেন সময় হারিয়ে যাওয়ার আগে নে‘মতের কদর করি। সে কদর আমরা করতে পারি তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি, নেক আমল ও সদাচরণের মাধ্যমে; আবার আল্লাহ্র হক, বান্দার হক, পরিবারের হক, ভাই-বোনের হক, আত্মীয়-প্রতিবেশীর হক ইত্যাদি যা আমরা তছরূপ করেছি তা পূরণের মাধ্যমে; আবার অহংকারবশত তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা থেকে সাবধানতা অবলম্বনের মাধ্যমে। অহংকার তো একমাত্র মহান স্রষ্টারই সাজে। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ– ‘অহংকার আমার চাদর, মহিমা আমার লুঙ্গি। যে এ দু’টির কোন একটি আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে আমি তাকে আগুনে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করব’।[১৫]

মানুষের সর্বদা একই অবস্থায় থাকা একটা অসম্ভব ব্যাপার। পরিবর্তন আসবেই। উন্নতি ও অবনতির মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। তবে দ্বিতীয়টি থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কোন কিছুই মানুষের দুই হাতের কামাইয়ের বাইরে নয়। আল্লাহ বান্দাদের উপর মোটেও যুলুমকারী নন।

আল্লাহ বলেন, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ– ‘তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয়, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক পাপই মার্জনা করে দেন’ *(শূরা ৪২/৩০)*।

আরবরা বলে, الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك ‘দুই দিন নিয়ে এক যুগ। একদিন তোমার পক্ষে, আরেকদিন তোমার বিপক্ষে’। এ কথার অর্থ, মানবজীবনে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। জীবন সর্বদা এক নিয়মে না চলাই আল্লাহ্র নীতি।

কবি বলেন,

ما بين غفوة عين وانتباهتها + يغير الله من حال إلى حال

‘এই ঘুম, এই জাগরণ, এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করেন’।

অন্য এক কবি বলেছেন,

هكذا الدهر حالة ثم ضد + ما لحال مع الزمان بقاء

‘যুগ এভাবেই বদলায়। এখন এক অবস্থা তো তখন তার বিপরীত। সময় একভাবে কখনও স্থির থাকে না।

সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আল্লাহকে ডাক, আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করো, তিনি যেন তোমার থেকে দুর্ভাগ্য তিরোহিত করেন এবং খারাপ থেকে ভালোর দিকে তোমার হাল-অবস্থা পরিবর্তন করেন। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দো‘আয় বলতেন, اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ– ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার নে‘মত হাতছাড়া হওয়া থেকে, তোমার দেওয়া নিরাপত্তা বদলে যাওয়া থেকে, হঠাৎ করে তোমার শাস্তি নেমে আসা থেকে এবং তোমার যাবতীয় ক্রোধ থেকে’।[১৬] *[ক্রমশঃ]*

---

১৪. ছা‘আলিবী, আল-মুনতাহাল; ইবনু কুতায়বা, ‘উয়ূনুল আখবার ১/১৪।

১৫. আবুদাঊদ হা/৪০৯০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৪১।

১৬. মুসলিম হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/২৪৬১।

হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৪র্থ কিস্তি)

লিখিতভাবে সংরক্ষণের ধাপসমূহ :

(১) অনানুষ্ঠানিক লেখনী :

ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনকালেই হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন। তবে সেটা ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে করেছিলেন না রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে করেছিলেন, তা নির্ণয় করা মুশকিল।[১] সাধারণভাবে ধারণা করা যায় যে, সেটা ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং মুখস্থকরণে সহযোগী মাধ্যম হিসাবেই সম্পাদিত হয়েছিল।[২] এসব লেখনী ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে হওয়ার কারণে প্রাচ্যবিদগণ এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত একদল মুসলমান ধারণা করে যে, হাদীছ শাস্ত্র হিজরী ১ম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়নি। অথচ এই সময়টি ছিল হাদীছ শাস্ত্র সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রাথমিক ধাপ। এসময় একদল ছাহাবী এবং তাবেঈ যখন হাদীছ মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রয়াস নিয়েছিলেন, তখন অপর একদল ছাহাবী লিখিতভাবে সংরক্ষণেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই ধাপে অনানুষ্ঠানিকভাবে সংকলন শুরু হয়। যা ছিল পরবর্তীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ কিতাব রচনার জন্য প্রধান রসদ। এভাবে তাদের ধারাবাহিক প্রয়াস হাদীছের চূড়ান্তভাবে গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

প্রথম হিজরী শতাব্দীতে হাদীছ লিপিবদ্ধভাবে সংকলনের ইতিহাসের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ড. ফুয়াদ সেযগীন (১৯২৪খৃ.-)[৩], ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী (১৯৩০-২০১৭ খৃ.)[৪], ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ (১৯০৮-২০০২ খৃ.)[৫] এবং প্রাচ্যবিদদের মধ্যে ড. নাবিয়া এ্যাবোট (১৮৯৭-১৯৮১ খৃ.)[৬]। তাঁরা নানা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই যুগে বিক্ষিপ্তভাবে সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হাদীছসমূহ অনেকটাই উদ্ধার করেছেন। এতে দেখা গেছে পরবর্তী যুগে সংকলিত অধিকাংশ হাদীছই প্রথম যুগে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং এ কথা বলার আর সুযোগ নেই যে, প্রথম যুগে শুধুমাত্র মুখস্থ আকারে সংরক্ষিত হওয়ায় হাদীছ শাস্ত্র সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। নিম্নে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় লিখিত নথিসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে লিখিত সংকলনসমূহ :

রাসূল (ছাঃ) আরবে এবং আরবের বাইরে রাজনৈতিক সমঝোতা এবং ইসলামের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে গোত্রপতি, শাসক প্রমুখের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করতেন এবং চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করতেন। হাদীছ ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ (২০০২খৃ.) রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর মাক্কী জীবন থেকে শুরু করে বিদায় হজ্জ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হওয়া এমন প্রায় ২৮০টি দলীল উপস্থাপন করেছেন।[৭] এ সকল লিখিত দলীলসমূহ কয়েকভাবে বিভক্ত। যেমন-

(ক) শাসক ও রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরিত পত্রসমূহ :

রাসূল (ছাঃ) রোম সম্রাট কায়ছার হেরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট কিসরা, মিসর রাজা মুক্বাওক্বিস, ইয়ামামার খৃষ্টান শাসক হাওযাহ ইবনু আলী, দামিশকের খৃষ্টান শাসক হারিছ ইবনু আবী শিমর আল-গাস্সানী, বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনু সাওয়া, ওমানের শাসক জায়ফার ও তাঁর ভাই, হাবশার সম্রাট নাজাশী, হিময়ারের বাদশাহ প্রমুখ প্রতাপশালী শাসকের নিকটে পত্র প্রেরণ করেন।[৮]

(খ) গোত্রসমূহের প্রতি প্রেরিত পত্রসমূহ :

রাসূল (ছাঃ) ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন গোত্রের নিকটেও পত্র পাঠাতেন। যেমন বনু হারিছা ইবনু আমর, নাজরানের এক বিশপ পাদ্রী, জুরবা ও আযরাহবাসী, ইয়ামানবাসী, আসলাম গোত্র, বনু জুযাম, বনু খোযা'আহ প্রভৃতি গোত্রের নিকট তাঁর প্রেরিত পত্রসমূহ।[৯] কখনও দূরবর্তী কোন গোত্রের প্রতিনিধি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসতেন এবং দীর্ঘ সময় তাঁর কাছে হাতে-কলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য অবস্থান করতেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তনের সময় তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট স্বীয় গোত্রের জন্য লিখিত নির্দেশিকা চাইতেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য নির্দেশিকা লিখে দিতেন। যেমন (ক) ইয়ামান থেকে ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) এসেছিলেন এবং ফেরৎ যাওয়ার সময় তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে অনুরোধ করেন, اُكْتُبْ لِي إِلَى قَوْمِي كِتَابًا। 'আমার কওমকে উদ্দেশ্য করে আমাকে একটি পত্র লিখে দিন'। রাসূল (ছাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-কে দিয়ে ৩টি পত্র লিখিয়ে নিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ)-এর জন্য ব্যক্তিগত এবং অপর দু'টি সাধারণভাবে ছালাত ও যাকাত আদায় এবং মদ, সূদ প্রভৃতি থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ সম্বলিত।[১০] (খ) গামিদ গোত্রের ১০ জন লোক মদীনায় এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে শরী'আতের বিধি-

১. *মুছত্বফা আল-আ'যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, ১/৬৮।*
২. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম, ১/২৭৪।*
৩. *ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছিল-আরাবী, (রিয়াদ : জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৯১খৃ.)।*
৪. *দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী।*
৫. *ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ লিল আহদিন নাবাভী ওয়াল খিলাফাহ আর-রাশেদাহ (বৈরূত : দারুন নাফাইস, ১৯৮৭খৃ.)।*
৬. *Nadia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri : Quranic Commentary and Tradition (Chicago, 1967).*
৭. *ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ১/১৯৮-২৬৯; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ৪৩-৩৬৮; হুসাইন শাওয়াত্ব, হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ ওয়া তারীখুহা, পৃ. ১২৩-১২৮; নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৫, পুনর্মুদ্রণ (২), ২০০৮খৃ.), পৃ. ৫৩-৬১; মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১৬৫-১৭৯।*
৮. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৪৬৭-৪৮৮।*
৯. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৬খৃ.), ৫/১৬, ৫৩; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ১১৮, ১৭২, ২৭১, ৩২৪।*
১০. *ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ১/২১৯; ড. হামীদুল্লাহ, মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ২৪৭।*

বিধান সম্বলিত একটি পুস্তক প্রদান করেন এবং উবাই ইবনু কা'বের নিকট কুরআন শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন।[১১] (গ) খাছ'আম গোত্রের একদল লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বলল, 'আমাদের জন্য এমন একটি পত্র লিখে দিন, যা আমরা অনুসরণ করব। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে (দ্বীনের বিধান সম্বলিত) একটি পত্র লিখে দিলেন'।[১২]

(গ) মুসলিম শাসক, বিচারক এবং যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাদের প্রতি প্রেরিত পত্রসমূহ :

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রসারের সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিয়োগকৃত বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা, সেনাপতি, কাযী এবং সরকারী কর্মচারীদের নিকট লিখিত পত্র প্রেরণ করতেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) আমর ইবনু হাযম (রাঃ) সহ অন্যান্য শাসকদেরকে যাকাত (রাজস্ব) আদায়ের নিয়মাবলী এবং দ্বীনের বিভিন্ন ফরয ও সুন্নাতসমূহ সম্পর্কে নির্দেশিকা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) আমর ইবনু হাযম (৫০হি.)-কে দশম হিজরীতে ইয়ামানের নাজরানে গভর্নর হিসাবে প্রেরণকালে ইয়ামানবাসীর উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ নছীহতনামা প্রদান করেন। যেখানে পবিত্রতা, ছালাত, যাকাত, ওশর, হজ্জ, ওমরাহ, জিহাদ, গনীমত ও জিযিয়া প্রভৃতি অনেক বিষয়ে নির্দেশিকা লিখিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এই লিখিত দলীলটি তাঁর পৌত্র আবুবকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযমের নিকটে রক্ষিত ছিল। ইবনু শিহাব আয-যুহরী এই দলীলটি নিজে পাঠ করেন এবং বর্ণনা করেন।[১৩] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ 'রাসূল (ছাঃ) যাকাতের নীতিমালা সম্পর্কে একটি ফরমান লিপিবদ্ধ করান। কিন্তু কর্মচারীদের নিকট প্রেরণের পূর্বেই তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। ফলে এটা তাঁর তরবারির সাথে যুক্ত ছিল। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) আমৃত্যু যাকাত আদায়ের উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করেন। একইভাবে ওমর (রাঃ)ও আমৃত্যু একই নীতি অবলম্বন করেন'।[১৪] ইমাম যুহরী বলেন, সালিম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে এটি পড়িয়েছেন এবং আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (রহঃ) ইবনু ওমর (রাঃ)-এর দুই পুত্র সালিম এবং আব্দুল্লাহ্র নিকট থেকে এটি অনুলিপি করে নেন।[১৫]

(ঘ) চুক্তিনামা এবং সন্ধিসমূহ :

ইতিহাসগ্রন্থসমূহে এরূপ অসংখ্য পত্রের নযীর পাওয়া যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) মদীনায় পৌঁছানোর পর সেখানকার অধিবাসী ইহুদী এবং অন্যান্য আরব গোত্রসমূহকে সাথে নিয়ে কিছু চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেন। এতে প্রায় অর্ধশত ধারা সন্নিবেশিত হয়েছিল। যা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সীরাতগ্রন্থ সীরাতু ইবনি হিশামসহ প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এর শুরু ছিল এভাবে- هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، 'এটি আল্লাহ্র নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি দলীল। যা সম্পাদিত হ'ল, কুরাইশের মুমিন-মুসলমান এবং ইয়াছরিব (মদীনা)-বাসী এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে এবং তাদের সাথে যুক্ত হবে তাদের মধ্যে'।[১৬] এছাড়াও ৬ষ্ঠ হিজরীতে বিখ্যাত হুদায়বিয়ার সন্ধি, ৮ম হিজরীতে খন্দক যুদ্ধের সময় বনু গাতফানের সাথে চুক্তি, ৯ম হিজরীতে দুমাতুল জান্দালের শাসকের সাথে চুক্তি, তাবুক যুদ্ধের সময় ইউহান্নাহ ইবনু রুবাহ ও আয়লাবাসীর সাথে চুক্তি, বনু নাজরান, বনু ছাক্বীফ, বনু যামরা, বনু যুর'আ, বনু গাফফার, আসলাম গোত্র, বনু জুযাম, বনু কুযা'আহ, তায়েফবাসী, বনু হাওয়াযেন, বনু খোযা'আহ প্রভৃতি গোত্রের সাথে কৃত সন্ধিনামাসমূহ সুপ্রসিদ্ধ।[১৭]

---

১১. *(وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه شرائع الإسلام) আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ১/২৬০।*

১২. *(آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله فاكتب لنا كتابا نتبع ما فيه) (فكتب لهم كتابا) তদেব, ১/২৬২।*

১৩. *নাসাঈ, হা/৪৮৫৩-৪৮৫৭; দারিমী, হা/১৬৬১ ও অন্যান্য, ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬৫৫৯; ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম, ১/৩০১; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ২০৬-২১১। হাদীছটির সনদগুলো ত্রুটিপূর্ণ। এজন্য নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী নাসাঈ'র তাহক্বীক্বে এটি যঈফ বলেছেন। ইমাম মালেক তাঁর আল-মুওয়াত্ত্বায় (হা/৬৮০), আবুদাউদ তাঁর আল-মারাসীলে (হা/৯২) ও আন-নাসাঈ তাঁর সুনানে হাদীছটি মুরসাল সূত্রে এনেছেন। তবে অধিক প্রসিদ্ধির কারণে বিদ্বানগণ বর্ণনাটিকে ছহীহ গণ্য করেন। নাছিরুদ্দীন আলবানী তাঁর তাহক্বীক্ব ছহীহ ইবনু হিব্বানে এই কারণেই সম্ভবত হাদীছটিকে 'ছহীহ লিগায়রিহি' বলেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম শাফেঈ (আর-রিসালাহ, পৃ. ৪২০), ইয়া'ক্বূব আল-ফাসাভী (আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ (বৈরূত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ : ১৯৮১খৃ.), ২/২১৬), ইবনু আব্দিল বার্র (আল-ইস্তিযকার (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২০০০খৃ.), ৮/৩৭) প্রমুখ ব্যাপক প্রসিদ্ধির কারণে বর্ণনাটিকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة 'উক্ত (আমর বিন হাযমের) কিতাবের বিষয়ে যে হাদীছটি এসেছে তার সত্যায়ন করেছেন ইমামদের একটি দল, ইসনাদের দিক থেকে নয় বরং প্রসিদ্ধির দিক থেকে'। দ্র. আত-তালখীছুল হাবীর ৪/৫৮।*

১৪. *আবুদাউদ, হা/১৫৬৮-১৫৭০; তিরমিযী, হা/৬২১।*

১৫. *আবুদাউদ, হা/১৫৬৮-১৫৭০।*

১৬. *আব্দুল মালিক ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাভিইয়াহ, তাহক্বীক্ব : ত্বহা আব্দুর রঊফ সা'দ (কায়রো : শারিকাতুত ত্বিবা'আহ আল-ফান্নিয়াহ আল-মুত্তাহিদাহ, তাবি), ২/১০৬; আবূ উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম, কিতাবুল আমওয়াল (বৈরূত : দারুল ফিকর, তাবি), হা/৩২৮, পৃ. ১৬৬; ইবনু যানজুয়াইহ, আল-আমওয়াল (রিয়াদ : মারকাযুল মালিক ফায়ছাল লিল বুহূছ ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, ১৯৮৬খৃ.), হা/৭৫০; ২/৭৫০।*

১৭. *কিতাবুল আমওয়াল, হা/৫০৮-৫১৭, পৃ. ২৫০-২৫৯; ইবনু যানজুয়াইহ, আল-আমওয়াল, হা/৯৮, ৪১৮, ৪২৫, ৬৫৫, ৭৩৫, ৭৪০, ৭৪৬, ৭৪৮, ১৭০৫ প্রভৃতি; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক পৃ. ২৬২-৩১১।*

(ঙ) ক্ষমা ও অনুদানের সিদ্ধান্তসমূহ :

যেমন হিজরতের পূর্বে সুরাকা ইবনু মালিককে ক্ষমা করে দিয়ে নিরাপত্তা প্রদানের স্মারক[১৮] এবং ইসলাম গ্রহণের পর তামীম দারীকে ভূখণ্ড প্রদানের স্মারক।[১৯] এছাড়া খায়বারের দখলকৃত জমি ইহুদীদের মধ্যে বণ্টনের চুক্তিনামা[২০], আব্বাস বিন মিরদাস আস-সুলামী, ইয়ামনের আর-রুক্বাদ ইবনু আমর, বনু কুশায়ের গোত্র, বিলাল ইবনু হারিছ আল-মুযানীর গোত্র প্রমুখকে কৃষি ও সাধারণ জমি প্রদানচুক্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য।[২১]

(চ) মুসলমানদের সংখ্যা সংক্রান্ত রেকর্ড বহি :

যেমন রাসূল (ছাঃ) মদীনাবাসীদের মধ্যে কতজন মুসলমান হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরী করতে বলেন। ছাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ প্রদান করেন, اُكْتُبُوا لِى مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ- فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ 'তোমরা আমাকে যে সকল লোক মুসলমান হয়েছে তার একটি তালিকা লিখে দাও। অতঃপর আমরা তাঁকে ১৫০০ লোকের একটি তালিকা প্রদান করি'।[২২]

(জ) দাসমুক্তিদানের সিদ্ধান্তসমূহ :

রাসূল (ছাঃ) তাঁর একজন দাস আবূ রাফি'কে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন। এতে লিখিত ছিল, كتاب محمد رسول الله لفتاه أسلم: إني أعتقك لله عتقا مبتولا، الله أعتقك وله المنّ عليّ وعليك. فأنت حرّ لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الإسلام وعصمة الإيمان. 'এটি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পত্র, তাঁর একজন ইসলাম গ্রহণকারী গোলামের নিকট। আমি তোমাকে আল্লাহ্র জন্য পুরোপুরি মুক্ত করে দিলাম। আল্লাহ তোমাকে মুক্ত করুন। তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক আমার ও তোমার উপর। অতএব তুমি এখন স্বাধীন। ইসলামের পথ এবং ঈমানের সুরক্ষা ব্যতীত তোমার উপর আর কারও কোন অধিকার নেই'। এটি লিপিবদ্ধ করেন মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাঃ) এবং স্বাক্ষী থাকেন আবুবকর, ওছমান ও আলী (রাঃ)।[২৩] এছাড়া রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক এক ইহূদীর নিকট থেকে সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে ক্রয় করে মুক্তি দানের চুক্তিনামা। যেটি লিখেছিলেন আলী (রাঃ) এবং সাক্ষী ছিলেন কয়েকজন ছাহাবী। অনুরূপভাবে তিনি জনৈক পারসিক দাস আবূ যামীরাহ এবং হিময়ারের যিল কিলা' গোত্রের নিকট পত্রপ্রেরণের মাধ্যমে ৪ হাযার মামলূক দাসকে মুক্ত করে দেন।[২৪]

(ঝ) কোন কোন ব্যক্তির জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ :

যেমনভাবে ইয়ামনের আবূ শাহকে বিদায় হজ্জের ভাষণ লিখে দেয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৫]

রাসূল (ছাঃ)-এর লেখকগণ :

জাহিলী যুগে লেখনীকে অপমানজনক মনে করার রীতি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-ই সর্বপ্রথম এই চিরাচরিত মনোভাব দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ)-কে মদীনাবাসীদের লিখনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।[২৬] বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তির একটি শর্ত এটাও ছিল যে, তাদের প্রত্যেকে (যারা লিখতে জানে) দশজন করে নিরক্ষর মুসলমানকে লেখনীবিদ্যা শিক্ষা দিবে।[২৭] ফলে তাঁরই উৎসাহে মদীনায় একদল লেখকের সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের সংখ্যা ছিল ৫০-এর অধিক। তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ), ওছমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ), যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ), উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ), মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাঃ) প্রমুখ। এঁরা বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির জন্য দায়িত্বশীল ছিলেন। যেমন-

(ক) কুরআন সংকলনকারী লেখকগণ।
(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশসমূহ সংকলনকারী লেখকগণ।
(গ) শাসক এবং রাজন্যবর্গের নিকট পত্র-প্রেরণের জন্য লেখকগণ।
(ঘ) সন্ধিচুক্তি এবং দাফতরিক চিঠিসমূহের লেখকগণ।
(ঙ) আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে চিঠি আদান-প্রদানকারী লেখকগণ প্রভৃতি।

মুছতফা আল-আ'যামী (২০১৭খৃ.) মোট ৪৮ জন লেখকের নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৮] এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই তাঁর বাণীসমূহ অনানুষ্ঠানিকভাবে হ'লেও লিপিবদ্ধ হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর লেখকরাই ছিলেন এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালনকারী।

সারকথা :

উপরোক্ত ঐতিহাসিক দলীলসমূহ সবই রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরী'আতের বহু দিক-নির্দেশনা এসব লৈখিক দলীল থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতে তাঁর নির্দেশক্রমেই হাদীছের কিয়দংশ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়।

(ক্রমশঃ)

---

১৮. আল-বিদায়াহ, ৩/১৮৫; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক পৃ. ৫৪।
১৯. কিতাবুল আমওয়াল, হা/৬৮২, পৃ. ৩৪৯; আল-আমওয়াল, হা/১০১৬, ২/৬১৪; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ৩৭।
২০. আল-বালাযূরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৭১৩।
২১. মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ২৬৯, ৩০৭, ৩১৮।
২২. বুখারী হা/৩০৬০।
২৩. মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ৩১৬।
২৪. তদেব, পৃ. ৩২৮-৩৩০।
২৫. বুখারী হা/২৪৩৪, ৬৮৮০; মুসলিম হা/৪৪৭-৪৪৮।
২৬. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৯৯৪খৃ.), ৩/২৬৩।
২৭. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৯৯০খৃ.), ২/১৬।
২৮. ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী, কুত্তাবুন নাবী (ছাঃ) (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ : ১৯৭৮ খৃ.)।

সূচীপত্র

সম্মিলিত মুনাজাত কী ইজতিহাদী মাসআলা?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

দো'আ একটি ইবাদত। আর যে কোন ইবাদতের জন্য শরঈ দলীল অপরিহার্য। দলীল না থাকলে ইবাদত হিসাবে প্রচলিত কোন আমল বিদ'আতে পরিণত হয়, যা চুড়ান্তভাবে বর্জনীয়। বিদ'আত এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যার কারণে ঈমানদারদের সৎ আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঈমান আনার পরও জাহান্নামে যেতে হয়। বিদ'আতের কারণে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, সুন্নাত উঠে যায় এবং শয়তান অত্যন্ত খুশি হয়। বিদ'আতকারী হাউযে কাওছারের পানি পান থেকে বঞ্চিত হবে। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম বিদ'আতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক ও কঠোর ছিলেন। সুতরাং ইবাদত করতে গিয়ে তা যেন বিদ'আতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদেরকে ব্যর্থ করে না দেয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্প্রতি দলবদ্ধ মুনাজাত নিয়ে একটি বিতর্ক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং কেউ কেউ মত পেশ করেছেন, এটি একটি ইজতিহাদী আমল, যাকে খেলাফে সুন্নাত বলা গেলেও বিদ'আত বলা যায় না। অতএব যদি কারো দৃষ্টিতে এটি জায়েয হয়, তবে তা করতে পারে। এ ব্যাপারে আপত্তি তোলা যাবে না। বিষয়টি কি আসলেই তাই? নিম্নে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হ'ল।

মুনাজাতের পরিচয় :

'মুনাজাত' (مُنَاجَاةٌ) আরবী শব্দ। এর অর্থ : পরস্পর কানে কানে কথা বলা। শরী'আতের পরিভাষায় মুনাজাত হ'ল, ছালাতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে মুছল্লীর চুপি চুপি কথা বলা। বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উক্ত অর্থেই মুনাজাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِىْ صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ 'নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে'।[1] অন্য হাদীছে এসেছে, إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِىْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ. 'নিশ্চয়ই মুমিন যখন ছালাতের মধ্যে থাকে তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে'।[2] আরেক হাদীছে এসেছে, إِنَّ الْمُصَلِّىْ يُنَاجِىْ رَبَّهُ 'মুছল্লী ছালাতে তার রবের সাথে মুনাজাত করে'।[3] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِىْ اللهَ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ. 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়াবে তখন সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কারণ সে যতক্ষণ মুছল্লাতে ছালাত রত থাকে ততক্ষণ আল্লাহর সাথে মুনাজাত করে'।[4] অতএব মুনাজাত বা আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে প্রার্থনা করার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হ'ল ছালাত *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*। ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মুনাজাতের অস্তিত্ব শরী'আতে নেই। উপরোক্ত ছহীহ হাদীছ দ্বারা তা-ই প্রমাণিত হয়।

ইজতিহাদের পরিচয় : ইজতিহাদ হ'ল সত্য অন্বেষণে শ্রম ব্যয় করা। আর পরিভাষায়, শরী'আতের বিধান জানার জন্য শ্রম ব্যয় করা।[5]

ইজতিহাদী মাসআলার পরিচয় : ইজতিহাদী মাসআলা হ'ল এমন বিষয় যে বিষয়ে কুরআন, হাদীছ বা ইজমায় কোন দলীল নেই বা পরস্পর বিপরীতধর্মী দলীল রয়েছে কিংবা যঈফ দলীল রয়েছে যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে।[6]

কোন কোন মুহাদ্দিছ বলেন, ইজতিহাদী মাসআলা হ'ল المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، أو فيها نصوص متعارضة، أو فيها مجال سائغ للنظر، 'ইজতিহাদী মাসআলা এমন বিষয় যে বিষয়ে কোন দলীল নেই বা পরস্পর বিরোধী দলীল রয়েছে বা যাতে গবেষণার সুযোগ রয়েছে'।[7] শায়খ বিন বায (রহ.) বলেন, المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها يوضح الحكم الشرعي، 'ইজতিহাদী মাসআলা হ'ল যে বিষয়ে এমন কোন দলীল নেই যা শরী'আতের বিধানকে স্পষ্ট করে'।[8] মোটকথা, ইজতিহাদী মাসআলা হচ্ছে যে বিষয়ে স্পষ্ট দলীল নেই বা দলীল থাকলেও তা পরস্পর বিরোধী কিংবা এমন দলীল রয়েছে যাতে দুই ধরনের ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

ইজতিহাদের বৈধতা : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ করেছেন। মি'রাজের সময় রাসূল (ছাঃ)-কে শরাব ও দুধের পেয়ালা পান করতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইজতিহাদ করে দুধের পেয়ালা গ্রহণ করে তা থেকে পান করেন এবং শরাবের পেয়ালা বর্জন করেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলেছিলেন, আপনি মদের পেয়ালা গ্রহণ করলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত'।[9] ছাহাবায়ে কেরামও বিভিন্ন মাসআলায় ইজতিহাদ করেছেন। কিন্তু তারা তখনই ইজতিহাদ করেছেন যখন কুরআন বা হাদীছে সমাধান পাননি। এ বিষয়ে শরী'আতে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ، أَنْ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي

---

১. *বুখারী হা/৪০৫।*
২. *বুখারী হা/৪১৩; মুসলিম হা/৫৫১।*
৩. *আহমাদ হা/৫৩৪৯; মিশকাত হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ।*
৪. *বুখারী হা/৪১৬; মিশকাত হা/৭১০।*
৫. *উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৩৮৬, ১১/৮০২।*
৬. *ইবনু তায়মিয়া, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৩/১৬০; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৩/২৫২।*
৭. *আতিইয়া সালেম, শারহুল আরবাঈন ৭/৩০।*
৮. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/২২৪।*
৯. *বুখারী হা/৩৩৯৪; মিশকাত হা/৫৭১৬।*

www.at-tahreek.com

سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ-

শুরাইহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি ওমর (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন লিখলেন। জবাবে ওমর (রাঃ) তাঁকে লিখেন, তুমি আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে তা দ্বারা মীমাংসা কর। যদি আল্লাহ্র কিতাবে তা না থাকে, তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত দ্বারা। আর যদি ঐ বিষয়টি আল্লাহ্র কিতাব এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাতে পাওয়া না যায়, তবে নেক্কারগণ যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা কর। আর যদি তা আল্লাহ্র কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতে না থাকে এবং নেক্কার লোকেরাও এমন কোন মীমাংসা না দিয়ে থাকেন, তাহ'লে তোমার ইচ্ছা হ'লে সামনে অগ্রসর হবে, আর ইচ্ছা হ'লে স্থগিত রাখবে। আমার মতে, তোমার স্থগিত রাখাই উত্তম। তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক।[১০] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।[১১] ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বিচারক হিসাবে গমনকালে রাসূল (ছাঃ) অনুরূপ নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যার সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ।[১২]

ইজতিহাদের উদাহরণ :

আলকামা ও আসওয়াদ (রহ.) হ'তে বর্ণিত, তারা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট এ মর্মে একটা মামলা উত্থাপিত হ'ল যে, এক ব্যক্তি জনৈক রমণীকে বিবাহ করেছে, অথচ সে তার কোন মোহর ধার্য করেনি। আর সে ব্যক্তি সহবাস করার পূর্বেই মারা গেছে। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, রাসূলের মৃত্যুর পরে এমন জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি। তিনি বললেন, তোমরা অন্যের কাছে যাও। তারা এক মাস ধরে ফৎওয়া খুঁজে না পেয়ে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে বলল, এই ভূমিতে আমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ এর সমাধান দিতে পারেনি। অতএব আপনি সমাধান দিন। তিনি বললেন, আমি আমার ইজতিহাদ অনুযায়ী বলছি, যদি তা সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে। আর যদি ভুল হয়, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। আর তার মোহর হ'ল তার মত রমণীদের মোহরের ন্যায়। তা হ'তে বেশীও হবে না এবং কমও হবে না। সে মীরাছ পাবে এবং তার ইদ্দত পালন করতে হবে। আশজা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের এক মহিলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনই ফায়ছালা দেন, যার নাম ছিল বিরওয়া বিনতু ওয়াশিক। সে এক পুরুষকে বিবাহ করেছিল এবং সহবাসের পূর্বেই তার স্বামী মৃত্যুবরণ করে। তার জন্যও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মত মহিলার মোহরের ন্যায় মোহর নির্ধারণ করেন। আর তার জন্য মীরাছ এবং ইদ্দত পালনও ধার্য করেন। একথা শুনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হস্তদ্বয় উত্তোলন করে তাকবীর দিলেন অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বললেন।[১৩]

ইজতিহাদী মাসআলার হুকুম : ইজতিহাদী মাসআলা পুরোপুরি অস্বীকার করা যাবে না এবং তা পালন করতে কাউকে চাপও দেওয়া যাবে না। বরং ইলমী দলীল নিয়ে আলোচনা করবে। যখন এটি ছহীহ প্রমাণিত হবে তখন তার অনুসরণ করবে।[১৪]

ছালাত বা মজলিস শেষে সম্মিলিত মুনাজাত কি ইজতিহাদী মাসআলা?

এটি ইজতিহাদী মাসআলা নয়। কারণ ছালাতান্তে সালাম ফিরিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদতগুলো সুস্পষ্টভাবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কুতুবুস সিত্তাহসহ হাদীছের সকল কিতাবে ইমামগণ সালাম ফিরানোর পর করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট অধ্যায় রচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، 'যখন তোমরা ছালাত শেষ করবে তখন আল্লাহ্র যিকির করো, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে' *(নিসা ৪/১০৭)*। বুখারী, মুসলিম, শারহুস সুন্নাহ, মুসনাদুশ শাফেঈ এবং মিশকাতে শিরোনাম করা হয়েছে 'ছালাতের পর যিকির' (الذكر بعد الصلاة) মর্মে। ইমাম নাসাঈ ও বায়হাক্বী (রহঃ) সালামের পর যিকির (الذِّكْرُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ), ইস্তিগফার, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তা'আব্বুয উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসাঈ দুই স্থানে যিকিরের পর দো'আ ও ইবনু খুযায়মা 'সালামের পর দো'আসমূহ' পাঠের কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে সম্মিলিত দো'আ বা মুনাজাত নয়।

ইমাম আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ 'সালামের পর মুছল্লী কী বলবে'(باب ما يقول الرجل إذا سلم) মর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন। অতএব সুন্নাহ যেখানে স্পষ্ট বিদ'আত সেখানে দূরীভূত। এজন্য ইবনু মাসঊদ ও আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, اقتصادٌ في سُنَّةٍ؛ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعةٍ 'সুন্নাতের উপর আমলের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বিদ'আতী বিষয়ে ইজতিহাদ করা অপেক্ষা উত্তম'।[১৫] হাসসান ইবনু আতিয়্যাহ (রহ.) বলেন, مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا لَا يُعِيدُهَا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'কোন জাতি যখন দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন।

১০. *নাসাঈ হা/৫৩৯৯, সনদ ছহীহ।*
১১. *নাসাঈ হা/৫৩৯৮; দারেমী হা/১৬৫।*
১২. *আলবানী, যঈফাহ হা/৬৮১৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
১৩. *হাকেম হা/২৭৩৭; আবুদাউদ হা/২১১৯; মিশকাত হা/৩২০৭, সনদ ছহীহ।*
১৪. *ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩০/৮০।*
১৫. *ইবনু বাত্তা, আল-ইবানাহ হা/১৭৯; ছহীহাহ হা/২০৫-এর আলোচনা।*

ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নাত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না'।[১৬] ভারতীয় উপমহাদেশে এবং কিছু অনারব দেশে এই প্রথা চালু হওয়ার পিছনে বড় কারণ ছিল হাদীছকে সঠিকভাবে না বুঝা, জনগণ বা নিজ ভাষায় প্রশংসা করে আমীর বা নেতাদের খুশি করা এবং হাদীছের ছহীহ-যঈফের জ্ঞান না থাকা। বিশেষ করে কিছু জাল হাদীছের প্রচার-প্রসারের কারণে এবং সুন্নায় বর্ণিত আমলসমূহকে উঠিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিদ'আতী প্রথা চালু করা হয়েছে।

প্রচলিত সম্মিলিত দো'আ প্রসঙ্গে সর্বজনস্বীকৃত প্রাচীন ও সমকালীন বিদ্বানদের অভিমত :

ফরয ছালাতের পরে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি যে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে এ বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

ক. ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ)-এর অভিমত :

ইমাম মালেকের অবস্থান সম্পর্কে ইমাম কারাফী (রহ.) বলেন, كَرِهَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِأَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ الدُّعَاءَ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ جَهْرًا لِلْحَاضِرِينَ، 'ইমাম মালেক (রহ.) ও একদল বিদ্বান মুছল্লীদের উপস্থিতিতে ফরয ছালাতের পরে স্বরবে মসজিদ ও জামা'আতের ইমামদের পক্ষ থেকে দো'আ করাকে অপসন্দ করতেন'।[১৭] আর তাদের অপসন্দ করাটা হারামের মতই ছিল।

ইবনু রুশদ বলেন, ইমাম মালেককে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে দো'আ করে। তিনি বললেন, এটি সঠিক নয় এবং এরূপ করা কারো জন্য পসন্দ করি না। তাকে কুরআন খতমের পরে দো'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আমি মনে করি এ সময় দো'আ করার বিধান নেই এবং এব্যাপারে পূর্বের লোকদের আমল আমার জানা নেই। তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, কোন ইমাম এবং মুছল্লীরা সমবেত হ'ল এবং দো'আ করার নির্দেশ দিল, আমি কি তাদের সাথে অবস্থান করব? তিনি বললেন, না। আর আমি এটা পসন্দ করি না যে এজন্য এটা করা হবে এবং এভাবে দো'আ করা হবে'।[১৮]

ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) সালামের পরে শরী'আতে বর্ণিত যিকিরসমূহ পাঠ করতেন। তারপর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করে মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। ...মনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত।[১৯]

ইমাম শাতেবী (রহ.) প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ'আত প্রমাণ করেছেন এবং এব্যাপারে বহু মালেকী বিদ্বানগণের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, أَنَّ الدُّعَاءَ بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ دَائِمًا لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا إِقْرَارِهِ. 'নিয়মিতভাবে সম্মিলিত দো'আ রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ম ছিল না। এমনকি তাঁর বাণী এবং সমর্থনও ছিল না'।[২০]

খ. ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেঈ (রহ.) তার সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে 'ছালাতান্তে যিকির পাঠ সম্পর্কে অধ্যায়' (بَابٌ: فِي الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ) রচনা করেছেন। এতে তিনি তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ পাঠের হাদীছগুলো বর্ণনা করেছেন। যা প্রমাণ করে যে, তৎকালীন এই বিদ'আতী মুনাজাতের কোন অস্তিত্বকে তারা স্বীকৃতি দেননি।[২১]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.) বলেন, و أما الاجتماع له، كما في الاستسقاء، فبدعة 'ইস্তিস্কার ছালাত ব্যতীত যেকোন বিপদে দো'আর জন্য সমবেত হওয়া বিদ'আত'।[২২] অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম যে সকল স্থানে দো'আর জন্য সমবেত হননি সে সকল স্থানে সমবেত হওয়া বিদ'আত।

গ. ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর অভিমত : ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ.) দো'আর জন্য সমবেত হওয়াকে বিদ'আত মনে করতেন। ফযল ইবনু মেহরান বললেন, আমাদের এলাকায় কিছু লোক সমবেত হয়ে দো'আ করে, কুরআন তেলাওয়াত করে এবং আল্লাহ্র যিকির করে। আপনি এদের ব্যাপারে কি বলবেন? তিনি বললেন, তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং মনে মনে আল্লাহ্র যিকির করবে...। আমি বললাম, আমি কি তাদেরকে এভাবে সম্মিলিত দো'আ ও যিকির করতে নিষেধ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, যদি গ্রহণ না করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই গ্রহণ করবে। কারণ এটা বিদ'আত। তুমি যেভাবে বর্ণনা দিলে সেভাবে সমবেত হওয়া বিদ'আত। যদি তারা গ্রহণ না করে তাহ'লে আমি কি তাদেরকে বর্জন করব? তিনি তখন মুচকি হেসে চুপ থাকলেন। একই প্রশ্নের উত্তরে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বললেন, হ্যাঁ তুমি তাদেরকে অবশ্যই বর্জন করবে'।[২৩]

ঘ.শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.)-এর অভিমত : জগদ্বিখ্যাত মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.)-এর কাছে প্রত্যেক ছালাতের পর করণীয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হ'লে তিনি ছালাতের পরের যিকির সংক্রান্ত

১৬. *দারেমী হা/৯৮; মিশকাত হা/১৮৮; ইবনুল বাত্তাহ, আল-ইবানাহ ২২৮, সনদ হাসান।*
১৭. *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী ১/২১৪।*
১৮. *আল-বায়ান ওয়াত তাহছীল ১/৩৬২।*
১৯. *মাওয়াহিবুল জালীল ২/১২৭।*
২০. *আল-ই'তিছাম, পৃ. ৪৫৬-৬৫।*
২১. *মুসনাদুশ শাফেঈ ১/২৮৮-৯০।*
২২. *বাযলুল মাঊন ফী ফাযলিত-তাঊন ৩২৮পৃ.।*
২৩. *আল-আদাবুশ শারঈয়াহ ২/১০২।*

অনেক দো'আ উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, وَأَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো'আ করার বিষয়টি নবী করীম (ছাঃ) থেকে কেউই বর্ণনা করেননি'।[২৪] তিনি আরো বলেছেন, دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا فَهَذَا الثَّانِي لَا رَيْبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي أَعْقَابِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْأَذْكَارَ الْمَأْثُورَةَ عَنْهُ إذْ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَنَقَلَهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ثُمَّ التَّابِعُونَ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ كَمَا نَقَلُوا مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ؛ 'এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো'আর নিয়মে রাসূল (ছাঃ) ফরয ছালাত সমূহের পরে দো'আ করেননি। যেমনটি তিনি অন্যান্য যিকিরসমূহ পাঠ করতেন। যদি তিনি এভাবে সম্মিলিত দো'আ করতেন তাহ'লে তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করতেন। অতঃপর তাদের থেকে তাবেঈগণ এবং তাবেঈ গণের থেকে আলেমগণ অবশ্যই বর্ণনা করতেন। যেমনভাবে তারা (শরী'আতের) অন্যান্য বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন'।[২৫]

অতঃপর ফরয ছালাতের পর সম্মিলিতভাবে দো'আ করা জায়েয কি-না এ সম্পর্কে তিনি বলেন, أَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ إِنَّمَا كَانَ دُعَاؤُهُ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَإِذَا دَعَا حَالَ مُنَاجَاتِهِ لَهُ كَانَ مُنَاسِبًا. وَأَمَّا الدُّعَاءُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ مُنَاجَاتِهِ وَخِطَابِهِ فَغَيْرُ مُنَاسِبٍ، 'ছালাতের পরে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো'আ করা বিদ'আত। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না, বরং তাঁর দো'আ ছিল ছালাতের ভিতরে। কেননা মুছল্লী ছালাতের ভিতরে তার প্রভুর সাথে মুনাজাত করে। সুতরাং যখন সে মুনাজাতের হালাতে তার জন্য দো'আ করবে তখন সেটা ঐ ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত সময়। কিন্তু আল্লাহ্র সাথে মুনাজাত ও কথোপকথন থেকে সালাম ফিরিয়ে দো'আ করা সঠিক নয়'।[২৬]

ঙ. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.)-এর অভিমত :

প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাতের ব্যাপারে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) তাঁর 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে বলেন, وَأَمَّا الدُّعَاءُ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوِ الْمَأْمُومِينَ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلًا وَلَا رُوِيَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ. 'ছালাতের সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলার দিকে মুখ করে কিংবা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে দো'আ করা রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর সুন্নাহর আদৌ অন্তর্ভুক্ত নয়। এই পদ্ধতি রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ বা হাসান কোন সনদে বর্ণিত হয়নি'।[২৭]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) অন্যত্র বলেন, وَتَرْكِهِ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَأْمُومِينَ وَهُمْ يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ دَائِمًا بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ أَوْ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، ...وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُلُهُ عَنْهُ صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ وَلَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ أَلْبَتَّةَ، 'রাসূল (ছাঃ) ছালাতের পরে মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে দো'আ করা এবং মুক্তাদীরা তার দো'আয় ফজর ও আছর কিংবা সকল ছালাতের পরে সর্বদা আমীন আমীন বলা পরিত্যাগ করেন।... তিনি এভাবে সম্মিলিত দো'আ করবেন আর তার থেকে এমন পদ্ধতি ছোট, বড়, পুরুষ ও মহিলা একজনও বর্ণনা করবেন না তা একেবারেই অসম্ভব'।[২৮]

চ. শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহ.)-এর অভিমত :

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.) বিদ'আতের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাতের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বলেন, لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة ولم يصح ذلك أيضا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، 'আমাদের জানা মতে, নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ ফরয ছালাতান্তে হাত তুলে মুনাজাত করেছেন মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা নেই। ফরয ছালাতের পর কিছু লোক যে হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ করে তা বিদ'আত। যার কোন ভিত্তি নেই। কারণ নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[২৯]

তিনি অন্যত্র বলেন, لَمْ يَحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِيمَا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْفَرِيْضَةِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ. 'আমরা যা জানি তা হ'ল নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে

২৪. *মাজমূউল ফাতাওয়া*, ২২/৫১৬।
২৫. *মাজমূউল ফাতাওয়া*, ২২/৫১৭; *আল-ফাতাওয়াল কুবরা* ২/২১৮; *জামেউল মাসায়েল* ৪/৩১৬।
২৬. *মাজমূউল ফাতাওয়া* ২২/৫১৯; *আল-ফাতাওয়াল কুবরা* ১/৫৩।
২৭. *যাদুল মা'আদ* ১/২৪৯।
২৮. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন* ২/২৮১।
২৯. *মাজমূ' ফাতাওয়া* ১১/১৮৪; *ফাতাওয়া ইসলামিয়া* ১/৩১৯।

কেরাম থেকে প্রমাণিত হয়নি যে, তারা ফরয ছালাতের পরে হাত তুলে দো'আ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, এটা বিদ'আত'।[৩০]

ছ. শায়খ উছায়মীন (রহ.)-এর অভিমত :

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ) ফরয ছালাতের পর মুছল্লীদের সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা সম্পর্কে বলেন, أَمَّا الدُّعَاءُ أَدْبَارُ الصَّلَوَاتِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جِمَاعِيٍّ بِحَيْثُ يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنُ عَلَيْهِ الْمَأْمُوْمُوْنَ فَهذَا بِدْعَةٌ بِلَا شَكٍّ. 'ফরয ছালাতসমূহের পরে দো'আ করা ও দু'হাত তোলা যদি সম্মিলিতভাবে হয় যেরূপ ইমাম দো'আ করে আর তার দো'আয় মুক্তাদীরা আমীন আমীন বলে তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত'।[৩১]

ছালাতের পর দো'আ করা এবং দু'হাত তোলার হুকুম সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, لَيْسَ مِنَ الْمَشْرُوْعِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا، وَإِذَا كَانَ يُرِيْدُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَوْنِهِ يَدْعُوْ بَعْدَ أَنْ يَّنْصَرِفَ مِنْهَا، وَلِهذَا أَرْشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذلِكَ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حِيْنَ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ قَالَ: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. 'ছালাত শেষ করে লোকদের জন্য দু'হাত তোলা এবং দো'আ করা শরী'আতসম্মত নয়। যদি সে দো'আ করতে চায় তাহ'লে সালাম ফিরানোর পর দো'আ করার চেয়ে ছালাতের মধ্যে দো'আ করাই উত্তম। এজন্য ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এই দিকেই নির্দেশনা প্রদান করেছেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, 'অতঃপর তুমি (তাশাহহুদে) যা ইচ্ছা তাই প্রার্থনা করবে'।[৩২] অন্যত্র সম্মিলিত দো'আ সম্পর্কে তিনি বলেন, حكمه أنه بدعة 'এর বিধান হ'ল এটি বিদ'আত'।[৩৩]

জ. শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর অভিমত :

জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) উক্ত পদ্ধতিতে দো'আ করাকে বিদ'আত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর পক্ষে মুহাম্মাদ বিন মকবুল আহদাল রচিত রিসালার জওয়াব লিখে বলেন, مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَشْرُوْعِيَّةِ الرَّفْعِ الْمَذْكُوْرِ ... وَلَيْسَ فِيْهَا حَدِيْثٌ وَاحِدٌ ثَابِتٌ. 'উল্লিখিত স্থানে (ফরয ছালাতের পর) হাত তোলার ব্যাপারে শরী'আতে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। ... এমনকি এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য একটি হাদীছও নেই' *(যঈফাহ ৩/৩১)*। সম্মিলিত মুনাজাত সম্পর্কে তিনি বলেন, لا يوجد هناك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو مثل هذا الدعاء الطويل العريض الذي يأتي به بعض أئمة المساجد، 'এ মর্মে একটি হাদীছও পাওয়া যায় না যা প্রমাণ করে যে, নবী করীম (ছাঃ) এই রকম লম্বা ও দীর্ঘ দো'আ করেছেন যেমনটি কিছু মসজিদের ইমামগণ করে থাকেন *(আল-ফাতাওয়াল ইমারাতিয়া টেপ নং ০৮)*। বক্তৃতা ও মাহফিলের পর সম্মিলিত দো'আ সম্পর্কে তিনি বলেন, كل هذا يأتي من الجهل بالسنة، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، 'সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এগুলো চালু হয়েছে। আল্লাহ্র নিকট আমরা প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান দেন।[৩৪]

ঝ. শায়খ ছালেহ আল-ফাওযানের অভিমত :

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন আলেমে দ্বীন ছালেহ আল-ফাওযান (হাফি.) সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ'আত বলেছেন। তিনি বলেন, أما الدعاء الجماعي بعد الصلاة فهو بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن القرون المفضلة أنهم كانوا يدعون دعاءً جماعيًّا بأن يرفع الإمام يديه، ثم يرفعون أيديهم ويدعو، وهم يدعون معه، هذا من البدع. 'ছালাতের পরে সম্মিলিত দো'আ বিদ'আত। কারণ নবী করীম (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ এবং শ্রেষ্ঠ যুগের কারো থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, ইমাম হাত উত্তোলন করেছেন এবং তার সাথে মুক্তাদীরাও হাত তুলেছেন এবং তারা একই সাথে সম্মিলিত দো'আ করেছেন। এটা বিদ'আতের অন্তর্গত'।[৩৫]

ঞ. শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদের অভিমত :

সুনানু আবীদাউদের অন্যতম ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ সম্মিলিত মুনাজাত সম্পর্কে বলেন, ورفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الناس، وهو الذي كان يصلي بهم، ولم ينقل رفع اليدين بعد الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل هذا على أن ذلك لا يصلح؛ لأنه لم يفعل. 'ছালাতের পর হাত তুলে

৩০. *মাজমূ' ফাতাওয়া* ১১/১৬৭।
৩১. *মাজমূ' ফাতাওয়া* ১৩/২৫৮, ১৬/১১০।
৩২. *মাজমূ' ফাতাওয়া* ১৩/২৫৩-৫৪, ১৪/২৯৩, ১৬/৯৯; *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম* ৩৩৯ পৃ.।
৩৩. *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব* ৮/০২।
৩৪. *দুরূসুন লিশ-শায়খ আলবানী* ৯/১৭।
৩৫. *মাজমূ' ফাতাওয়া* ২/৬৮০।

www.at-tahreek.com

দো'আ করা রাসূল (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়নি। কারণ নবী করীম (ছাঃ) লোকদের ইমাম ছিলেন। তিনি তাদের ছালাতে ইমামতি করতেন। অথচ রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ (রাঃ) থেকে ছালাতের পরে হাত তোলার বিষয়টি বর্ণিত হয়নি। এটি প্রমাণ করে যে, এভাবে সম্মিলিত দো'আ সঠিক নয়। কেননা তিনি এমনটি করেননি'।[৩৬]

ট. সঊদী আরবের ফৎওয়া বোর্ড 'ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা'র অভিমত :

সঊদী আরবের স্থায়ী ফৎওয়া বোর্ড প্রচলিত দো'আ সম্পর্কে বলেছে, هذا العمل عمل بدعي لا يجوز؛ لأن الدعاء الجماعي بعد الصلاة بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر، 'এটি বিদ'আতী আমল, যা জায়েয নয়। কেননা ছালাতের পর সম্মিলিত দো'আ বিদ'আত। পবিত্র শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই'।[৩৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে, الدعاء الجماعي بعد الصلاة بدعة لا أصل له في الشرع، والمشروع الذكر، والدعاء بالوارد بعد السلام من كل مصل بمفرده. 'ছালাতের পরে দলবদ্ধ দো'আ বিদ'আত, শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই। বরং শরী'আতসম্মত হ'ল সালাম ফিরানোর পরে প্রত্যেক মুছল্লীর একাকী হাদীছে বর্ণিত দো'আ ও যিকির পাঠ করা'।[৩৮]

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে, لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا نَعْلَمُ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الْفَرِيْضَةِ فِي الدُّعَاءِ، وَرَفْعُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ صَلَاةِ الْفَرِيْضَةِ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ. 'আমরা জানা মতে ফরয ছালাতের সালামের পরে হাত তুলে দো'আ করা নবী করীম (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়নি। তাই ফরয ছালাতের সালামের পরে দু'হাত তুলে দো'আ করা সুন্নাত বিরোধী কাজ'।[৩৯]

এছাড়াও উপমহাদেশের বড় বড় আহলেহাদীছ আলেম প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ'আত বলেছেন।

ঠ. হানাফী মাযহাবের কতিপয় ওলামায়ে কেরামের অভিমত :

ছহীহ বুখারী ও তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী।[৪০] উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী[৪১], আল্লামা ইউসুফ বিন্নূরী[৪২], আল্লামা রশীদ আহমাদ পাকিস্তানী[৪৩], মুফতী ফয়যুল্লাহ হানাফী হাটহাজারী[৪৪] প্রমুখ বিদ্বান এবং মাসিক আত-তাহরীক, সাপ্তাহিক আরাফাত, মাসিক পৃথিবী ইত্যাদি পত্রিকা সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ'আত বলেছেন।

উল্লেখ্য, উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ মাদ্রাসা 'দারুল উলূম দেওবন্দ এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মাদ্রাসা হাটহাজারী চট্টগ্রাম সহ বহু হানাফী প্রতিষ্ঠান থেকে উক্ত প্রথা উঠে গেছে।

অন্যান্য প্রসঙ্গ :

ক. মাহফিল বা মজলিস শেষে সম্মিলিত মুনাজাত : কোন মজলিস বা দারস কিংবা বক্তব্য শেষে ইমাম বা শিক্ষক কর্তৃক দো'আ পাঠ এবং উপস্থিত জনতা কর্তৃক আমীন সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন মজলিস (বৈঠক) হ'তে খুব কমই উঠতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার ছাহাবীগণের জন্য এ দো'আ না করতেন, আল্লাহুম্মাকসিম লানা মিন খাশয়াতিকা... অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে ঐ পরিমাণ তোমার ভীতি সঞ্চার করো যা দিয়ে তুমি আমাদের মাঝে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। তোমার ইবাদত-আনুগত্যের ঐ পরিমাণ আমাদেরকে দান করো, যা দিয়ে তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং তোমার ওপর ঈমানের ঐ পরিমাণ দান করো যা দিয়ে তুমি দুনিয়ার বিপদাপদ সহজ করে দেবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার সাধন করো আমাদের কানের মাধ্যমে, আমাদের চোখের মাধ্যমে ও আমাদের শক্তির মাধ্যমে, যতক্ষণ তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী জারী রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধ-প্রতিরোধকে সীমাবদ্ধ রাখো তাদের ওপর, যারা আমাদের ওপর যুলম করেছে এবং আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করো তাদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। হে আল্লাহ! আমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোন বিপদে

৩৬. *শারহু সুনানী আবীদাউদ ৮/২৫২।*
৩৭. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/১৬৫-১৬৬।*
৩৮. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/২৪১।*
৩৯. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/১০৪।*
৪০. *আত-তাহরীক, ডিসেম্বর '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৪/৪৯।*
৪১. *ফাতাওয়া আব্দুল হাই ১/১০০।*
৪২. *মা'আরিফুস সুনান ৩/৪০৯।*
৪৩. *আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৬৮ পৃঃ; গৃহীতঃ সম্মিলিত মুনাজাত, পৃঃ ২৫।*
৪৪. *আহকামুদ দাওয়াত আল-মুরাওয়াজাহ, পৃঃ ১০।*

ফেলো না এবং দুনিয়াকে আমাদের মৌলিক চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা করো না। হে আল্লাহ! যারা আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করবে না, তাদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না'।[৪৫]

তবে এই দো'আতেও হাত উত্তোলনের কথা নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) ছালাতের বাইরে ইস্তিস্কা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাত করেননি। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ 'নবী করীম (ছাঃ) ইসতিসক্বা (বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাত) ছাড়া অন্য কোন দো'আয় হাত উঠাতেন না। এ দো'আয় তিনি এত উপরে হাত উঠাতেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।[৪৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বৈঠক শেষে, কিংবা ছালাত শেষে কিছু কালেমা পড়তেন। আমি একদা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যখনই আপনি কোন বৈঠকে বসেন অথবা ছালাত আদায় করেন, তখনই এই কালেমাগুলি দ্বারা শেষ করেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোন ব্যক্তি ভাল কথা বললে ঐ ভাল-র উপরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত করা হয়। আর কোন ব্যক্তি মন্দ কিছু করলে এই দো'আ তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। দো'আটি হচ্ছে- سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ إِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ إِلَيْكَ- *'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'*। অর্থ: মহা পবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'।[৪৭]

নাসাঈ স্বীয় গ্রন্থে ما يختم تلاوة القران عمل اليوم والليلة কথাটিও বর্ণনা করেছেন। যার অর্থঃ 'যা দ্বারা তিনি কুরআন তেলাওয়াত শেষ করতেন'।[৪৮] এজন্য আলবানী (রহ.)-কে মাহফিল বা মজলিস শেষে সম্মিলিত দো'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, এগুলো লোকদের সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে চালু হয়েছে, এগুলো বিদ'আত।[৪৯]

আর সেজন্য ছাহাবীদের যুগে দো'আর জন্য সমবেত হওয়াকে অপরাধ মনে করা হত। আবু উছমান আন-নাহদী বলেন, জনৈক গভর্নর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে, এখানে একদল লোক আছে যারা সমবেত হয় এবং আমীর ও মুসলমানদের জন্য সম্মিলিতভাবে দো'আ করে। ওমর (রাঃ) চিঠির জবাবে লিখলেন, তুমি আমার কাছে আসো এবং সাথে করে তাদেরকেও নিয়ে এসো। তিনি আসলেন। ওমর (রাঃ) দ্বাররক্ষীকে বললেন, তুমি আমার জন্য একটি বেত প্রস্তুত কর। যখন তারা ওমরের নিকটে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাদের নেতাকে সম্মিলিতভাবে দো'আর আয়োজন চালু করার কারণে বেত্রাঘাত করলেন।[৫০]

খ. সম্মিলিত মুনাজাতের প্রমাণে পূর্ব থেকে চালু থাকার উদাহরণ পর্যালোচনা : পূর্ব থেকে কোন আমল চালু থাকা বা সৎকর্মশীল ব্যক্তি দ্বারা আমল হওয়া শরী'আতের কোন দলীল নয়। কেউ না জেনে বা পূর্ব পুরুষদের কোন আলেমের ভুল ফৎওয়ার অনুসরণ করে কোন আমল করে থাকলে তিনি পাকড়াও থেকে রক্ষা পেয়ে যাবেন। কিন্তু কারো কাছে কোন বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তার উপর যিদবশতঃ আমল করা বা সপক্ষে অবস্থান নেয়া মোটেই ঈমানদারীর পরিচয় নয়; বরং কাফির, মুশরিক ও যালেম শাসকদের কাজ। যেমন ফেরাউনের কাছে মূসা (আঃ) দাওয়াত নিয়ে আসার পরে ফেরাউন বলেছিল, فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى؟ 'তাহ'লে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি'? *(তোয়া-হা ২০/৫১)*। অর্থাৎ যারা তোমাদের রব-এর উপাসনা করেনি।

এর মাধ্যমে ফিরাউনের দু'টি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, ১. জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা, কারণ যদি মূসা (আঃ) বলতেন, তারা জাহান্নামী, তাহ'লেই তাদের মধ্যে প্রতিহিংসার সূত্রপাত হ'ত, সাথে সাথে মূসা (আঃ) জনরোষে পড়ে কুপোকাত হ'তেন, কেউ তার কথা শুনত না।

২. আগের অবস্থাই ভালো প্রমাণ করা, কারণ আমাদের সমাজে কত সুন্দর নিয়ম চলে আসছিল, তুমি পূর্বের নিয়মকে তুলে দিয়ে ফিৎনা সৃষ্টি করতে যাচ্ছ কেন? যা প্রতিষ্ঠিত আছে তাকে থাকতে দাও। সমাজে প্রচলিত শিরক বিদ'আতের ক্ষেত্রে হানাফী, ব্রেলভী ও হানাফী দেওবন্দীরা এমন উদারহণই দিয়ে থাকে। যখনই তাদেরকে কোন বিদ'আত ছাড়তে বলা হয়, তখনই তারা পূর্বপুরুষ, পীর ছাহেব, মাওলানা, মুহাদ্দিছ, বড় হুজুর কিংবা আকাবির-বুযুর্গের দোহাই দিয়ে থাকে। এগুলো মূলত: প্রাচীন যুগের কাফির-মুশরিকদের আচরণের হুবহু বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، 'এমনিভাবে তোমার পূর্বে যখনই আমরা কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি এক রীতির উপর এবং আমরা তাদের রীতির অনুসরণ করি'

৪৫. *তিরমিযী হা/৩৫০২; মিশকাত হা/২৪৯২, সনদ হাসান।*
৪৬. *বুখারী হা/১০৩১; মুসলিম হা/৮৯৫; মিশকাত হা/১৪৯৮।*
৪৭. *তিরমিযী, নাসাঈ হা/১৩৪৪; মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০; ছহীহুত তারগীব হা/১৫১৮; ছহীহাহ হা/৩১৬৪।*
৪৮. *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ হা/৩০৮; নাসাঈ হা/১৩৪৩-এর টীকা।*
৪৯. *দুরূসুন লিশ-শায়খ আলবানী ৯/১৭।*
৫০. *মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৬১৯১; ইবনু ওয়াযাহ, আল বিদউ হা/৩৬; সনদ হাসান।*

(যুখরুফ ৪৩/২৩)। এ অবস্থায় মুসলমানদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিৎ সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، 'আমি যদি তোমাদের নিকট তার চেয়ে উত্তম পথ নির্দেশ নিয়ে আসি, যার উপরে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছ? তারা বলে, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা ওসব প্রত্যাখ্যান করি' *(যুখরুফ ৪৩/২৩)*।

সুতরাং পূর্বসুরীদের নিয়মনীতি দেখানো ও উদাহরণ প্রদান করা সালাফদের কাজ নয়। বরং অবাধ্যদের কাজ। যখন সুন্নাহ্র বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে তখন পূর্বপুরুষদের অজ্ঞতাবশত কোন আমলের উদারহণ দিয়ে তা অনুসরণ করা যাবে না। কারণ তারা হয়ত অজ্ঞতার কারণে নাজাত পেয়ে যাবেন কিন্তু পরবর্তীরা বিষয়টি জানার পরেও তার উপর টিকে থাকলে নাজাত পাবে না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*।

গ. কোন মাসআলায় ইখতিলাফ থাকলেই কি সেটি ইজতিহাদী মাসআলা হয়?

কোন মাসআলায় মতবিরোধ থাকা অর্থই তা ইজতিহাদী মাসআলা নয়। কেননা সকল মতবিরোধ বৈধ নয়। সাধারণতঃ তিনটি ক্ষেত্রে মতবিরোধ বৈধ হ'তে পারে- (১) উভয় পক্ষে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল- উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় করতে হবে এবং সম্ভবপর যে কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। নতুবা উভয়টির উপর আমল করা বৈধ হবে। (২) উভয় পক্ষে দলীল রয়েছে। কিন্তু এক পক্ষে ছহীহ হাদীছ রয়েছে, অন্য পক্ষে যঈফ হাদীছ রয়েছে। এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল- ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতে হবে এবং যঈফ হাদীছ বর্জন করতে হবে। এই প্রকারের মাসআলায় ছহীহ হাদীছ নিশ্চিত হওয়ার পর কোন মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، 'তাদের মূলনীতি: 'মতপার্থক্যপূর্ণ মাসায়েল অস্বীকার করা যাবে না' কথাটি সঠিক নয়। হুকুমের ক্ষেত্রে হৌক বা আমলের ক্ষেত্রে হৌক তা যদি সুন্নাহ ও মীমাংসিত ইজমার বিরুদ্ধে হয় তাহ'লে তা প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হবে'।[৫১]

(৩) যে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দলীল বর্ণিত হয়নি, সে বিষয়ের মতবিরোধ ও ইজতিহাদ বৈধ। তবে সেক্ষেত্রেও অধিকতর গ্রহণযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং অপরটিকেও নাকচ করা যাবে না বা কারো অন্ধ অনুকরণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, إِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لَا تُنْكَرُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا؛ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَبِعَهُ وَمَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا إِنْكَارَ عَلَيْهِ، 'এরূপ ইজতিহাদী মাসআলা পুরোপুরি অস্বীকার করা যাবে না এবং কারো জন্য সমীচীন নয় যে সে লোকদের জন্য তা অনুসরণ করাকে আবশ্যক করে দিবে। বরং উক্ত বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ দলীল ভিত্তিক আলোচনা করবে। যার নিকট দু'টি বিষয়ের একটির বিশুদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে যাবে তার অনুসরণ করবে। আর সাধারণ লোকদের কেউ যদি দ্বিতীয় অভিমতের তাকলীদ করে তাহ'লে তা অস্বীকার করা যাবে না।[৫২]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, প্রচলিত হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাতকে কোন অবস্থাতেই ইজতিহাদী মাসআলা বলার সুযোগ নেই। কেননা এর সপক্ষে দূরতম কোন দলীলও নেই। সুতরাং এ বিষয়ে ইখতিলাফ বা মতবিরোধও বৈধ নয়।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, সুন্নাহ্র অনুসরণের মধ্যে যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে। বিদ'আত নিয়ে ইজতিহাদ করা অপেক্ষা সুন্নাহর অনুসরণ অধিক কল্যাণকর ও নিরাপদ। অন্যদিকে একটি বিদ'আত অপরাপর বহু বিদ'আতের জন্ম দেয়। রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষে, জানাযার পরে দাফন শেষে, জুমা'আর ছালাত শেষে, মজলিস বা মাহফিল শেষে যেহেতু একটি বারও সম্মিলিত মুনাজাত করেননি। এমনকি সালাফে ছালেহীন তথা ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম বা চার ইমামও এই সম্মিলিত মুনাজাত করেননি। যা সালাফগণ করেননি সে আমলকে চালু করার জন্য আম হাদীছের উপর ইজতিহাদ করে হাদীছের স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপট লক্ষ্য না করে জোড়া-তালি লাগিয়ে তা চালু রাখা বা চালু করার অপচেষ্টা করা স্পষ্ট সুন্নাহ বিরোধী কাজ। কারণ বিদ'আত চালু হ'লেই অসংখ্য সুন্নাত উঠে যাবে, যার বাস্তবতা আমার প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করছি। এজন্য রাসূল (ছাঃ) সর্বদা সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরার জন্য জোরালো তাকীদ দিয়েছেন। অতএব বিদ'আত চালু করে সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করা সালাফে ছালেহীনদের মানহাজ বিরোধী কাজ। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুন্নাতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখা এবং সুন্নাতের প্রকৃত অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫১. *ইবনু তায়মিয়াহ, ইকামাতুদ দলীল আলা ইবতালীল তাহলীল ১৮১ পৃ.; আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৬/৯৬; ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ৩/২২৩।।*

৫২. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩০/৮০।*

গীবত : পরিণাম ও প্রতিকার

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা :

গীবত একটি ভয়াবহ পাপ। সমাজে যেসব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশী তন্মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। এটি চুরি-ডাকাতি, সূদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পঁচা গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হ'ল এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। চায়ের আসর থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়া ও স্বাভাবিক আলাপচারিতায় এটা অনেকের স্বভাবসুলভ আচরণে পরিণত হয়ে গেছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ্র ঘর মসজিদে বসেও অনেকে এই গর্হিত পাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের পরিচিত নেককার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে। নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি ও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু ইসলাম সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এমনকি সেই দোষচর্চা শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করেছে। বক্ষমাণ নিবন্ধে আমরা গীবতের বিবিধ অনুসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

গীবতের পরিচয়

'গীবত' (الغِيبَةُ) আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হ'ল- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।[১]

গীবতের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ 'তোমরা কি জান গীবত কী? ছাহাবীগণ বললেন, '(এ ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ '(গীবত হচ্ছে) তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা সে অপসন্দ করে'। জিজ্ঞেস করা হ'ল- أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ 'আমি যা বলছি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহ'লে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ 'তুমি তার (দোষ-ত্রুটি) সম্পর্কে যা বলছ, সেটা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহ'লে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সেই (ত্রুটি) তার মধ্যে না থাকে, তাহ'লে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে'।[২]

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (রহঃ) বলেন, 'গীবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে। চাই সেই দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক তার দেহ-সৌষ্ঠব, দ্বীনদারিতা, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি, চরিত্র, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ি, পোষাক, চলাফেরা, ওঠা-বসা, আনন্দ-ফুর্তি, চরিত্রহীনতা, রূঢ়তা, প্রফুল্লতা-স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্য যেকোন কিছুর সাথেই হোক না কেন। এসবের আলোচনা আপনি মুখে বলে, লিখে, আকার-ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায়, হাত দিয়ে, মাথা দুলিয়ে বা অন্য যেকোন উপায়েই করুন না কেন, তা গীবত'।[৩]

মোটকথা কারো মধ্যে যদি সত্যিকারার্থেই কোন দোষ-ত্রুটি থাকে, আর সেটা নিয়ে আলোচনা করা যদি তিনি অপসন্দ করেন, তাহ'লে সেই সত্যি কথাটা অপরকে বলে দেওয়ার নামই হ'ল গীবত বা পরনিন্দা। আর যদি সেই দোষ তার ভিতর না থাকে, তবে সেটা 'বুহতান' বা অপবাদ।

গীবতের কতিপয় পরিভাষা : হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'গীবতের তিনটি ধরন আছে। যার প্রত্যেকটি আল্লাহ্র কিতাব কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে- গীবত, ইফ্ক এবং বুহতান।

১. **গীবত (পরনিন্দা) :** গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বলা, যা বাস্তবেই তার মাঝে বিদ্যমান আছে।

২. **ইফ্ক (মিথ্যা রটনা) :** তোমার কাছে কারো দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে যে সংবাদ পৌঁছেছে, সেটা বলে বেড়ানো বা যাচাই না করে অন্যকে বলে দেওয়া। (যেমন- মা আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে ঘটেছিল)।

৩. **বুহতান (অপবাদ) :** রাসূলের উক্তি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা তার মাঝে নেই'।[৪] তবে গীবতের আরো কিছু পরিভাষা আছে। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

৪. **নামীমাহ (চোগলখুরী) :** পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অরেকজনকে বলা। এটাকে নামীমাহ বা চোগলখুরী বলা হয়।[৫] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'অনেকে ইখতিলাফ করেন যে, 'গীবত' ও 'নামীমাহ' কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন কিছু? এ ব্যাপারে সঠিক কথা হ'ল উক্ত দুই পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নামীমাহ' হ'ল ফাসাদ সৃষ্টি করার মানসিকতা নিয়ে একজনের অপসন্দনীয় কথা অন্যকে বলে দেওয়া, সেটা জেনে হোক বা না জেনে হোক। আর 'গীবত' হ'ল কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা সে অপসন্দ করে। এখানে সূক্ষ্ম

** এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. ইবনু ফারেস, মু'জামু মাক্বাঈসিল লুগাহ, ৪/৪০৩; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৭৪০।

২. মুসলিম হা/২৫৮৯; আবূদাঊদ হা/৪৮৭৪; তিরমিযী হা/১৯৩৪।

৩. নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৩৬।

৪. তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/৩৩৫; মাওসূ'আতুল আখলাক্ব, ২/৪০১।

৫. ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব ১২/৫৯২; ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছ, ৫/২৫৬।

পার্থক্য হ'ল- 'নামীমাহ'-তে দ্বন্দ্ব বা অশান্তি সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু 'গীবতে' সেই উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে'।[৬] নামীমাহ ধরনগত দিক থেকে গীবতের মতো হ'লেও ভয়াবহতার দিক দিয়ে এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক ও সমাজবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড। কেননা চোগলখুরীর মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে।

৬. **হুমাযাহ ও লুমাযাহ :** পবিত্র কুরআনের 'সূরা হুমাযাহ'-তে এই দু'টি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। 'হুমাযাহ' শব্দের অর্থ হ'ল 'সম্মুখে নিন্দাকারী'। আর 'লুমাযাহ' শব্দের অর্থ হ'ল 'পিছনে নিন্দাকারী'। আবুল 'আলিয়াহ, হাসান বাছরী, রবী' বিন আনাস, মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বান বলেন, الْهُمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُ وَيَطْعَنُ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ، وَاللُّمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُهُ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا غَابَ، 'হুমাযাহ' হ'ল সেই ব্যক্তি, যে মানুষের মুখের উপর নিন্দা করে এবং দোষারোপ করে। আর 'লুমাযাহ' হ'ল সেই ব্যক্তি যে পিছনে তার অনুপস্থিতিতে নিন্দা করে'।[৭]

৭. **শাত্ম :** 'শাত্ম'-এর অর্থ হ'ল- তিরস্কার করা, ভর্ৎসনা করা, গালি দেওয়া, ব্যঙ্গ করা, কটূক্তি করা। অর্থাৎ সত্য কথার বিপরীতে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, সেটা নিয়ে ঠাট্টা করা বা কটূক্তি করাকে 'শাত্ম' বলা হয়।[৮] সাধারণ মানুষকে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটা মহাপাপ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে যদি কেউ কটূক্তি করে, তাহ'লে তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত। রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গকারীকে 'শাতিমুর রাসূল' বলা হয়।[৯]

গীবতের মাধ্যমসমূহ

গীবতের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে মানুষ অপরের গীবত করে থাকে। আলেমদের মতে গীবতের মূল মাধ্যম চারটি :

১. **জিহ্বার গীবত :** গীবতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ'ল জিহ্বা। আলাপচারিতা, কথা-বার্তা ও বক্তৃতায় যবানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী গীবত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ، 'নিশ্চয়ই বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করে না। অথচ এ কথার মাধ্যমে সে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের সমপরিমাণ'।[১০] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، 'বান্দা কখনো আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে, যার গুরুত্ব সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ এ কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১১] আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলকে নিয়ে উপহাস করা, গীবত পরনিন্দা বা চোগলখুরি, গালি দিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দেওয়াসহ প্রভৃতি কথার মাধ্যমে বান্দা গুরুতর পাপ করে ফেলে। তাই জিহ্বার হেফাযত অত্যন্ত যরূরী।[১২]

২. **অন্তরের গীবত :** কুধারণা, হিংসা, অহংকার এবং কেউ গীবত করলে সেটা অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া বা তা সমর্থন করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত হয়। ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, الْغِيبَةُ بِالْقَلْبِ هِيَ أَنْ تَظُنَّ بِهِ السُّوْءَ 'অন্তরের গীবত হচ্ছে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা'।[১৩] ইমাম মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন, قد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين، 'মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত সংঘটিত হয়'।[১৪] ইমাম গাযালী বলেন, মুখের ভাষায় গীবত বা পরনিন্দা করার ন্যায় মনে মনে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। অর্থাৎ ভাষার ব্যবহারে কারো গীবত করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মনে মনে কাউকে খারাপ বলা বা খারাপ ধারণা করাও হারাম'। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। মহান আল্লাহ একমাত্র গায়েব জানেন এবং মানুষের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের খবর রাখেন। আর ইবলীসের কাজ হচ্ছে বান্দাকে ধোকা দিয়ে তার মনের মধ্যে মন্দ ধারণা প্রোথিত করা। আর বান্দা যদি কারো প্রতি খারাপ ধারণা করে ফেলে, তাহ'লে ইবলীসকে সত্যায়ন করা হয়ে যায়। আর ইবলীসকে সত্যায়ন করা হারাম। ফলে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করাও হারাম। কারণ কুধারণার মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি বা গোয়েন্দাগিরি করার মানসিকতা গড়ে ওঠে, যা আরেক ধরনের কাবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ অত্র আয়াতে কুধারণার মাধ্যমে অন্তরের গীবত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করেছে। তারপর বিশেষভাবে গীবত না করার আদেশ প্রদান করেছেন।[১৫]

৩. **ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত :** কখনো কখনো চোখ, হাত ও মাথার ইশারার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, دَخَلَت امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

৬. ফাৎহুল বারী ১০/৪৭৩।
৭. তাফসীরে কুরতুবী, ২০/১৮১।
৮. আব্দুর রঊফ মুনাভী, আত-তাওক্বীফ, পৃ.২৫৪; নাযরাতুন নাঈম, ১১/৫১৬৩।
৯. এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রচিত 'আছ-ছারিমুল মাসলূল 'আলা শাতিমির রাসূল' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
১০. বুখারী হা/৬৪৭৭; মুসলিম হা/২৯৮৮।
১১. বুখারী হা/৬৪৭৮; মিশকাত হা/৪৮১৩।
১২. আব্দুল আযীয রাজেহী, তাওফীকুর রাব্বিল মুন'ইম ৮/৪২০।
১৩. হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের ২/২৮।
১৪. নাজমুদ্দীন আল-মাক্বদেসী, মুখতাছার মিনহাজিল ক্বাছেদীন, পৃ.১৭২।
১৫. গাযালী, ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১৫০।

جَالِسٌ فَقُلْتُ بِإِبْهَامِي هَكَذَا، وَأَشَرْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَبْتِهَا، 'একজন খাটো মহিলা (আমাদের ঘরে) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসেছিলেন। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এভাবে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ 'সে তো বেঁটে মহিলা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'।[১৬] অপর বর্ণনায় সেই আগন্তুক মহিলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَعْنِي قَصِيرَةً، 'ছাফিইয়াহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তিনি এরূপ অর্থাৎ খাটো প্রকৃতির। তিনি বললেন, لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، 'তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، '(আরেক দিন) আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেওয়া হ'লেও আমি কারো অনুকরণ পসন্দ করবো না'।[১৭] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'আয়েশা (রাঃ) গীবত করার উদ্দেশ্যে ছাফিয়্যা (রাঃ)-এর দোষ বর্ণনা করেননি; বরং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তার ব্যাপারে খবর দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তথাপি সেটা গীবতের পর্যায়ভুক্ত ছিল'।[১৮] সুতরাং গীবতের প্রকাশ হচ্ছে সেই দোষ বর্ণনা দেওয়ার মতোই। সংকেত, অঙ্গভঙ্গি, চোখ টেপা, ইশারা-ইঙ্গিত এবং অপরকে হেয় করা বুঝায় এমন প্রত্যেক কিছুই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে গীবতকে সমর্থন দেওয়াও গীবত। কেননা গীবত শ্রবণকারীও গীবতের দায় এড়াতে পারবে না, যদি না সে অন্তর দিয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখের ভাষায় সেটার প্রতিবাদ করে।[১৯]

৪. **লেখার মাধ্যমে গীবত :** মানুষের মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হ'ল লেখা। গাযালী (রহঃ) বলেন, وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين 'লেখার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। কেননা কলম দুই ভাষার একটি'।[২০] ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহফ আল-কাহত্বানী (রহঃ) বলেন, 'গীবত শুধু মুখের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গীবতকারী যে কোন মাধ্যমে অপরের কুৎসা রটাতে পারেন। হ'তে পারে সেটা ইশারা-ইঙ্গিত, কাজ-কর্ম, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভেংচানো, খোঁটা দেওয়া ও লেখালেখির মাধ্যমে অথবা যার নিন্দা করা হচ্ছে তিনি অপসন্দ করেন এমন যে কোন মাধ্যমে'।[২১]

গীবতের ধরনসমূহ

গীবত বলা হয় অপরের এমন সমালোচনা, যা শুনলে তার খারাপ লাগবে বা মন খারাপ হবে। এই সমালোচনা অন্যের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত দোষ, চারিত্রিক ত্রুটি, কাজ-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া সম্পর্কিত দোষ হ'লেও তা গীবত। গীবতের রকমভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে। এখানে ইমাম নববী (রহঃ)-এর 'আল-আযকার', ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' এবং 'মাওসূ'আতুল আখলাক্ব' থেকে একত্রে এবং সংক্ষিপ্তাকারে গীবতের ধরনগুলো তুলে ধরা হ'ল।-

১. **শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবত :** যেমন তাচ্ছিল্য করে বলা হয়- কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া, লম্বু, খাটো, বাঁটু, কালা, হলদে, ধলা, অন্ধ, ট্যারা, টেকো মাথা, চোখে ছানি পড়া, ঠোঁট মোটা, কান ছোট, নাক বোঁচা, ঠসা প্রভৃতি। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি এগুলো অপসন্দ করেন, তবে সেটা গীবত হয়ে যাবে।

২. **চারিত্রিক আচার-আচরণের গীবত :** যেমন কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা- ফাসেক্ব, খিয়ানতকারী, পিতামাতার অবাধ্য, গীবতকারী, পাক-নাপাকের ব্যাপারে উদাসীন, চোর, ছালাত পরিত্যাগকারী, যাকাত অনাদায়কারী, ব্যভিচারী, অহংকারী, বদমেজাযী, কাপুরুষ, দুর্বল মনের অধিকারী, ঝগড়াটে, নির্লজ্জ, দুশ্চিরিত্র, স্বেচ্ছাচারী, তাড়াহুড়াপ্রবণ, ঢিলা, রূঢ়, লম্পট, বেয়াদব, অভদ্র, পেটুক, বাচাল, নিদ্রাকাতর, অবিবেচক, অলস, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, ধূমপায়ী, বিড়িখোর, নেশাখোর ইত্যাদি।

৩. **বংশের গীবত :** যেমন অবজ্ঞা করে বলা- অজাত, ছোটলোক, নিগ্রো, মুচি, চামার, মেথর, কাঠমিস্ত্রি, ভ্যানচালক, কামার, তাঁতি, পাঠান, বিহারী, বাঙ্গাল প্রভৃতি। বংশের দিকে বা পিতামাতার দিকে সম্বন্ধ করে অপসন্দনীয় যাই বলা হবে, সেটাই গীবত।

৪. **পোষাক-পরিচ্ছদের গীবত :** যেমন কারো পোষাক সম্পর্কে বলা, চওড়া আস্তিন, দীর্ঘ আঁচল, নোংরা পোষাক পরিধানকারী, লম্বা আঁচলওয়ালী ইত্যাদি।

৫. **পরোক্ষ গীবত :** পরোক্ষ গীবত বলতে এমন পরনিন্দাকে বুঝায়, যা সরাসরি না বলে ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়ে থাকে। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল-

* কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গ বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে বলা- 'আল্লাহ তার নির্লজ্জতা থেকে পানাহ দিন' অথবা 'গোমরাহী থেকে পানাহ চাই' ইত্যাদি বলা। মূলতঃ এভাবে বলে আলোচিত ব্যক্তির নির্লজ্জতা ও গোমরাহীর কথা উল্লেখ হয়ে থাকে।

* 'কিছু লোক এই করে' বা 'কিছু মানুষ এই বলে' বলা। এই 'কিছু' শব্দের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়, তাহ'লে সেটা গীবত।

---

১৬. মুসনাদে আহামাদ হা/২৫৭০৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাত ওয়ান নামীমাহ, হা/৭০; পৃ.২৪, সনদ হাসান।
১৭. আবূদাঊদ হা/ ৪৮৭৫; তিরমিযী হা/২৫০২, সনদ ছহীহ।
১৮. আসকালানী, ফাৎহুল বারী ১০/৪৬৯।
১৯. তাহানাওয়ী, কাশশাফু ইছত্বিলাহাতিল ফুনূন ওয়াল উলূম ২/১২৫৬।
২০. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/১৪৫।
২১. কাহত্বানী, আফাতুল লিসান, পৃ. ৯।

* 'অমুক পণ্ডিত', 'অমুক ছাহেব', 'অমুক নেতা' ইত্যাদি তাচ্ছিল্যের সাথে বলা। অর্থাৎ দোষ বা ত্রুটি বর্ণনার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেও শ্রোতা বুঝে নিতে পারে কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে।

* কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা 'অমুক ভাই/বন্ধু অপমানিত হওয়ার কারণে বা তার অমুক দোষ-ত্রুটির কারণে আমি কষ্ট পেয়েছি'। আলেমদের মতে, এখানে দো'আর মাধ্যমে বর্ণিত ব্যক্তির গীবত করে ফেলা হয়। কারণ তার সেই ত্রুটি গোপন ছিল, কিন্তু সে দো'আ করার মাধ্যমে সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দিল। যদি তার দো'আ করার উদ্দেশ্য থাকতো, সে নির্জনে সেই ভাইয়ের জন্য দো'আ করতে পারত।

পরোক্ষ গীবতের এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে গীবত মনে করে না। অথচ এগুলোও সর্বনাশা গীবত।

গীবতের প্রকারভেদ

ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় গীবত মূলতঃ তিন প্রকার।[২২]

১. **হারাম গীবত :** কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া, যেটা সে পসন্দ করে না। এটা হারাম গীবত।

২. **ওয়াজিব গীবত :** মুসলিম সমাজকে বা ব্যক্তিকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব। যেমন- ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীলের ক্ষেত্রে যদি মুহাদ্দিছগণ রাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করতেন, তাহ'লে ছহীহ-যঈফ, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য হাদীছসমূহের মান নির্ধারণ করা কখনোই সম্ভব হ'ত না। তাই এক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে যদি বর বা কনে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়, তাহ'লে তাদের দোষ-ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ দোষ বর্ণনা না করলে জিজ্ঞেসকারীকে ধোঁকা দেওয়া হবে। কোন ব্যক্তি যদি খিয়ানতকারী অসৎ লোকের সাথে ব্যবসা করতে চায়, সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য ঐ অসৎ লোকের দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। কারণ সে না জেনে না বুঝে তার সাথে ব্যবসা করে ধোঁকায় পড়তে পারে। তাই তাকে সাবধান করা অপরিহার্য। এভাবে আরো কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে দোষ বর্ণনা করা হারাম নয়; বরং তখন দোষ বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

৩. **মুবাহ বা জায়েয গীবত :** যদি নিন্দা করার পিছনে যুক্তিসঙ্গত বা শরী'আত সম্মত কোন কারণ থাকে, তবে সেই গীবত করা মুবাহ বা জায়েয। যেমন- যুলুমের বিচার প্রাপ্তির জন্য শাসকের কাছে নালিশ করার সময় গীবত করা। কোন ব্যক্তি যদি মযলূম হয়ে বিচারকের কাছে গিয়ে বলে, 'অমুক ব্যক্তি আমার টাকা আত্মসাৎ করেছে, আমার প্রতি যুলুম করেছে, আমার বাড়িতে চুরি করেছে ইত্যাদি। তবে এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অনুরূপভাবে আলেম বা মুফতীর কাছে কোন বিষয়ে ফৎওয়া নেওয়ার জন্য অন্যায়কারীর গীবত করা জায়েয। অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্য না করে শ্রেফ পরিচয় দেওয়ার জন্য কারো ত্রুটি বর্ণনা করা জায়েয। যেমন- কানা, কালো, খোড়া ইত্যাদি।

২২. *আল-মাওসূ'আতুল আখলাক্ব ২/৪০৯।*

গীবতের বিধান

গীবত করার বিধান দুই ভাগে বিভক্ত। (১) গীবত করার বিধান। (২) গীবত শোনার বিধান।

১. গীবত করার বিধান : গীবত একটি জঘন্য পাপ। গীবতের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। এখানে মানব স্বভাবের তিনটি মারাত্মক ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। যা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। প্রথমটি হ'ল 'অহেতুক ধারণা' (بَعْضَ الظَّنِّ) এবং দ্বিতীয়টি হ'ল 'ছিদ্রান্বেষণ' (وَلَا تَجَسَّسُوا)। তৃতীয়টি হ'ল 'গীবত' (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)। ইমাম কুরতুবী বলেন, لا خلاف أن الغِيبة من الكبائر، وأن مَن اغتاب أحدًا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل 'গীবত কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এতে কোন ইখতেলাফ নেই। যে ব্যক্তি কারো গীবত করবে, তার তওবা করা অপরিহার্য'।[২৩] ইমাম হায়তামী বলেন, অত্র আয়াত ও অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, গীবত করা কবীরা গুনাহ'।[২৪] তাছাড়া বর্ণিত আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হ'ল- মৃত মানুষের গোশত খাওয়া হ'লে সে বুঝতে পারে না কে তার গোশত খাচ্ছে। অনুরূপ যার গীবত করা হয়, সেও বুঝতে পারে না কে তার গীবত করছে।[২৫] হাদীছেও গীবতের ক্ষেত্রে মৃত ভক্ষণের কথা এসেছে এর নিকৃষ্টতা বুঝানোর জন্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِىَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ

২৩. *তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৭।*
২৪. *হায়তামী, আয-যাওয়াখের 'আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের, পৃ. ৩৭১।*
২৫. *তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৫।*

اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও খাদ্য ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার মাধ্যমে কোন কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুন পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাকেও হেয় প্রতিপন্ন করে লোকদের নিকট নিজের বড়ত্ব যাহির করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ স্বয়ং ঐ ব্যক্তির শ্রুতি ও রিয়া প্রকাশ করে দেবার জন্য দণ্ডায়মান হবেন’।[২৬]

মূলতঃ গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা হয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিরদিনের জন্য এটা হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ ‘তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকে তোমাদের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন। এখানকার উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন (আমার এই কথা) অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন ব্যক্তির কাছে এসব কথা পৌঁছাবে, যে এই বাণীকে তার চেয়েও অধিক আয়ত্তে রাখবে’।[২৭]

আমর ইবনুল আছ একদিন একটা মরা গাধার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাধাটির দিকে ইশারা করে তার সাথীদের বললেন, لأَنْ يأكُلَ الرجلُ مِنْ هذا حتى يَمْلأَ بَطْنَهُ، خيرٌ له مِنْ أنْ يأكُلَ لَحْمَ رجلٍ مسْلِمَ، ‘একজন মুসলিমের গোশত খাওয়া বা গীবত করার চেয়ে কোন মানুষের জন্য এই (মরা গাধার) গোশত খেয়ে পেট ভর্তি করা উত্তম’।[২৮] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.) বলেন, ‘অত্র হাদীছ এটা প্রমাণ করে যে, গীবত করা কবীরা গুনাহ’।[২৯] গীবতকারীরা এই ঘৃণ্য পাপের কারণে সে পরকালেও ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।[৩০] সালাফে ছালেহীন এই পাপকে এত বেশী ভয় করতেন যে, পরনিন্দা করা তো দূরের কথা, যারা পরনিন্দা করে তাদেরকেও ভয় করতেন, যেন তাদের সাথে মিশে এই পাপে না জড়িয়ে পড়েন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন, فر من المغتاب فرارك من الأسد ‘তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ন কর, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও’।[৩১]

২. গীবত শোনার বিধান : গীবত করা যেমন মহাপাপ তেমনি খুশি মনে পরনিন্দা শোনাও পাপ। মহান আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ‘তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন যেন তা উপেক্ষা করে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*। ওলামায়ে কেরাম বলেন, إن سماع الغيبة والاستماع إليها لا تجوز، فقائل الغيبة وسامعها في الإثم سواء، ‘গীবত শোনা এবং এর দিকে কান পেতে থাকা বৈধ নয়। গীবতকারী এবং গীবত শ্রবণকারী উভয়ই সমান পাপী’।[৩২]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أن الغِيبة كما يَحرُم على المغتاب ذِكرُها يحرُم على السامع استماعُها و إقرارها، ‘গীবতকারীর উপরে মানুষের দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া যেমন হারাম, ঠিক তেমনি সেটার নিন্দা শ্রবণ করা এবং তার স্বীকৃতি দেওয়াও হারাম’।[৩৩] তিনি বলেন, أنه ينبغي لمن سَمِعَ الغِيبة أن يَرُدَّها، ويزجر قائلها، فإن لم يتزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان، فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممَّن له عليه حق، أو من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر، ‘গীবত শ্রবণকারীর কর্তব্য হ’ল নিন্দাকারীকে প্রতিহত করা এবং তাকে ধমক দেওয়া। যদি কথার মাধ্যমে বিরত না রাখতে পারে, তবে হাত দিয়ে বাধা দিবে। যদি হাত বা মুখ দিয়ে বাধা দিতে না পারে, তাহ’লে সেই মজলিস পরিত্যাগ করবে। আর বয়স্ক লোক, বাধা দেওয়ার অধিকার আছে এমন ব্যক্তি, গণ্য-মান্য লোকের গীবত শোনার ব্যাপারে আলোচিত পরিস্থিতির চেয়ে আরো সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে’।[৩৪]

সালাফগণ গীবতের ব্যাপারে এতটাই কঠোর ছিলেন যে, কোন বৈঠকে কারো নিন্দা করা হ’লে সেই বৈঠকই পরিত্যাগ করতেন। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) দাওয়াতের মেহমান হয়ে এক খাবার মজলিসে হাযির হ’লেন। লোকজন বলল, ‘অমুক ব্যক্তি এখনো আসেনি’। একজন বলে উঠল, ‘সে একটু অলস প্রকৃতির লোক’। তখন ইবরাহীম (রহ.) বললেন, ‘যে বৈঠকে বসলে আমার মাধ্যমে কোন মুসলিম ভাইয়ের গীবত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এমন মসলিসে উপস্থিত থাকা আমার জন্য সমীচীন নয়’। একথা বলে তিনি না খেয়েই সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।[৩৫]

[চলবে]

---

২৬. *আবূদাঊদ হা/৪৮৮১; মিশকাত হা/৫০৪৭ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৯৩৪।*
২৭. *বুখারী হা/৬৭; মুসলিম হা/১৬৭৯।*
২৮. *ছহীহুত তারগীব হা/২৮৩৮; সনদ ছহীহ।*
২৯. *ফাৎহুল বারী ১০/৪৭০।*
৩০. *আবূদাঊদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬; সনদ ছহীহ।*
৩১. *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ ১/২৯২।*
৩২. *মাওসূ‘আতুল আখলাক্ব ২/৪০৭।*
৩৩. *নববী, আল-আযকার, পৃ.২৯১।*
৩৪. *আল-আযকার, পৃ. ২৯৪।*
৩৫. *সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১৬৬।*

আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

(৫ম কিস্তি)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাওহীদ, পরকাল, জান্নাত এবং জাহান্নাম সম্পর্কে যে সকল আয়াত নাযিল করেছেন তাতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব প্রকাশ করার পাশাপাশি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করেছেন, যা দ্বারা পৃথিবীবাসী দুনিয়ার জীবনে উপকৃত হ'তে পারে। আমরা কুরআনে জান্নাতের যে পরিবেশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপন করব। এছাড়া পৃথিবীর পানযোগ্য সুপেয় পানি যে পর্বতের মধ্যে সংরক্ষিত আছে সে বিষয়ে কুরআনের নিদর্শন এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ সম্পর্কে যে নিদর্শন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, যা বিজ্ঞানীদের নিকট মহা বিস্ময় তার ধারাবাহিক বিবরণ পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

জান্নাতের পরিবেশ হবে নাতিশীতোষ্ণ :

জান্নাতীরা যে ধরনের পরিবেশে বসবাস করবে তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، 'তারা সেদিন সুসজ্জিত আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসবে। সেখানে তারা অতি গরম বা অতি শীত কোনটাই অনুভব করবে না' *(ইনসান ৭৬/১৩)*। এখন আমরা দেখব উক্ত আয়াতে যে ধরনের পরিবেশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কি তথ্য প্রদান করেছেন।

১৯৯৬ সালে থমাস হোয়াইটমোর যিনি আমেরিকার Syracuse University-এর আবহাওয়া বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের পরিচালক তিনি গবেষণার মাধ্যমে দেখান যে, ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের আবহাওয়া হ'ল পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো আবহাওয়া। ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ হ'ল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে একটি স্প্যানিশ দ্বীপপুঞ্জ। পৃথিবীর ৬শ'র অধিক স্থানের উপর বৃষ্টি, পানি ও তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে এই তথ্য প্রদান করেন যে, ক্যানারী দীপপুঞ্জের আবহাওয়া পৃথিবীর সর্বোত্তম আবহাওয়া।

ক্যানারী দীপপুঞ্জ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত এবং এর উত্তর-পূর্ব দিক হ'তে বাতাস প্রবাহিত হয় এবং এই দ্বীপপুঞ্জের সারা বছরের তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। এই দ্বীপে না থাকে অত্যধিক গরম, না থাকে অত্যধিক ঠাণ্ডা। যাকে আমরা বলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। ক্যানারী দীপপুঞ্জের বৃষ্টি এবং প্রচুর সূর্যালোক মানুষের শরীরে শক্তি তৈরী করে এবং অতিরিক্ত ভিটামিন 'ডি' মানুষের শরীর শোষণ করে যা দেহের মানসিক চাপ এবং অনিদ্রা হ্রাস করে, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং মেজায ভালো রাখে *(Reports: Consumer Travel Publication)*।

The American Heritage Dictionary of the English Language অনুযায়ী সাচ্ছন্দ্যদায়ক তাপমাত্রা হ'ল ২০-২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। Oxford English Dictionary অনুযায়ী এই তাপমাত্রা প্রায় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গ্রীষ্মকালের জন্য সাচ্ছন্দ্যদায়ক তাপমাত্রা হ'ল ২৩-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শীতকালের জন্য সাচ্ছন্দ্যদায়ক তাপমাত্রা হ'ল ২০-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।[১]

১৯৮৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা তথ্য প্রকাশ করে যে, সাচ্ছন্দ্যদায়ক তাপমাত্রা হ'ল ১৮-২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই সংস্থা এটাও প্রকাশ করে যে, সাচ্ছন্দ্যদায়ক তাপমাত্রার সাথে আর্দ্রতা এবং অন্যান্য ফ্যাক্টর সম্পর্কিত নয়।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে স্বীয় বান্দাদের বসবাসের জন্য যে তাপমাত্রা নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ যা গরমও নয় ঠাণ্ডাও নয় তা পৃথিবীর আবহাওয়াবিদরা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, একটি সাচ্ছন্দ্যদায়ক এবং আরামদায়ক স্থান তাকেই বলা হবে যে স্থান গরমও নয় ঠাণ্ডাও নয়। যার উদাহরণ হচ্ছে ক্যানারী দীপপুঞ্জ। যেখানে পর্যটকেরা ভ্রমণ করে সবচেয়ে বেশী আরাম এবং সাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের আবহাওয়ার বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে এটাই জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ক্ষণিকের এই পৃথিবীতে মানুষ যে ধরনের স্থানে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে, আরাম অনুভব করে অনন্তকালের জান্নাতে সেই পরিবেশ তাদের প্রদান করা হবে।

বাগানের ছায়ার উপকারিতা :

আমরা বিভিন্ন ধরনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে থাকি। যেমন দালানের ছায়া, ছাউনির ছায়া, গাছের ছায়া ইত্যাদি। দালানের ছায়া বা ছাউনির ছায়াগুলোতে বেশীক্ষণ অবস্থান করলে অস্বস্তি লাগে এবং গরম অনুভূত হয়। এর কারণ হ'ল দালান বা ছাউনি সূর্যরশ্মি হ'তে তাপ শোষণ করতে থাকে এবং পরবর্তীতে সেই তাপ পরিবেশকে প্রদান করে। ফলে পরিবেশ গরম হয়ে যায় এবং ঐ স্থান অবস্থানের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অপরদিকে বাগানের ছায়া বা গাছের ছায়া উপকারী।

আল্লাহ বলেন, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا 'বাগিচার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফল-মূল সমূহ তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে' *(ইনসান ৭৬/১৪)*।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের জন্য উদ্যানের ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। এখন প্রশ্ন হ'ল আল্লাহ তা'আলা কেবল ছায়া না বলে উদ্যানের ছায়া কেন বলেছেন? উদ্যানের ছায়া অন্যান্য ছায়া অপেক্ষা কেন ব্যতিক্রম? এবার আসুন আমরা জেনে নিই উদ্যানের ছায়া কেন উপকারী?

ছায়া কি? যখন কোন বস্তু হ'তে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে তখন আমরা ঐ বস্তুকে দেখতে পাই। ছায়া হ'ল একটি অন্ধকার অঞ্চল যা আলোক রশ্মির গতিপথে কোন অস্বচ্ছ বস্তু রাখার ফলে তৈরী হয়। (Dictionary of

১. *Burroughs, H. E.; Hansen, Shirley (2011).Managing Indoor Air Quality.Fairmont Press. pp. 149–151.*

Oxford) প্রকৃতপক্ষে ছায়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যা দ্বারা ছায়া উৎপন্ন হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। তাই এখানে উদ্যানের ছায়ায় উদ্যানের বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ।

গাছ দু'ভাবে তার পরিবেশের বায়ুকে ঠাণ্ডা রাখে। এক. দালান, রাস্তা বা খোলা ময়দান তার আপতিত প্রায় সকল আলো শোষণ করে নেয়, ফলে তা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অন্যদিকে গাছপালা তার ক্যানোপির (শাখা, পাতা ও এর অংশবিশেষ) সাহায্যে প্রায় ৯০ভাগ সূর্যের তাপ ভূমিতে পৌঁছাতে দেয় না।

দুই. গাছ শিকড় হ'তে পানি পাতায় নিয়ে আসে ফলে সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত হয়। কিন্তু আনিত পানির ৯৯ভাগ জলীয়বাষ্প আকারে পরিবেশে চলে আসে যখন পাতা তার স্টোমাটা (পাতার পৃষ্ঠের খোলা অংশ) খুলে পরিবেশের সাথে অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিনিময় করে। এটাকে বলা হয়, গাছের শ্বাস-প্রশ্বাস। একটি গাছ দিনে ৭০ লিটার থেকে ১২০ লিটার জলীয়বাষ্প পরিবেশে ছাড়ে তাদের ক্যানোপি এবং পাতার সাইজের উপর নির্ভর করে।

এই পানি জলীয়বাষ্পে পরিণত হওয়ার জন্য পাতা পরিবেশের গরম বায়ু হ'তে সুপ্ততাপ গ্রহণ করে। এভাবে গরম বায়ুর তাপ শক্তির সংরক্ষণশীল নীতি অনুসারে পানি সুপ্ত তাপ হিসাবে গ্রহণ করার কারণে বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে পরিবেশ ঠাণ্ডা থাকে।[২]

অতএব আমরা জানলাম আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের জন্য যে উদ্যানের ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন তার বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য কি হবে।

পৃথিবীর পানযোগ্য সুপেয় পানি সংরক্ষিত আছে পর্বতে :

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا– 'আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি' *(মুরসালাত ৭৭/২৭)*। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুপেয় পানির উৎস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এখন আমরা দেখব সুপেয় পানির উৎস সম্পর্কে গবেষকরা কি তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

পৃথিবীর চার ভাগের তিনভাগ হ'ল পানি অর্থাৎ ৭১% হ'ল পানি। পৃথিবীর পানির ৯৭% বিদ্যমান সমুদ্রে। এছাড়া পানি আছে নদীতে, হ্রদে, বাতাসের জলীয় বাষ্পে, বরফ এবং হিমবাহে এবং আমাদের দেহে।

পৃথিবীর মোট পানির মাত্র ৩% পানযোগ্য যা মানুষ, পশুপাখি এবং উদ্ভিদ জীবনধারণের জন্য ব্যবহার করে থাকে।

পৃথিবীর পানযোগ্য বা সুপেয় পানির মূল উৎস হ'ল পাহাড়-পর্বত। পাহাড়-পর্বতকে বলা হয় প্রাকৃতিক 'ওয়াটার-টাওয়ার'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পানির প্রধান উৎস হ'ল স্নোপ্যাক। এই পর্বতসমূহের বরফ গলে নদী, হ্রদে চলে যায় এবং সর্বশেষ সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছায়। এশিয়ার হিমালয় থেকে শুরু করে ইউরোপের আল্পস পর্বত থেকে উত্তর আমেরিকার রকিস পর্যন্ত, উচ্চ-উচ্চ-পর্বতগুলি নিম্নভূমির কোটি কোটি মানুষের জন্য জলের প্রধান উৎস *(Nationalgeographic, research, mountain as water tower)*।

পৃথিবীর মোট ভূমির ২৫ ভাগ হচ্ছে পাহাড়-পর্বত। আর এই পর্বতসমূহ হচ্ছে সুপেয় পানির প্রধান উৎস। হিমালয় প্রায় ১.৩৫ বিলিয়ন মানুষের জন্য সুপেয় পানির সরবরাহ করে যা মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগ। পেরুর শুষ্ক প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের কাছাকাছি আন্দিজ পর্বতমালা থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার কারণে এটি আঞ্চলিক কৃষি এবং শিল্পের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। আর লিমা যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মরুভূমি শহর। আন্দিজ পর্বতমালার ঢাল থেকে নেমে আসা পানির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। পূর্ব আফ্রিকায়, মাউন্ট কেনিয়া ৭ মিলিয়নেরও বেশী মানুষের জন্য মিঠা পানির একমাত্র উৎস *(Mountain as the water of the world, SDGs)*।

উক্ত আয়াতের বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তাঁর সৃষ্টিকূলের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ করেন।

ফিংগার প্রিন্ট :

আল্লাহ বলেন, بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ 'হ্যাঁ, আমরা তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাদের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ বা আঙ্গুলের অগ্রভাগে রেখাসমূহ যেভাবে রয়েছে মৃত্যুর পর দেহ এই মাটিতে মিশে যাওয়ার পর যখন পুনরায় উত্থিত করা হবে, তখন মৃত্যুর পূর্বে আঙ্গুলের বিন্যাস যেভাবে ছিল ঠিক সেরূপ পুনর্বিন্যাস্ত করা হবে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে আঙ্গুলের অগ্রভাগের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন তাই বুঝতে হবে এর বিশেষত্ব রয়েছে। এবার আমরা এর বিশেষত্ব জেনে নেই।

বিজ্ঞানীরা গবেষণার সাহায্যে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ ভিন্ন ভিন্ন। এই কারণে আঙ্গুলের ছাপকে বায়োমেট্রিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

Oxford Dictionary অনুসারে Biometric অর্থ- Involving the automated recognition of individuals by means of unique physical characteristics, typically for the purposes of security. অর্থাৎ মানুষের শরীরের এমন কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য মানুষ হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে এবং একজন মানুষকে শনাক্ত করা যায়। যেমন: হাতের লেখা, চোখের আইরিশ, আঙ্গুলের ছাপ।

১৯ শতকের শুরুর দিকে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হার্শেল সর্বপ্রথম ভারতে চুক্তিতে স্বাক্ষরের জন্য আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করেছিলেন। তবে ১৯ শতকের শেষের দিকে আঙ্গুলের ছাপ ফরেনসিক টুল হিসাবে বেশী ব্যবহার হ'ত।

২. *ECO-INTELLIGENT, may 23, 2020.*

ফরেনসিক মানে হ'ল, অপরাধ তদন্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশল। ১৮৯২ সালে স্যার ফ্রান্সিস গাল্টন, একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী 'আঙ্গুলের ছাপ' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন যে আঙ্গুলের ছাপ ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্যার ফ্রান্সিস গাল্টন এবং স্যার এডওয়ার্ড হেনরি সর্বপ্রথম আদর্শ ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিয়েছিলেন, যা ১৯০১ সালে স্কটল্যান্ডে পরিচিতি পায়। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের নিকট ২৫০ মিলিয়নের অধিক লোকের ফিঙ্গার প্রিন্ট রয়েছে যাদের একজনের ফিঙ্গার প্রিন্টের সাথে অপরজনের মিলে না।[৩]

সকল মানুষের আঙ্গুলের ছাপ একে অপর হ'তে ভিন্ন। এমনকি যমজ সন্তানেরও আঙ্গুলের ছাপ একের অপর হ'তে ভিন্ন। মানুষের এই আঙ্গুলের ছাপ তৈরী হয় যখন ভ্রূণ মায়ের গর্ভে মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা থাকে। একজন মা গর্ভবতী হওয়ার ১০ম সপ্তাহে বাচ্চার আঙ্গুলের ছাপ তৈরী হওয়া শুরু হয় এবং ১৪তম সপ্তাহে এটি পূর্ণতা পায়।[৪]

আঙ্গুলের ছাপ যে মানুষের একটি একক বৈশিষ্ট্য তা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এর বর্ণনা পেশ করেছেন। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এক. কাফেরদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, দুই. জ্ঞানের একমাত্র নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে মানুষ আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে জানতো না। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করার পরে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষকে এই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ দিয়েছেন। তিন. পৃথিবীর চিন্তাশীল গবেষকদের জন্য রয়েছে নিদর্শন যে, তারা অর্থ, শ্রম, সময় দিয়ে যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছে তা ১৪শ' বছর আগে কুরআনে কে দিল? এর উত্তর হচ্ছে যিনি মায়ের গর্ভে এই আঙ্গুলের ছাপ এককভাবে সৃষ্টি করেছেন তিনিই কুরআনে এই তথ্য বর্ণনা করেছেন। তিনিই হ'লেন সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা। অতএব এই কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। *[ক্রমশঃ]*

৩. Britannica, Encyclopedia, vol-4, page:44.
৪. India Today, 17/02/21.

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
❖ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুহতাফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

মাসায়েলে কুরবানী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

২য় হিজরী সনে ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা বিধিবদ্ধ হয়। ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়। সকালের রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানী' করা হয় বিধায় এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত মাসায়েল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে'।[১]

২. চুল-নখ না কাটা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে।[২] (খ) কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে।[৩]

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : এটি 'ঈদের নিদর্শন' *(আল-মুগনী ২/২৫৬)*। ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে দুই বা তিন বার করে ও অন্যান্য সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত *(নায়েল ৪/২৭৮)*। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে। ইমাম তাকবীর দিলে তারাও তাকবীর দিবে *(ইরওয়া হা/৬৪৯-৫৪, ৩/১২১-২৫)*।

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হযরত ওমর, আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'।[৫] এছাড়া 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন।[৬]

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ছয় হাত উপরে *(মির'আত ৫/৬২)* উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর বা অন্য কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৭] তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন *(আহমাদ হা/২৩০৩৪)*। বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে, তবে তা যঈফ।[৮]

৮. মহিলাদের ঈদের ছালাত : (ক) ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) বলেন, 'আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, যেন আমরা ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবেন। জনৈকা মহিলা বললেন, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[৯] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন। **(খ)** পুরুষদের জামা'আতে শরীক হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হ'লে মহিলাগণ ঘরে একাকী বা নিজেদের ইমামতিতে জামা'আত সহকারে ঈদের ছালাত আদায় করায় কোন বাধা নেই। বরং তারা এতে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[১০]

৯. সম্মিলিত দো'আ নয় : মিশকাতের আরবী ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত বলেন, হাদীছের শেষে বর্ণিত 'ওয়া দা'ওয়াতাল মুসলিমীন' অর্থাৎ মুসলমানদের দো'আয় শরীক হওয়া কথাটি 'আম। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, যিকর ও নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই।[১১]

১০. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে ছালাতের তাকবীর শেষে

১. *বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০।*
২. *মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯।*
৩. *আহমাদ হা/৬৫৭৫; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; মির'আত হা/১৪৯৩, ৫/১১৭ পৃ.।*
৪. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।*
৫. *ইরওয়া ৩/১২৫; মির'আত ৫/৭০।*
৬. *যা-দুল মা'আদ ২/৩৬০-৬১ পৃ.।*
৭. *বুখারী হা/৯৫৩; মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০।*
৮. *বায়হাক্বী ৩/২৮৩; সুবুলুস সালাম হা/৪৫৪-এর আলোচনা।*
৯. *বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
১০. *বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৯৯, ৩০/২৭৭ পৃ.।*
১১. *বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৩১; মির'আত হা/১৪৪৫-এর আলোচনা, ৫/৩১ পৃ.।*

ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[১২]

ছয় তাকবীরের অবস্থা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছয় তাকবীরে' ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে।[১৩] এবং ৫+৪ 'নয় তাকবীর' বলে মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে *(হা/৫৬৮৫, ৫৬৮৯)* ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতে *(হা/৫৭৪৬-৪৭)* ইবনু আব্বাস, মুগীরা বিন শো'বাহ ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে যে আছারগুলি এসেছে সবই যঈফ।[১৪] এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারী আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম'।[১৫]

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়[১৬], তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ সেখানে ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (আটটি অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'।[১৭]

১১. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : ওযূ সহ ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতেহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। এর আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।

১২. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনা মতে ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি।[১৮] মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ এসেছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[১৯]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা কারণ ছাড়াই খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন।

১৩. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানা হ'তে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে 'সুন্নাতে ইব্রাহীমী' হিসাবে প্রচলিত।[২০] এটি ইসলামের অন্যতম 'মহান নিদর্শন' *(মির'আত ৫/৭৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে প্রতি বছর কুরবানী করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন *(মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.)*। তিনি বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[২১] এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[২২]

১৪. কুরবানীর সময়কাল : ঈদুল আযহার ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২৩] অতঃপর ১১,

---

১২. *মির'আত শরহ মিশকাত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃ.।*
১৩. *আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩, এবং ঐ তাখরীজ-আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ., হাদীছ যঈফ।*
১৪. *তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী 'ঈদায়নের তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৫৩৪-এর আলোচনা, ৩/৮০-৮৮ পৃ.।*
১৫. *বায়হাক্বী ৩/২৯১; মির'আত ৫/৫১।*
১৬. *আবু দাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩; ছহীহাহ হা/২৯৯৭।*
১৭. *ইবনু হায্ম, মুহাল্লা মাসআলা ক্রমিক : ৫৪৩, ৫/৮৪-৮৫ পৃ.।*
১৮. *বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯।*
১৯. *সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।*
২০. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬।*
২১. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩।*
২২. *মির'আত ৫/৭১-৭৩ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্র.।*
২৩. *বুখারী হা/৫৫৬২; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।*

১২, ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিনে রাত-দিন যেকোন সময় কুরবানী করা যাবে *(মির'আত ৫/১০৬ পৃ.)*।

১৫. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- ছাগল, গরু ও উট। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি।[২৪] এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার কোন প্রমাণ নেই। কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[২৫] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে' *(মির'আত ৫/৯৯)*। উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয়। বরং এতে পাঁঠা ছাগলের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং গোশত রুচিকর হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে দু'টি মোটাতাজা খাসি দিয়ে কুরবানী করেছেন।[২৬]

১৬. 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[২৭] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন *(মির'আত ৫/৮০ পৃ.)*। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত ৫/৭৮-৭৯ পৃ.)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৭. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট : (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, -'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[২৮] আলবানী বলেন, 'এর অর্থ কুরবানীর ছওয়াবে উম্মতকে শরীক করা। কেননা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে একটি ছাগল একটি পরিবারের বেশী অন্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়'।[২৯] **(খ)** আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় কুরবানীর রীতি কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, ছাহাবীগণ নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি বকরী কুরবানী দিতেন। অতঃপর নিজেরা খেতেন ও অন্যদের খাওয়াতেন। এমনকি লোকেরা বড়াই করত। সেই রীতি চলছে যেমন তুমি দেখছ।[৩০] **(গ)** ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। **(ঘ)** বিদায় হজ্জে আরাফার দিন সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, রজব মাসের 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৩১] আর 'কুরবানী' অর্থ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার দিন যে পশু যবহ করা হয়।[৩২] অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন, সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৮. কুরবানীতে শরীক হওয়া : (ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম।[৩৩] **(খ)** হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[৩৪] **(গ)** তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[৩৫]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে বুঝা যায় যে, সফরে সাতজনে মিলে একটি উট বা গরু কুরবানী করা যায়। যাতে এইসব বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বিতরণ সহজ হয়। এটি উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। সেকারণ লায়েছ বিন সা'দ (রহঃ) উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর বিষয়টি সফরের সাথে 'খাছ' বলেছেন।[৩৬] যদিও জমহূর ওলামায়ে কেরাম হজ্জের সময় উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে বাড়ীতে ও সফরে সর্বাবস্থায় শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮৫)*। কেননা জাবের (রাঃ) বর্ণিত 'একটি গরু বা উট সাত জনের পক্ষ হ'তে'।[৩৭] হাদীছটি মুৎলাক্ব। যেখানে বাড়ীতে বা সফরে বলে কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু একই রাবীর বর্ণিত আবুদাঊদ ২৮০৭ ও ২৮০৯ নম্বর

---

২৪. *আন'আম ৬/১৪৩-৪৪; হজ্জ ২২/৩৪।*
২৫. *তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।*
২৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, ৪/৩৫১ পৃ.; মিশকাত হা/১৪৬১; মির'আত হা/১৪৭৬, ৫/৯১-৯২ পৃ.।*
২৭. *মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।*
২৮. *মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; মির'আত ১/৭৬।*
২৯. *মিশকাত হা/১৪৫৪-এর টীকা।*
৩০. *তিরমিযী হা/১৫০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৭; ইরওয়া হা/১১৪২, ৪/৩৫৫ পৃ.।*
৩১. *তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত ৫/১১৪-১৫।*
৩২. *মির'আত ৫/৭১; হজ্জ ২২/৩৪।*
৩৩. *তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৯; মির'আত হা/১৪৮৪, ৫/১০১-২ পৃ.।*
৩৪. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)।*
৩৫. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।*
৩৬. *মুহাল্লা, মাসআলা ক্রমিক : ৯৮৪, ৬/৪৫।*
৩৭. *আবুদাঊদ হা/২৮০৮; মিশকাত হা/১৪৫৮।*

হাদীছে এটি হজ্জ ও হোদায়বিয়ার সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা এসেছে। অতএব দলীলের ক্ষেত্রে একই রাবীর বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছের স্থলে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদী সম্মত রীতি।

অনেকে ৭-এর বদলে ৩, ৫, ১০ ভাগে কুরবানী করেন, যা প্রমাণহীন। অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দেন, আবার একটি গরুর ভাগা নেন। অনেকে বকরী বা খাসী না দিয়ে বড় গরুতে ভাগী হন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার জন্য। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর নেকী তিনি কিভাবে পাবেন? অথচ প্রতি বছর ঈদুল আযহাতে একটি পশু কুরবানী করাই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশনা।[৩৮] অতএব মুক্বীম অবস্থায় প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই উত্তম।

১৯. কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা : 'দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৩৯] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[৪০]

২০. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলক্বূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়। তবে বাম কাতে ফেলতে ভুলে গেলে দোষের কিছু হবে না *(মির'আত ৫/৭৫)*। কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম *(মির'আত ৫/৭৪)*।

২১. যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ সবার চাইতে বড়) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে *(মির'আত ৫/৭৬)*।

২২. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেননি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত ৫/১২০)*। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৪১] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায়।[৪২]

২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। যদি কেউ সেটা করেন, তবে বিখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(মির'আত ৫/৯৩ পৃ.)*।

২৪. কুরবানীর গোশত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।[৪৩] তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে দান করবে।[৪৪] অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে সাধারণ গোশত হিসাবে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা ছওয়াবের আশায় অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে। তবে এলাকায় অভাব থাকলে তিনদিন পর সবটুকু বিতরণ করে দিবে।[৪৫]

অতএব সরকার, সংস্থা বা সামর্থ্যবানদের উচিত বন্যাদুর্গত বা দুর্ভিক্ষ এলাকায় বেশী বেশী কুরবানী বিতরণ করা। যাতে তারা কুরবানীর আনন্দে শরীক হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় ১০০ উট কুরবানী করে বিতরণ করেছিলেন।[৪৬] এছাড়া অন্য সময় তিনি ছাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করতেন।[৪৭]

২৫. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন।[৪৮] অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৪৯]

২৬. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। কেননা আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। এটা না করলে তিনি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' পরিত্যাগের প্রতি ধাবিত হবেন *(মির'আত ৫/৭৩)*। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, প্রকাশকাল : ১৪৪৩ হি./২০২২ খৃ.]।

---

৩৮. আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪ পৃ.।
৩৯. হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশতী জেওর 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃ.।
৪০. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।
৪১. তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮।
৪২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮।
৪৩. আহমাদ হা/১৬২৫৫-৫৬; মির'আত ৫/১২১।
৪৪. মির'আত ৫/১২১; তওবা ৯/৬০।
৪৫. বুখারী হা/৫৫৬৯; মুসলিম হা/১৯৭৪; মিশকাত হা/২৬৪৪ ।
৪৬. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫।
৪৭. বুখারী হা/২৫০০; মুসলিম হা/১৯৬৫; মিশকাত হা/১৪৫৬; মির'আত ৫/৮২।
৪৮. মুসলিম হা/১৩১৭; বুখারী হা/১৭১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮।
৪৯. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৬৩৮; মির'আত হা/২৬৬২-এর আলোচনা, ৯/২৩০ পৃ.।

উক্কাশা বিন মিহছান (রাঃ)

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ইসলামের প্রচার-প্রসারে ও দ্বীনের হেফাযতে যারা অমর অবদান রেখেছিলেন এবং আমলে ছালেহ করে জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন, উক্কাশা ইবনু মিহছান (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষার জিহাদে জীবন বাজি রেখে যেমন তিনি যুদ্ধ করেছিলেন তেমনি পরকালীন জীবনে নাজাতের লক্ষ্যে সাধ্যমত সৎআমল করার প্রাণান্ত চেষ্টা করছিলেন। আর তাই দুনিয়াতেই তিনি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। নিম্নে এ ছাহাবীর জীবনী সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম উক্কাশা, কুনিয়াত বা উপনাম আবু মিহছান। পিতার নাম মিহছান ইবনু হারছান। পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে- উক্কাশা ইবনু মিহছান ইবনে হারছান ইবনে ক্বায়েস ইবনে মুররাহ ইবনে কাছীর[১] ইবনে গানাম ইবনে দূদান ইবনে আসাদ ইবনে খুযায়মাহ।[২] জাহিলী যুগে বনী আবদে শামসের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন।[৩] তিনি অত্যন্ত সুদর্শন পুরুষ ছিলেন।[৪]

জন্ম : তার জন্মসন জানা যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় (১১ হিজরীর ১লা রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুন সোমবার)[৫] উক্কাশা বিন মিহছানের বয়স হয়েছিল ৪০ বছর[৬] মতান্তরে ৪৪ বছর।[৭] সে হিসাবে উক্কাশা বিন মিহছান ৫৯২ মতান্তরে ৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত : তিনি হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্যদের সাথে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান।[৮]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বদর যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য দারুণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উক্কাশা বিন মিহছান বদর যুদ্ধের দিন তার ভাঙ্গা তরবারি নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে একটি কাঠের টুকরা দিয়ে বলেন, তুমি এটা দিয়ে যুদ্ধ কর। অতঃপর যখন তিনি এটি হাতে নিয়ে নড়াচড়া করেন তখন তা লম্বা, শক্ত ও ধবধবে সাদা তরবারিতে পরিণত হয়ে যায়। অতঃপর এটি নিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন। যতক্ষণ না আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন। সেদিন থেকে উক্ত তরবারিটির নাম হয় 'আল-'আওন' (العَوْن) বা সাহায্যকারী। এরপর থেকে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সকল যুদ্ধে উক্ত তরবারি নিয়ে যোগদান করেন। এমনকি আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে রিদ্দার যুদ্ধে উক্ত তরবারি নিয়েই তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং শহীদ হন। তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ আল-আসাদী তাঁকে হত্যা করেন'।[৯] ইবনু ইসহাক এটি বিনা সনদে উল্লেখ করেছেন। সেকারণ এটি যঈফ।[১০] ওহোদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি চরম বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন।[১১]

২য় হিজরীর রজব মাসে (জানুয়ারী ৬২৪ খৃঃ) আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত নাখলা অভিযানে উক্কাশা ইবনে মিহছান অংশগ্রহণ করেন।[১২]

দায়িত্ব পালন : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা রবীউল আখের মাসে ৪০ জনের একটি সেনাদল বনু আসাদ গোত্রের 'গামর' প্রস্রবণের (ماء غَمْر) দিকে উক্কাশার নেতৃত্বে প্রেরিত হয়। কেননা বনু আসাদ গোত্র মদীনায় হামলা করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিল। মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক উপস্থিতিতে তারা পালিয়ে যায়। পরে গণীমত হিসাবে ২০০ উট নিয়ে অত্র বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে।[১৩]

জান্নাতের সুসংবাদ :

উক্কাশা বিন মিহছান (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সরাসরি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ঐসব ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের ব্যাপারে আমভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। যেমন-

১. ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশ করানোর প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন। উক্কাশা বিন মিহছান (রাঃ) তাদের অন্যতম ছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،

'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১০০)*।

---

১. *ইবনু আব্দিল বার্র 'কাছীর'-এর স্থলে কাবীর বলেছেন। দ্র. আল-ইস্তি'আব, ৩/১০৮০পৃ.।*
২. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৭হি./১৯৮৬ খ্রি.), ৬/৩৩৮ পৃ.।*
৩. *আবুল ফিদা হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ জুয (কায়রো : দারুর রাইয়ান, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮খৃ.), পৃ. ৩৪৩।*
৪. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১ম খণ্ড (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৩০৭।*
৫. *বুখারী হা/১৩৮৭।*
৬. *আবু আব্দুল্লাহ হাকেম আন-নাইসাপূরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০খৃ./১৪১১হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩।*
৭. *মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব, মুখতাছার সীরাতুর রাসূল, ১/২৬৮ পৃ.।*
৮. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ জুয, পৃ. ৩৪৩।*
৯. *আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২২৪; ইবনু হিশাম ১/৬৩৭ পৃ.।*
১০. *তালীকু, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৩২; মা শা-'আ, পৃ. ১১৬।*
১১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ জুয, পৃ. ৩৪৩।*
১২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (রাজশাহী: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪৪হি./২০২৩ খৃ.), পৃ. ২৭৯-৮০।*
১৩. *ওয়াক্বেদী, মাগাযী ২/৫৫০; যাদুল মা'আদ ৩/২৫০; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩২২।*

www.at-tahreek.com

الأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أُمَّتِى، فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. ثُمَّ قِيلَ لِى انْظُرْ. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَقِيلَ لِى انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَقِيلَ هَؤُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِى الشِّرْكِ، وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَؤُلاَءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمْ. فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, আমার সামনে (পূর্ববর্তী নবীগণের) উম্মাতদের পেশ করা হ'ল। (আমি দেখলাম) একজন নবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে আছে মাত্র একজন লোক এবং আরেকজন নবী, যাঁর সঙ্গে আছে দু'জন লোক। অন্য এক নবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আছে একটি দল, আরেকজন নবী, তাঁর সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম, একটি বিরাট দল যা দিগন্ত জুড়ে আছে। আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, এ বিরাট দলটি যদি আমার উম্মাত হ'ত। বলা হ'ল, এটা মূসা (আঃ) ও তাঁর কওম। এরপর আমাকে বলা হ'ল দেখুন। দেখলাম, একটি বিশাল জামা'আত দিগন্ত জুড়ে আছে। আবার বলা হ'ল, এদিকে দেখুন, ওদিকে দেখুন। দেখলাম, বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা হ'ল, ঐসবই আপনার উম্মাত এবং ওদের সাথে সত্তর হাযার লোক এমন আছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর লোকজন এদিক ওদিক চলে গেল। নবী করীম (ছাঃ) আর তাদের (সত্তর হাযারের) ব্যাখ্যা করে বলেননি। নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ এ নিয়ে নানান কথা শুরু করে দিলেন। তাঁরা বলাবলি করলেন, আমরা তো শিরকের মাঝে জন্মেছি, পরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। বরং এরা আমাদের সন্তানরাই হবে। নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেন, তারা (হবে) ঐসব লোক যারা অবৈধভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তারা কেবল তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। তখন উক্কাশাহ বিন মিহছান দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আর একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল!

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، 'ফাই-এর সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য। যারা তাদের ঘর-বাড়ি ও মাল-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এরাই হ'ল সত্যবাদী' *(হাশর ৫৯/৮)*।

২. উক্কাশা বিন মিহছান (রাঃ) ছিলেন ঐসব ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত যারা হুদায়বিয়ায় বাবলা গাছের নীচে বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের প্রতি, যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বায়'আত করেছে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জেনে নিলেন। ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়' *(ফাতহ ৪৮/১৮)*।

৩. উক্কাশা বিন মিহছান (রাঃ) বদরী ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদরী ছাহাবীগণের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ، أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. 'তুমি কি জানো না, আল্লাহ অবশ্যই বদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তোমাদের যা ইচ্ছা কর, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. 'একদা জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, আপনারা বদর যুদ্ধে যোগদানকারী মুসলিমদেরকে কিরূপ গণ্য করেন? তিনি বললেন, তারা সর্বোত্তম মুসলিম অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এরূপ কোন শব্দ তিনি বলেছিলেন। জিবরীল (আ.) বললেন, ফেরেশতাদের মধ্যে বদর যুদ্ধে যোগদানকারীগণও তেমনি মর্যাদার অধিকারী'।[১৫]

৪. উক্কাশা বিন মিহছান (রাঃ) ছিলেন ঐসব ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ

১৪. বুখারী হা/৩৯৮৩; মুসলিম হা/২৪৯৪; মিশকাত হা/৬২১৬।
১৫. বুখারী হা/৩৯৯২, ৩৯৯৪; মিশকাত হা/৬২১৭; ছহীহাহ হা/২৫২৮।

আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন, এ বিষয়ে উক্কাশাহ তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে'।[১৬] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, উক্কাশা ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী। তাঁকে হত্যাকারী তুলায়হা 'মুরতাদ' ছিল। পরে সে ইসলামে ফিরে আসে।[১৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى زُمْرَةٌ هِىَ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِىءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ. فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِىُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ ادْعُ اللهَ لِى يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ. فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ. 'আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাযারের একটি দল (বিনা হিসাবে) জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তাদের মুখমণ্ডল চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। উক্কাশা ইবনু মিহ্ছান তাঁর পরিহিত রঙিন ডোরাওয়ালা চাদর উপরে তুলে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য দো'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তারপর আনছারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, উক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে'।[১৮]

ইলমে হাদীছে অবদান : তাঁর নিকট থেকে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৯]

মৃত্যু ও দাফন : রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুর ১ বছর পরে হিজরী ১২ সনে প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ভণ্ডনবী তুলায়হা আসাদীর বিদ্রোহ নির্মূলের নির্দেশ দেন। উক্কাশা ও ছাবিত ইবনু আরকাম ছিলেন খালিদের বাহিনীর দু'জন অগ্রসৈনিক। তারা বাহিনীর আগে আগে চলছিলেন। হঠাৎ শত্রু সৈন্যর সাথে তাদের সংঘর্ষ ঘটে। এই শত্রু সৈনিকদের মধ্যে তুলায়হা নিজে ও তাঁর ভাই সালামাও ছিল। তুলায়হা আক্রমণ করে উক্কাশাকে আর সালামা ঝাপিয়ে পড়ে ছাবিতের ওপর। ছাবিত শাহাদত বরণ করেন। এমন সময় তুলায়হা চিৎকার করে ওঠে সালামা শিগগির আমাকে সাহায্য কর। আমাকে মেরে ফেলল। সালামার কাজ তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে তুলায়হার সাহায্যে এগিয়ে যায় এবং দুই ভাই এক সাথে উক্কাশাকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে ফেলে। এভাবে উক্কাশা শহীদ হন।[২০] উল্লেখ্য, বুযাখা নামক স্থানে উক্কাশা (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন।[২১] বুযাখা হচ্ছে বনু আসাদের পানির কুয়া, যেখানে তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ আসদীর সাথে আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২২]

ইসলামী ফৌজ এই দুই শহীদের লাশের কাছে পৌঁছে ভীষণ শোকাতুর হয়ে পড়েন। উক্কাশার দেহে মারাত্মক যখমের চিহ্ন ছিল। তার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। বাহিনী প্রধান খালিদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাহিনীর যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন। অতঃপর শহীদদ্বয়ের রক্তভেজা কাপড়েই সেই মরুভূমির বালুতে দাফন করেন।[২৩] মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিনি নেতৃস্থানীয় ছাহাবীদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

পরিশেষে বলব, উক্কাশা বিন মিহছান ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য জীবন বাজি রেখে আমৃত্যু কাফের ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। কেননা তার লক্ষ্য ছিল জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং গন্তব্য ছিল জান্নাত। তাই কোন কিছুকে পরওয়া না করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় দ্বীনের পথে তিনি নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন। এই মহান ছাহাবীর জীবনীতে আমাদের জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে। সুতরাং তার জীবনচরিত থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন গঠন করতে পারলে পরকালে নাজাত লাভ করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে ছাহাবীগণের ন্যায় হকের পথে চলে পরকালে মুক্তি লাভের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

১৬. *বুখারী হা/৫৭৫২, ৬৫৪১; মুসলিম হা/২২০; মিশকাত হা/৫২৯৬।*
১৭. *আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ৫৬৪৮।*
১৮. *বুখারী হা/৫৮১১, ৬৫৪২; মুসলিম হা/২১৬; আহমাদ ৮০২২, ৮৬২২।*
১৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৮।*
২০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ জুয, পৃ. ৩৪৩; আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩।*
২১. *ঐ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৮।*
২২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭, ২নং টীকা দ্র.।*
২৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ জুয, পৃ. ৩৪৩; আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩।*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন : ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০।
শাখা-১
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫।
শাখা-২
ব্লক-এ, ৩নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(২য় কিস্তি)

১৪ই মার্চ ২০২৩। ফজরের পর আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম। আজকের গন্তব্য শারজাহ। প্রসঙ্গতঃ শারজাহ আরবী উচ্চারণে হয় আশ-শারেকা (الشارقة) বা পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা। অনারবরা ভুল উচ্চারণে শারজাহ বলে থাকেন, যা আরবরাও মেনে নিয়েছে। ফলে ইংরেজীতে তারাও এখন শারজাহ্ই লেখে। যাহোক ছফিউর রহমান ভাই আজমান থাকেন। সেখান থেকে আসতে বেশ দেরি করে ফেললেন। আজ চারজন যাব বলে নিয়ে এসেছেন সুপরিসর সাদা নিশান পেট্রোল জীপ। বেলা ১১টার দিকে রওয়ানা হ'লাম। চমৎকার রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া। শীতকাল শেষ হ'লেও শীতের ভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। পথে দুবাই ক্রিক মেট্রো স্টেশন থেকে মুজাহিদ ভাইকে নেয়া হ'ল। দুবাইয়ে যেখানে সেখানে গাড়ি পার্ক করা বা থামানোর নিয়ম নেই। একটু ঘুরে এক খোলা মাঠে গাড়ি দাঁড়ায়। দূর থেকে মুজাহিদ ভাই হেঁটে আসছেন। ছফিউর রহমান ভাই হাত নেড়ে তাড়া দেন দ্রুত আসার জন্য। ঘুরে আসতে সময় লাগবে দেখে তিনি বাঙালী বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়ে রাস্তার সাইড ব্যারিকেডের নিচের ফাঁকা অংশ দিয়ে চকিত বিশাল শরীরটা গলিয়ে দিলেন। কঠিন কাজটা সহজেই করে দ্রুত যোগ দিলেন আমাদের সাথে। আমরা তার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করলাম। জীবনটা সবসময় পরিপাটি রাখা সম্ভব নয়। বিচিত্র সব মুহূর্ত, ঝুট-ঝামেলা আসবে। তবুও আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কার্য সমাধা করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ঝুঁকি নিতে হবে। এতে দ্বিধা করলে, 'পাছে লোকে কিছু বলে' ভেবে বসে থাকলে ঝামেলা বাড়ে বৈ কমে না।

পূর্বদিকে হাত্তাগামী রোড ধরে ছুটতে থাকে আমাদের জীপটি। পথে ডেজার্ট সাফারী তথা মরুভূমির লাল পাহাড়ে জীপ রাইড উপভোগ করার জন্য বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পট দেখা যায়। তবে হাতে সময় কম থাকায় আমাদের থামা হয় না। প্রায় ৬০ কি.মি. যাত্রার পর আমরা নাজওয়া নামক স্থানে পৌঁছি। এখানে কক্সবাজারের ভাই জনাব কায়ছার হোসাইনের একটি মাঝরাআ' বা কৃষিক্ষেত আছে। স্ত্রীসহ এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন বসবাস করছেন দুবাইয়ে। সেখানে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আকরাম চৌধুরী ভাই। মরুর বুকে পানির ব্যবস্থা করে সবুজের সমারোহ ঘটিয়েছেন কায়ছার ভাই। কোথাও মুলা, কোথাও পুদিনা পাতার চাষ হচ্ছে। রোদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কৃষক কাজ করছেন। তারাও বাঙালী। আমরা ক্ষেতের পাশে খেজুর বাগানে আরবীয় কায়দায় ফরাশ পেতে বসলাম। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন। কায়ছার ভাইয়ের স্ত্রী বাসায় রান্না করে খাবার নিয়ে এসেছেন। শুটকী মাছ থেকে শুরু করে গরুর বট পর্যন্ত কী নেই সেখানে। গাছের ছায়ায় ফুরফুরে মৃদু-মন্দ বাতাস গায়ে মেখে তাঁর এই আন্তরিক আতিথেয়তা আমরা প্রাণভরে উপভোগ করলাম। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন! কায়ছার ভাইয়ের আরও কয়েকটি ক্ষেত রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। লাভজনক হওয়ায় বাঙালীরা এখন ক্ষেত-খামারের দিকে বেশ ঝুঁকছেন।

আছরের ছালাতের পর আমরা কায়ছার ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হই। সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এদেশের সবচেয়ে বড় পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র হাত্তা ড্যাম পরিদর্শনের আর সুযোগ হ'ল না। এছাড়া পরিকল্পনায় ছিল পূর্বদিকে আরও প্রায় ২০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত ওমান সাগরের তীরবর্তী পর্যটন শহর খোর ফাক্কান সফরের। সময়াভাবে সেটাও বাতিল করতে হ'ল। আসলে সকালে বের হ'তেই আমাদের দেরি হয়েছে। এখন খুব আফসোস হ'লেও আর কিছু করার ছিল না। আমরা শারজাহ শহরের পথে রওয়ানা হ'লাম। ঘন্টাখানেক বাদে পড়ন্ত বেলায় শারজাহ শহরের দক্ষিণ প্রবেশমুখে নবনির্মিত চমৎকার গ্রাণ্ড মসজিদে পৌঁছলাম। ২০১৯ সালে এর উদ্বোধন হয়েছে। তুর্কী স্থাপত্যশৈলীর সাথে মুঘল ঐতিহ্যের মিশেলে মসজিদ চত্তরের বাইরে বিশাল এলাকা জুড়ে ক্যাসকেডের মত জলাধার, ফোয়ারা আর দহলিজ। চারপাশে সবুজ ঘাস ও ফুলের সমারোহ মসজিদটিকে ভীষণ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সেখানে অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা মাগরিবের আগ দিয়ে শহর অভিমুখে রওয়ানা হই।

দুবাই থেকে মাত্র ৩০ কি. মি. উত্তর-পূর্বের এই শহরটিতে দুবাইয়ের কোন ছোঁয়া টের পাওয়া গেল না। উঁচু উঁচু টাওয়ারের রাজত্ব নেই। সাধারণ তবে অভিজাত একই ধাঁচের মেটে রঙের বাড়িঘর, অফিস-আদালত। সবুজ গাছপালা ঘেরা আইল্যাণ্ড। সুপ্রশস্ত রাস্তাঘাট। কোথাও কোন জ্যাম নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল দুবাইয়ের মত পশ্চিমাদের অবাধ বিচরণ এখানে একেবারেই নেই। ইসলামী পরিবেশ বিবেচনায় আমিরাতের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা শহর শারজাহ। এটা আমিরাতের সাংস্কৃতিক শহর বা ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী হিসাবেও খ্যাত। শুধু তাই নয়, আমিরাতের একমাত্র শহর যেখানে শুক্রবার জুমআ'র জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং শনি ও রবিবারও অন্যান্য শহরের মত ছুটি। ফলে সপ্তাহে তিনদিনই সরকারী ছুটি।

শারজাহ্র বর্তমান শাসক ড. সুলতান বিন মুহাম্মাদ আল-কাছেমী (১৯৩৯ খ্রী.-) অত্যন্ত সজ্জন, উচ্চশিক্ষিত ও ধর্মানুরাগী মানুষ। এই শহরে ধর্মীয় ভাব বজায় রাখতে তিনি যে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকেন, তা এই শহরে ঢোকামাত্রই অনুভব করা যায়। ১৯৭২ সাল থেকে সুদীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ তিনি শারজাহ শাসন করছেন। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে দেশে ও বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। সুশাসনের জন্য জনসাধারণের নিকট খুবই প্রশংসিত।

আমাদের গাড়ি গ্রাণ্ড মসজিদ থেকে মালেহা রোড ধরে সিটি সেন্টার আল-যাহিয়ার দিকে চলতে থাকে। পথে বিখ্যাত কুরআন পার্ক পড়ে। ব্যতিক্রমী এই পার্কে কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন, গাছপালা, ফল-ফলাদি, সাগরমাঝে মূসা (আঃ)-সামনে উন্মোচিত হওয়া পথের কাল্পনিক রূপ ইত্যাদির প্রদর্শনী রয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন অংশকে মানসপট থেকে দৃশ্যপটে আনার প্রচেষ্টা থেকেই এই চমৎকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর শারজাহ ইউনিভার্সিটি সিটি এবং ইসলামী স্থাপত্যকলার মনোরম নিদর্শনে মোড়া শারজাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল ক্যাম্পাস চোখে পড়ে। মাগরিবের পূর্বে আমরা সিটি সেন্টারের নিকটবর্তী মুওয়াইলিয়াহ বাণিজ্যিক এলাকায় পৌঁছি। এখানেই আকরাম চৌধুরী ভাইয়ের বাসা ও কর্মস্থল। আকরাম ভাই সপরিবারে এদেশে আছেন দীর্ঘ দুই দশক। তার ৬/৭ বছরের বুদ্ধিমান ছেলেটা আমাদেরকে তার বাসায় রিসিভ করল। ভাবীর হাতে বানানো পিঠা-পুলিসহ ভরপুর বৈকালিক নাশতা সেরে আমরা পার্শ্ববর্তী মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম।

মাগরিবের পর শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও বিমানবন্দর অতিক্রম করে আল-জাযাত এলাকায় পৌঁছি। সেখানে চট্টগ্রামের হাসান ভাইয়ের বাসার গেস্ট রুমে আজকের প্রোগ্রামের আয়োজন। হাসান ভাইও দীর্ঘদিন যাবৎ শারজাহ আছেন। বাংলাদেশীদের আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আজও তার বাসাতেই আমরা সমাবেত হয়েছি। সরকারী অনুমতি ছাড়া বড় প্রোগ্রাম করার সুযোগ না থাকায় শারজাহতে অবস্থানরত বিশেষ কিছু ভাই এসেছেন। ফুজাইরাহ থেকে এসেছেন সিলেটের খন্দকার ফয়ছাল বিন মুছতফা ভাই কয়েকজন সঙ্গী-সাথীসহ। আমাদের আরব আমিরাত প্রবেশের পূর্বে সঊদীআরব শাখা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল ইমরান ভাইয়ের মাধ্যমে তিনিই মূলতঃ আমাদের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা দেখভাল করেছিলেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন! এশার ছালাতের পর প্রোগ্রাম শুরু হ'ল। আমরা তিনজন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম সাধ্যমত এগিয়ে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালাম এবং সাংগঠনিকভাবে কার্যক্রমের গুরুত্ব উপস্থাপন করলাম। তাদের জন্য কিছু বইপত্র আনা হয়েছিল। সেগুলো হাদিয়া প্রদান করলাম। আলোচনা ও মতবিনিময় শেষে খাওয়া-দাওয়া হ'ল। দ্বীনী ভাইদের আন্তরিকতা ও চমৎকার আতিথেয়তা ভাষায় প্রকাশের মত নয়। বের হ'তে হ'তে রাত ১২টা অতিক্রম করে। আমরা আকরাম ভাই, হাসান ভাইসহ অন্যান্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হই।

শারজাহ্‌র সাথেই আজমান শহর। দু'টিকে একসাথে টুইন সিটি বলা হয়। আমরা রাতের আলো ঝলমলে দুই শহর দেখতে দেখতে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। পথিমধ্যে ছফিউর রহমান ভাই এক বাঙালী টেইলার্সে গাড়ি থামান। সেখানে বেশ কয়েকজন বাঙালী কর্মরত আছেন। তারা আমাদের চিনতে পেরে খুব খুশী হ'লেন। সেখানে সফরসঙ্গী ড. সাখাওয়াত হোসাইন এবং শরীফুল ইসলামের জন্য দু'টি জুব্বার অর্ডার করা হ'ল। বিগত রাতের মতই আরমাদায় ফিরতে ফিরতে আজও প্রায় রাত দু'টো বেজে গেল।

পরদিন ১৫ই মার্চ ২০২৩। আবুধাবী সফরের জন্য ধার্য দিন। শারজাহ্‌র মত আবুধাবীও সঠিক উচ্চারণ নয়। বরং আরবীতে বলা হয় 'আবু যবী' (أبو ظبي)। অনারবদের কবলে পড়ে এর দশাও তথৈবচ। আবুধাবীর ব্যবসায়ী চট্টগ্রামের ফাহাদ বিন বদীউল ইসলাম ভাই জসীম নামক এক ভাইকে সকাল সকাল পাঠালেন আমাদের নেওয়ার জন্য। সুদর্শন, সদাহাস্য ফাহাদ ভাইয়ের কথা আলাদা করে না বললেই নয়। তিনি চট্টগ্রামের সামাজিক সংগঠন কালচারাল ফাউণ্ডেশন চট্টগ্রাম (সিএফসি)-এর সেক্রেটারী এবং আবুধাবীতে একজন সফল প্রিন্টিং ব্যবসায়ী। দেশে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এক যুগ আগে আবুধাবীতে এসে ছহীহ আক্বীদার সন্ধান পেয়েছেন। সপরিবারে এখানে থাকেন। বর্তমানে আরব আমিরাতের আহলেহাদীছ ভাইদের মধ্যে অন্যতম সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করছেন। ফয়ছাল ভাইয়ের মত তিনিও পূর্ব থেকেই আমাদের খোঁজখবর রাখছিলেন এবং দূর থেকে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন। বেলা ১১টার দিকে আমরা রওয়ানা হ'লাম আবুধাবীর উদ্দেশ্যে। দুবাইয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে শেখ যায়েদ রোড ধরে নাক বরাবর গাড়ি ছুটতে শুরু করে। রাস্তায় দু'ধারে ছায়াদার গাছপালা আর মধ্যবর্তী আইল্যাণ্ডে চমৎকার সবুজ বনায়ন দেখে যেন মরুর দেশ ভাবার অবকাশই হয় না।

প্রায় ১৩৫ কি. মি. দূরত্বের পথ অতিক্রম করতে ঘন্টা দেড়েক লেগে যায়। যোহরের আগ দিয়ে আমরা আল-মুছাফ্‌ফা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় পৌঁছি। মূল শহর থেকে প্রায় ৩০ কি.মি. দূরত্বে এর অবস্থান। এখানেই ফাহাদ ভাইয়ের কর্মস্থল। তার প্রিন্টিং প্রেসে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আমরা মসজিদের যোহরের ছালাত আদায় করি। অতঃপর স্থানীয় একটি ইয়ামনী রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাই। এখানে আবুল হোসাইন, রাসেল মাহমূদ, জাহিদ হোসাইন, জামালুদ্দীন প্রমুখ ভাই এসে উপস্থিত হ'লেন। একসাথে খাওয়া-দাওয়া সেরে এখানেই মতবিনিময় বৈঠক হয়। অপরিচিত এই দ্বীনী ভাইদের আন্তরিকতা ও আবেগ ভোলার মত নয়। বিধিনিষেধের কারণে এখানেও বড় কোন পাবলিক প্রোগ্রাম করা যায়নি, যদিও অনেক ভাই সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করেছিলেন।

আছরের ছালাতের পূর্বে আমরা রওয়ানা হ'লাম শেখ যায়েদ গ্রাণ্ড মসজিদের উদ্দেশ্যে। ফাহাদ ভাইয়ের ব্যস্ততা থাকায় তার গাড়ি ড্রাইভ করে আমাদেরকে নিয়ে চললেন আবুল হোসাইন ভাই (চট্টগ্রাম)। মক্কা-মদীনার পর এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ হিসাবে খ্যাত। এর অভ্যন্তরভাগে ৭

হাযারসহ পুরো মসজিদে মোট ৪০ হাযার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারে। মসজিদের ভিতরের ষাট হাযার বর্গফুটের কার্পেটটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় কার্পেট। ছোট-বড় মিলিয়ে এতে ৮২টি গম্বুজ রয়েছে। আরব আমিরাতের প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ যায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান (মৃ. ২০০৪খ্রি.) ছিলেন এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি এখানেই কবরস্থ হয়েছেন। দুঃখজনকভাবে তাঁর কবরের পার্শ্বে একটি বড় বিদ'আত চালু রয়েছে। আর তা হ'ল, পালাক্রমে ২৪ ঘন্টা তাঁর কবরের পার্শ্বে বসে হাফেযদের কুরআন তেলাওয়াত। শুরু থেকে অদ্যাবধি চালু রয়েছে এই নিয়ম। কারো কিছু বলার নেই।

আমরা মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করে খুব হতবাক হই। মুছল্লীদের চেয়ে দর্শনার্থীদের সংখ্যাই বেশী। বিশেষতঃ স্বল্পবসনা বিদেশী অমুসলিম নারীর অবাধ বিচরণ চরম অস্বস্তিকর। যদিও মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য অনলাইন নিবন্ধন করা আবশ্যক এবং নারীদের মাথায় কাপড়সহ বোরক্বা পরিধানকরতঃ মসজিদে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তাতেও কি বিশেষ লাভ হয়? এতে মসজিদের পবিত্রতা যেমন চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে, তেমনি মসজিদ আর যেন মসজিদ নেই, বরং মিউজিয়াম বা যাদুঘরে পরিণত হয়েছে।

আমরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন ওযূখানা থেকে ওযূ করে আছরের জামা'আত ধরি। মসজিদের অভ্যন্তরভাগের মূল অংশ শুধুমাত্র শুক্রবার উন্মুক্ত করা হয়। বাকি দিনগুলোতে একপার্শ্বে ছোট্ট ঘেরাওয়ের মধ্যে ছালাত আদায় করা হয়। দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভীড়। তাদের মাড়িয়ে নির্ধারিত ছালাতের স্থানে গিয়ে মাত্র শ'খানেক মুছল্লী পাওয়া যায়। অর্থাৎ মসজিদ যত না মুছল্লীদের, তার চেয়ে বেশী যেন দর্শনার্থীদের। সুকোমল কারুকার্যময় কার্পেট আর চোখ ধাঁধাঁনো ঝাড়বাতির ঐশ্বর্যে ছালাতের মূল রূহ খুশু-খুযূ ধরে রাখা কষ্টকর। তবুই মসজিদ তো মসজিদই। সহসাই ভাবাবেগ ছুয়ে যায় সঙ্গোপনে মনের অলিন্দে। বিনয়াবনত, আল্লাহভীরু হৃদয় যত প্রফুল্লতা, বিলাস-ব্যসনের আঘাতে জর্জরিত হোক না কেন, স্রষ্টার সমীপে একসময় সে ফিরে আসার ফুরসৎ খুঁজে নেবেই.. আলহামদুলিল্লাহ!

ছালাত শেষে আমরা দূরে আন্ডারগ্রাউণ্ড মার্কেটের অভ্যন্তর থেকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আলীশান মসজিদের মূল অংশের সৌন্দর্য সুনীল আসমানের ঝকঝকে মার্তণ্ডের প্রখরতা নিয়ে দর্শনার্থীদের বিমোহিত করলেও নিরব অশ্রুপাত প্রত্যাশীদের অন্তর্জগতকে কতটুকু নাড়া দেবে, তা প্রশ্নসাপেক্ষই। কিয়ামতের পূর্বে শান-শওকতভরা মসজিদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণীটা মনের গহীনে এক ফাঁকে উঁকি দিয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

শেখ যায়েদ মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর আবুল হোসাইন ভাই আমাদের নিয়ে গেলেন 'খলীফা পার্কে'। সবুজ ঘাসে ঘেরা ফুলের বাগান, ফোয়ারা ও লেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যভরা এই পার্কে ইমারতীরা পরিবার নিয়ে আসে। আমরা ৭ দিরহাম দিয়ে টিকিট কেটে টাইম টানেলে ঢুকলাম। ইমারতের ইতিহাসকে জীবন্ত করে দেখানোর জন্য যাদুঘরের আদলে গড়ে তোলা এই টানেলে ভ্রমণ করতে হয় ছোট্ট ক্যাপসুলে বসে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে ইংরেজী ও আরবীতে ধারাভাষ্য শুনতে শুনতে হারিয়ে যেতে হয় ইতিহাসের অরণ্যে। ২০ মিনিটের এই নাটকীয় ক্যাপসুল যাত্রাটি বেশ উপভোগ্য। টানেল থেকে বের হ'লেই দেয়ালের গহ্বর জুড়ে বিরাট এ্যাকুরিয়াম। নানা রঙের মাছের সাথে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক মস্ত বড় কাছিম।

পার্কের সবুজ ঘাসের বিছানায় বসে আমরা এক চিত্রালী পাকিস্তানী চা বিক্রেতা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে চা পান করি। অদূরে এক বিদেশী মধ্যবয়সী দম্পতি খুব যত্নের সাথে পার্কের বিড়ালদের খাবার খাওয়াচ্ছেন। বিড়ালগুলো দলবেঁধে তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করছে। দৃশ্যটা বড় ভাল লাগে।

পার্ক থেকে মাগরিবের ছালাত আদায় করে আমরা আবুধাবী ডাউনটাউনের দিকে রওয়ানা দিলাম। সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেশ জ্যাম। গন্তব্য কর্ণিশ রোড, যেখান থেকে সাগরপাড়ের বিখ্যাত ক্বছরুল ইমারাত বা ইমারাত প্যালেস হোটেল দেখা যায়। সেখানে পৌঁছে আমরা পারস্য উপসাগরের পাশে দাড়িয়ে রাতের আলো ঝলমলে আবুধাবীর সৌন্দর্য উপভোগ করি। হাতে সময় কম। পার্শ্ববর্তী বিশাল মেরিনা মল থেকে কিছু কেনাকাটা সেরে আমরা আবার রওয়ানা হলাম ফাহাদ ভাইয়ের বাসার উদ্দেশ্যে। রাত ৯টা বেজে গেল পৌঁছতে। ফাহাদ ভাই বিরাট আয়োজন করেছেন খানাদানার। সামুদ্রিক মাছ থেকে শুরু করে কোর্মা, কোফ্তা, হরেক প্রকারের সবজি, বড়া, ভর্তা, পায়েস কী নেই সেখানে। চট্টগ্রামের মানুষ তিনি। এমন খানাদানী আয়োজনে সিদ্ধহস্ত। তাঁর আন্তরিক আতিথেয়তা ও দিলখোলা আলাপচারিতায় আমরা মুগ্ধ হ'লাম। তার গাড়িতেই আমরা আবুধাবী ঘুরলাম। রাতে আবার একই গাড়িতে আবুল হোসাইন ভাই এবং জামালুদ্দীন ভাই (ফেনী) আমাদের দুবাই রেখে আসলেন। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

রাত ১১টার দিকে দুবাই পৌঁছেই আমরা পেয়ে গেলাম মুর্শিদাবাদের মতীউর রহমান মাদানী ভাইকে। তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যই আবুধাবী থেকে আমরা আবার দুবাই ফিরে এসেছিলাম। তিনি আজই ইণ্ডিয়া থেকে ওমান হয়ে দুবাই পৌঁছালেন। তাঁর সাথে দীর্ঘরাত পর্যন্ত গল্পগুজব হ'ল। নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন। অন্যদিকে আমাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং আমার পাকিস্তান জীবনের ঘনিষ্ট সঙ্গী ছোট ভাই নাছরুযযামান নাঈম তুরস্ক থেকে সকালে দুবাইতে এসে পৌঁছেছে ব্যবসায়িক কাজে। আমাদের অবস্থানস্থল দূরে হওয়ায় এই রাতে তার সাথে সাক্ষাতের আর সুযোগ হ'ল না। ও বলল, ভাইয়া! পাঁচ মিনিটের জন্য হ'লেও দেখা যেন হয়। ওর এই আঁকুতি মন ছুঁয়ে গেলেও কিছু করার ছিল না। একই শহরে থেকেও এই সাক্ষাৎ না পাওয়াটা বড় কষ্ট দিল।

১৬ই মার্চ ২০২৩ ফজরের পূর্বে আমরা আমাদের হোস্টকে বিদায় জানিয়ে দুবাই থেকে আবুধাবী বিমানবন্দরের উদ্দেশ্য রওয়ানা হই। মুনীরুল ইসলাম (লক্ষীপুর) ভাই আমাদের নিতে এসেছিলেন। দ্বীনদার, নিপাট ভদ্রলোক মুনীর ভাই দুবাই শহরটা আরো ঘুরিয়ে দেখাতে না পারায় অনুযোগ করলেন। আসলেই একদিন/দু'দিনে দুবাই শহরে বিশেষ কিছু দেখা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সাথে একই সালে জন্ম নেয়া এক অখ্যাত জেলেপল্লী দুবাই আজ বিশ্বের নয়নাভিরাম সুপার মেগাসিটিতে পরিণত হয়েছে বিস্ময়কর দ্রুততায়। আইন-শৃংখলা রক্ষায় বিশ্বের জন্য মডেল এই শহরে কোন পুলিশের চেহারা দেখতে পেলাম না। একটি দায়িত্বশীল ও দক্ষ নেতৃত্ব কিভাবে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রকে আমূল বদলে দিতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আরব আমিরাত। অনৈসলামিক কালচারের ব্যাপক প্রসার এদেশের ইসলামী ঐতিহ্যের উপর মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করলেও বৃহত্তর আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে পশ্চিমাদের প্রভাব এখনও খুব জোরালোভাবে পড়েনি বলেই অনুমিত হয়েছে। বিশেষ করে শারজাহ, আবুধাবীর মত পার্শ্ববর্তী শহরগুলো এখনও যথেষ্ট মার্জিত, রক্ষণশীল এবং ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষায় যত্নবান মনে হয়েছে।

মুনীর ভাইকে বিদায় জানিয়ে সকাল সাড়ে নয়টায় ইত্তিহাদের একটি ফ্লাইটে আমরা রওয়ানা হ'লাম সঊদী আরবের পূর্বাঞ্চলীয় শহর দাম্মামের উদ্দেশ্যে। শেষ হ'ল আমাদের মধ্যপ্রাচ্য সফরের সংক্ষিপ্ত 'আরব আমিরাত' অধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com
রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

ভালো ঘুমের জন্য করণীয়

রাত মানেই অনেকের কাছে বিশ্রামের সময়। অনেকের কাছে আবার রাত এক বিভীষিকার নাম। অনিদ্রায় ভোগা মানুষদের কাছে রাত এক কৃষ্ণগহ্বর। যার শুরু আছে, শেষ নেই। সারা রাত এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দেন। দুই চোখের পাতা এক করতে পারেন না। ঘুমের ব্যাঘাত জীবনের গুণগতমানকে ব্যাহত করে। দিনের পর দিন যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, তবে নানাবিধ রোগের ঝুঁকি বাড়ে, মনোযোগ কমে যায়, অবসাদ আর ক্লান্তিবোধ গ্রাস করে। এক্ষণে ভালো ঘুমের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ নিম্নরূপ :

● প্রতিদিন একই সময় ঘুমাতে যান এবং একই সময় ঘুম থেকে উঠুন। ছুটির দিনগুলোতেও ঘুমের একই রুটিন বজায় রাখুন।

● শয়নের দো'আ ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করুন। সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ তিন বার করে পাঠ করে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে সারা শরীর তিনবার মাসাহ করুন। অন্যান্য তাসবীহ পাঠ করুন এবং ডান কাতে শয়ন করুন।

● তরল খাদ্য সন্ধ্যার পর থেকে কমিয়ে দিন। তরল খাদ্যের আধিক্যে রাতে বারবার টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হ'তে পারে। ঘুমের অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার সেরে ফেলুন।

● প্রতিদিন অল্পবিস্তর ব্যায়াম করুন। প্রতিদিনের হালকা অ্যারোবিক ব্যায়াম আপনাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘুম উপহার দিতে পারে। অ্যারোবিক ব্যায়াম হ'ল সেই ধরনের ব্যায়াম, যার ফলে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় এবং শরীর ঘামতে শুরু করে। যেমন, জোরে হাঁটা, সাইকেল চালানো, দড়িলাফ, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা ইত্যাদি।

● আরামদায়ক বিছানা ও নরম বালিশ বেছে নিন। যদি কেউ আপনার সঙ্গে শয়ন করে, তবে দেখতে হবে দু'জনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কি-না।

● ঘুমানোর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে যদি ঘুম না আসে তবে অবশ্যই বিছানা ছেড়ে দিতে হবে। এরপর পরিবেশ বদলে দিতে হবে। কোন কাজে বা অধ্যয়নে লেগে পড়ুন। তবে এমন কাজ করা ভালো যাতে মস্তিষ্কের তেমন কিছু ভাবতে হবে না। তারপর ক্লান্তি লাগলে আবার ঘুমাতে যান। ঘুম নিয়ে অযথা কোন দুশ্চিন্তা করবেন না।

● ঘুমানোর আগে মোবাইলসহ যেকোন স্ক্রিন থেকে দূরে থাকুন। এসব আসক্তির কারণে অনিদ্রার সমস্যা বেড়ে যায়। স্ক্রিন থেকে আসা আলো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। ঘুমানোর আগে তাই গ্যাজেট সঙ্গে রাখবেন না।

কতক্ষণ ঘুমাবেন?

প্রতিদিন রাত ও দুপুর মিলে সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। দুপুরে অল্প সময় হ'লেও ঘুমানোর অভ্যাস রাখা ভালো। তবে ঘুমের মূল সময় হওয়া উচিত রাত। সেজন্য সারা দিনে শারীরিক পরিশ্রমও প্রয়োজন। তাহ'লে একদিকে যেমন ক্যালরি পোড়ানো হবে, অন্যদিকে শরীর ক্লান্তও হবে। ফলে ভালো ঘুমও হবে। ঘুমের সময়কালের সাথে সাথে ঘুমের গুণগত মান ভালো হচ্ছে কি-না, সেটা নিশ্চিত করাও যরূরী।

অনেকের মধ্যে ধারণা কাজ করে যে, পাঁচ ঘণ্টারও কম সময় ঘুমানোই যথেষ্ট। কিন্তু ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ গবেষকরা বলেছেন যে, পাঁচ ঘণ্টারও কম সময় ঘুমানোকে স্বাস্থ্যকর বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে সেটা বরং স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর।

গবেষক ড. রেবেকা রবিন্স বলেন, 'দিনের পর দিন পাঁচ ঘণ্টা বা তারও কম সময় ঘুমানো যে স্বাস্থ্যের ভয়াবহ ঝুঁকি অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়, তার বহু প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে'। এর মধ্যে রয়েছে হৃদযন্ত্রজনিত বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি, যেমন হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং আয়ুষ্কাল কমে যাওয়া ইত্যাদি।

ঘুমের জন্য গ্রহণীয় ও বর্জনীয় খাবার

ঘুমের সমস্যার একটা কারণ হ'তে পারে প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাস। ভালো ঘুমের জন্য যেসব খাবার খাওয়া উচিত এবং যেগুলো উচিত নয়।

প্রয়োজনীয় খাবার :

মিষ্টি আলু : মিষ্টি আলুকে বলা হয়, ঘুমের মা। কারণ এতে আছে ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস, যা শরীরকে শান্ত করতে সহায়তা করে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে স্নায়ু ও মাংসপেশি শান্ত হওয়া যরূরী, যা মিষ্টি আলু অবলীলায় করে থাকে।

দুধ : ঘুমানোর আগে এক গাস দুধ হ'তে পারে বেশ উপকারী। দুধে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রিপটোফ্যান ঘুমের জন্য বেশ উপকারী।

ডিম : ঘুমের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন হ'ল 'ডি'। ভিটামিন ডির ঘাটতি থাকলে সহজে ঘুম আসে না। মস্তিষ্কের জিএবিএরজিক নিউরন ঘুমাতে সাহায্য করে। ডিমের ভিটামিন ডি ঠিক সেখানেই কাজ করে।

ফল ও বাদাম : আখরোট, কাঠবাদাম থেকে শুরু করে ফলমূল, শাকসবজি সবই ঘুমের জন্য বেশ উপকারী। আখরোট ও কাঠবাদামে রয়েছে ট্রিপটোফ্যান, যা স্নায়ু ও মাংসপেশিকে শান্ত করে। অন্যদিকে ফলমূল, সবজি ইত্যাদি ভিটামিনের জোগান দেয়, যা কি-না ঘুমে সাহায্য করে।

বর্জনীয় খাবার :

ক্যাফেইন জাতীয় পদার্থ : চা-কফির মত ক্যাফেইন জাতীয় পদার্থ ঘুমের অন্যতম বড় শত্রু। তাই সন্ধ্যার পর এসব থেকে দূরে থাকুন। কফি পান করলেও ঘুমের আট ঘণ্টা আগে করতে হবে। কারণ পান করার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত এর প্রভাব থাকে।

রাতে ভারী খাবার : রাতে ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত দুই থেকে তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার গ্রহণ করুন। রাতে ভালো ঘুমের জন্য অল্প খাওয়া উত্তম। রাতে যেহেতু কোন ভারী কাজ করা হয় না, তাই খাবার হযমও হয় না। ফলে তা পেটে থেকে যায়। আর ভরা পেটে ঘুম দ্রুত আসতে চায় না।

ঝাল জাতীয় খাবার : ঝাল জাতীয় খাবার খাদ্য হযমে অসুবিধা তৈরি করে। তাই রাতে ঝালযুক্ত খাবার যত কম রাখা যায়, তত ভালো।

অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার : অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার ঘুমের জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত চিনি শরীরে বাড়তি উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

সম্প্রীতির ডাক

-মুহাম্মাদ ইমরান হোসাইন
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

এসো বন্ধু এক হয়ে সব সুস্থ সমাজ করি গঠন
যে সমাজে থাকবে শুধু সম্প্রীতির বন্ধন।
যে সমাজে থাকবে না ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ
আলিঙ্গনে মাতবে সবাই ঘুঁচবে মনের বিষাদ।
যে সমাজে থাকবে না আর বউ-শাশুড়ির রেষ
সম্পর্ক হবে মা-মেয়ের মত পরিবার হবে বেশ।
যে সমাজে থাকবে না কোন ধর্মীয় বক্রতা
সবাই সবার বন্ধু হবে চিত্তে থাকবে একতা।
রাজনীতির যাতাকলে মরবে না আর কেহ
সবাই সবার অধিকার পাবে পাবে আদর-স্নেহ।
বন্ধু হয়ে বন্ধুর তরে করবে না কোন ক্ষতি
প্রয়োজনে বন্ধুর জন্যে রাখবে জীবন বাজি।
ঘৃণার প্রাচীর চূর্ণ করে ভালোবেসে সবে
গড়বে একটা প্রেমের ভুবন অশান্ত এই ভবে।
সাদা-কালো জাত-বেজাতের বেড়া উপড়ে ফেলে
দাঙ্গামুক্ত শান্ত মর্ত্য দেবে আগামীকে তুলে।
করবে বিরাজ এই ধরাতে শান্তি ও স্থিতি
নবরূপে আসবে ফিরে সমাজে সম্প্রীতি।

রবের ভয় করলে

-আব্দুল খালেক খান
তালা, সাতক্ষীরা।

যে হৃদয় রবের ভয়ে থাকে সচেতন
তাকে করবেন দান দু'টি উদ্যান।
যে উদ্যান বহু শাখা ও পত্র-পল্লবে ভরা
প্রবহমান প্রস্রবণ সেথা আছে দ্বি-ধারা।
উভয় উদ্যানে আছে ফলের আধার
দ্বি-রকম স্বাদ যবে করবে আহার।
সুসজ্জিত আসনে বসে পিঠে দিয়ে ঠেস
উদ্যানের ফলগুলি আছে কাছে বেশ।
সেথায় আছে বহু আনতনয়না রমণী
মানুষ ও জিন পূর্বে যাদের স্পর্শ করেনি।
পদ্মরাগ প্রকোষ্ঠ সম রূপের আধার
উত্তম কাজের তরে সেরা পুরস্কার।
এছাড়া করবেন দান দু'টি উদ্যান
ঘন সবুজে ভরা রবের অবদান।
উচ্ছলিত প্রস্রবণ সেথা থাকবে দ্বি-ধারা
ফলমূল খর্জুর আর আনারে ভরা।
সুশীলা সুন্দরীগণ থাকবে উদ্যানে
সুরক্ষিতা তাঁবুতে হূর থাকবে তব সনে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ
সহ-সুপার, চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসা, রূপসা, খুলনা।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে করেছি যোগদান
লক্ষ্য মোদের কায়েম করব অহীর বিধান।
শিরক-বিদ'আত আর জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করে
নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডা ধরব উঁচু করে।
রায়-ক্বিয়াস আর ফিরক্বাবন্দীর করব মূলোচ্ছেদ
থাকবে না আর মুসলিম জাতির কোন ভেদাভেদ।
কায়েম করব এক জামা'আত আর একই ইমারত
থাকবে না আর হানাহানি দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।
ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোরা হাতে মিলাবো হাত
জাহেলিয়াতের দুর্গগুলো করব ধূলিস্মাৎ।
ফিরে পাবে মানব জাতি আবার ন্যায়বিচার
প্রতিষ্ঠিত হবে ধরায় মানবাধিকার।
ধ্বংস হবে মানব তৈরী যত মতবাদ
চলবে ধরায় মহান আল্লাহ্‌র এক উলূহিয়াত।

ধন্য জীবন

-আব্দুল বারী
পণ্ডিতপুকুর, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

মোরা চাই আল্লাহ্‌র আশ্রয়, যেন শয়তান দূরে রয়
অনন্ত অসীম তিনি দয়ালু করুণাময়।
প্রাণের চেয়ে আল্লাহকে বাসতে হবে ভালো
আমলে ছালেহ করলে ক্বলবে জ্বলবে আলো।
জাহান্নামের চারপাশ অনেক লোভ-লালসায় ঘেরা
জান্নাতের পথে কঠিন পরীক্ষা সাবধান থাকব মোরা।
আল-কুরআনের ব্যাখ্যা যেন ছহীহ হাদীছ হয়
সঠিক পথের বদলে যেন ভ্রান্তি না করি ক্রয়।
কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে এসো জীবন গড়ি
সঠিক পথের সন্ধান পেতে ছহীহ হাদীছ পড়ি।
রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায় আমল করব আল্লাহ্‌র জন্য
তবেই আখেরাতে নাজাত পেয়ে জীবন হবে ধন্য।

নফস

-তহুরা পারভীন (তামান্না)
রামনগর, দিনাজপুর।

নফস তুমি শত্রু ভীষণ তোমায় পাই ভয়
জিহাদ করতে পারি যদি তাহ'লেই হবে জয়।
তব প্ররোচনায় পড়ে আমি করেছি যত পাপ
রবের কাছে এই পাপের জন্য কি দিব জবাব?
পাপগুলো যেন মাফ হয় কাল হাশরের মাঠে
এই ফরিয়াদ করি রব শুধুই তোমার কাছে।
আল্লাহ তুমি মহান রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়,
তোমার কাছে ক্ষমা চাই আমি সবসময়।
প্রবৃত্তির মোহে পড়ি না যেন সাহায্য করিও প্রভু
তোমার অসন্তুষ্টির কারণ আমি হ'তে চাই না কভু।

স্বদেশ

মানুষ বাজারে গিয়ে কাঁদছে, কারণ পকেটে টাকা নেই : শিল্প প্রতিমন্ত্রী

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেছেন, 'আমি অনেককে দেখেছি বাজার করতে গিয়ে কাঁদছেন। কারণ বাজারের যে অবস্থা তার পকেটে সে টাকা নেই। এটার একমাত্র কারণ সিণ্ডিকেট'। তিনি বলেন, 'অর্থনীতি ও বাজার দুই জায়গাতেই সিণ্ডিকেট তৈরি হয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ঝরে পড়ছেন এবং পণ্যের মূল্য বেড়ে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে'।

গত ১১ই মে একটি কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেভাবে সিণ্ডিকেট গড়ে উঠেছে, এই সিণ্ডিকেট যদি আমরা ধরতে না পারি, এই সিণ্ডিকেট যদি আমরা ভাঙতে না পারি, দেশের ১৭ কোটি মানুষের দুঃখ-কষ্ট যদি লাঘব না করতে পারি, তবে আমার মনে হয় আমাদের মতো লোকের মন্ত্রী থাকা উচিৎ নয়'। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। তারপরও দেশে যে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, ব্যবসার নামে আজ যে লুটপাট হচ্ছে, এগুলো সাংবাদিকদের আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে'।

তিনি আরো বলেন, আমাদের কিন্তু কোন কিছুর অভাব নেই। আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারপরও সিণ্ডিকেটের কারণে দেশের এই অবস্থা বিরাজ করছে'।

তিনি বলেন, 'সুগার মিলগুলোতে লুটপাট হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। মিলগুলো যদি আমরা নিয়মমাফিক চালাতে পারতাম, তবে বাজারে চিনির দাম এত বাড়ত না'।

[মন্ত্রীর সরল স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু তার অসহায়ত্ব কেবল করুণার উদ্রেক করে। দলীয় সরকার যে কখনো নিরপেক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে পারেনা, এটি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অতএব দলকে নয় আল্লাহকে ভয় করুন। পরকালীন জওয়াবদিহির কথা ভাবুন। কঠোর হস্তে দুর্নীতিবাজদের দমন করুন! (স.স)]

বিদেশ

করোনায় এ পর্যন্ত আক্রান্ত প্রায় ৬৮ কোটি ৭০ লাখ এবং মৃতের সংখ্যা ৬৮ লাখ ৫০ হাযার মানুষ

বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮ কোটি ৭০ লাখের কাছাকাছি পৌঁছেছে। আর মৃতের সংখ্যা ৬৮ লাখ ৫০ হাযার ছাড়িয়েছে। এসময় সুস্থ হয়েছে ৬৫ কোটি ৮৭ লাখ-এর কাছাকাছি। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। মোট আক্রান্ত ১০ কোটি ৬৫ লাখ ১১ হাযার ৭৩৮ জন এবং মোট মৃত্যু হয়েছে সাড়ে ১১ লাখের কিছু বেশী জনের। এরপর আছে ব্রাজিল, যেখানে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৭ লাখের কিছু বেশী।

তালিকায় আক্রান্তে দ্বিতীয় ও মৃত্যুতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ। মৃত্যু হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষের। ফ্রান্সে আক্রান্ত হয়েছে ৪ কোটি এবং মৃত্যু হয়েছে এক লাখ ৬৬ হাযার মানুষের। এছাড়া জার্মানীতে মারা গেছে ১ লাখ ৭২ হাযার মানুষ।

বাংলাদেশী কর্মচারীর বিবাহ অনুষ্ঠানে ছুটে এলেন সঊদী চাকরিদাতা, জানালেন অনুভূতি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য বাংলাদেশী প্রবাসীর বসবাস। ভাল জীবিকার তাকীদে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে পাড়ি জমান তারা। সেই সঙ্গে কেউ কেউ সততা দিয়ে জয় করেছেন বিদেশীদের মন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সঊদী আরবেও বড় সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর বসবাস। সেখানে এক বাংলাদেশী শ্রমিকের সততা, বিনয় ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়েছেন তার সঊদী চাকরিদাতা। তার বিশ্বাস ও বিনয়কে মূল্যায়ন করতে ঐ কর্মচারীর বিয়েতে অংশ নিতে ছুটে এসেছেন বাংলাদেশে।

প্রতিবেদনে নিজের বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন ছালেহ আল-সেনাইদী নামক সেই সঊদী। তিনি বলেছেন, 'তাকে আমি পাঁচ বছর ধরে চিনি। তার সততা ও বিনয়ের জন্য এবং আমার প্রতিষ্ঠানের সম্মান বজায় রাখার জন্য তার ওপর আমি অনেক বেশী নির্ভরশীল'। বিবাহে অংশ নিয়ে বাংলাদেশীদের আথিতেয়তায় মুগ্ধ এই চাকরিদাতা বলেন, আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান আমাকে অভিভূত করেছে, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়'।

তার মত অন্যান্য সঊদীদের প্রতি বিনীত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশীরা আপনাদের ভাই। তাই তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হীন দৃষ্টিতে দেখবেন না। আপনাদের মতো তারাও মানুষ। পরিবেশগত কারণে তারা নিজ দেশ ছেড়ে অন্যদেশে এসেছেন'।

[আল্লাহভীরু ও আমানতদার মুমিন সর্বত্র প্রশংসিত ও সম্মানিত হয়। 'কিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে মুমিনের সচ্চরিত্রতা' (তিরমিযী হা/২০০২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৫০৮১; (স.স.)]

ইহূদীবাদী ইস্রাঈলী সেনাদের আত্মহত্যার মিছিল!

ইস্রাঈলী সেনাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। দেশটির সরকারী টেলিভিশন চ্যানেল 'কান' এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে এই আত্মহত্যার ঘটনাকে দেশটির সেনাবাহিনীর চীফ অফ জেনারেল স্টাফ হারজি হালেভি সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বিপজ্জনক এবং ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেছেন।

সেনাবাহিনীর তথ্য অনুসারে, গত বছর ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় ৪৪ জন সেনা আত্মহত্যা করেছে। আগের বছরের তুলনায় এ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে।

গত মাসে দেশটির একজন শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা একটি উঁচু ভবন থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে বলা হয়েছে যে, অজ্ঞাতনামা ঐ লেফটেন্যান্ট ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তার জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্যালেস্টাইন টুডে নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন অনুসারে, আত্মহত্যা এখন ইস্রাঈলী সেনাবাহিনীর মৃত্যুর প্রধান কারণ। কোন যুদ্ধে না জড়িয়েও এভাবেই জায়নবাদী সেনারা অধিকহারে মারা যাচ্ছে।

[অন্যায়ভাবে নিরাপরাধ ফিলিস্তিনীদের হত্যা কেউ সমর্থন করতে পারে না। তাই নিজ বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে ইহূদী সেনারা আত্মহত্যা করছে। যেমন আত্মহত্যা করছে ইরাক ও আফগানিস্তান ধ্বংসকারী আমেরিকান সেনারা। এতে অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে (স.স.)]

মসজিদে গেলেন ছালাত বন্ধ করতে, ফিরে এলেন ইসলাম গ্রহণ করে

অস্ট্রেলিয়ার একটি মসজিদে চলছিল ঈদের জামা'আতের আয়োজন। মসজিদভর্তি মুছল্লী। সবাই পবিত্র ঈদুল ফিৎরের শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত। কেউ স্বজনদের সাথে কোলাকুলি করছেন, কেউ গল্প করছেন। এমন সময় ঘটে গেল ভিন্ন এক ঘটনা।

ঈদের দিনে এমন শোরগোলে বিরক্ত হয়ে অভিযোগ দিতে মসজিদেই হাযির হন ব্রেইন নামের এক অস্ট্রেলিয়ান বৃদ্ধ। খুব বিরক্ত হয়ে যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন প্রত্যক্ষ করলেন এক অন্যরকম দৃশ্য। কিছু সময় দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখলেন আর নিজের মনের কাছে প্রশ্ন রাখলেন- এমন মিলনমেলা তো কত বছর যাবৎ দেখেননি। তার বয়সের মানুষগুলোর প্রতি মমতা দেখে তিনি আবেগাপ্লুত হ'লেন। প্রশান্তিতে ভরে উঠলো তার অন্তর। সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হ'লেন ছালাতের দৃশ্য দেখে। একসঙ্গে এত মানুষ এক কাতারে কিভাবে শামিল হ'লেন! সেই প্রশ্নেই তিনি ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হ'লেন বেশী।

এর কারণ জানতে মসজিদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসলেন। ঘুরে ঘুরে উপস্থিত সবার সাথে কথা বললেন। এর মধ্যে কয়েকজন তাকে 'পিতা' বলেও সম্বোধন করলেন। মিষ্টি মুখ করানো হ'ল তাকে। সবমিলিয়ে তাদের আচরণে এতটাই মুগ্ধ হ'লেন যে, আনন্দে কেঁদে ফেললেন তিনি। বললেন, 'কতদিন পর এতো মানুষের সঙ্গে একত্রিত হ'তে পেরেছি। একা একা বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে থাকতে মনে হ'ত মরে গেলেই তো ভালো হ'ত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও কিছুদিন বাঁচা উচিত।

হঠাৎ করে তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে পড়ে নিলেন কালেমায়ে শাহাদত 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তার সঙ্গে সঙ্গে সবাই পড়লেন সেই মহান বাণী।

গত ২২শে এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যের উপকূলীয় গোল্ড কোস্ট শহরে এই অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়।

[সৃষ্টিসেরা মানুষ স্বভাবগতভাবেই আল্লাহ্র প্রতি অনুগত। 'আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান' এই মানবীয় দর্শন কেবল ইসলামেই রয়েছে। ঈদায়েনের ছালাতে তার বাস্তব নিদর্শন দেখা যায়। স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বৃদ্ধাশ্রমে থাকা উক্ত অমুসলিম বৃদ্ধ ইসলামের এই মানবীয় দৃষ্টান্ত দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং আল্লাহ তাকে তাওহীদের পথ প্রদর্শন করেছেন, এজন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি (স. স.)]

ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত আবহে ইংল্যাণ্ড সহ ১৫টি দেশের রাজা হিসাবে শপথ নিলেন তৃতীয় চার্লস

যুক্তরাজ্যের রাজপরিবারে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। গত ৬ই মে শনিবার ৭০ বছর ধরে ব্রিটেনের রাজমুকুটের উত্তরাধিকারী হিসাবে জীবন কাটিয়ে অবশেষে ৪০তম রাজা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তৃতীয় চার্লস। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে হাত রেখে শপথ গ্রহণের পর তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি সিংহাসনে বসেন।

ব্রিটেনের প্রধান খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ক্যান্টারবুরি ও ইয়র্কের আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবি রাজার মাথায় সেইন্ট এডওয়ার্ড মুকুট পরিয়ে দেন। এ সময় তিনি বলেন, God save the king 'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন'। উপস্থিত সকলে একই প্রার্থনা করেন।

মুকুট পরিয়ে দেওয়ার পর শুরু হয় সিংহাসনে আরোহণের পর্ব। আর্চবিশপ ও তাঁদের সহকারীরা রাজাকে সিংহাসনে বসান। অতঃপর তাঁর হাতে ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্বকারী সার্বভৌম রাজদণ্ড ও গোলক প্রদান করা হয়। এসময় রাজাকে আর্চবিশপ বলেন, নতুন রাজা যেন তাঁর শাসনকালে আইনের শাসন ও চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা সমুন্নত রাখেন।

অতঃপর চার্লস পবিত্র গসপেলে হাত রেখে শপথ নেন। এ সময় তিনি আইনের শাসন ও চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়া একজন 'একনিষ্ঠ প্রোটেস্ট্যান্ট' হিসাবে দ্বিতীয় শপথও নেন রাজা তৃতীয় চার্লস। শপথের পর ক্যান্টারবুরির আর্চবিশপ রাজার শরীরে পবিত্র তেল লেপন করেন।

অভিষেক শেষে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে ছেড়ে বাকিংহাম প্যালেসে ফিরে যান রাজা চার্লস ও রাণী ক্যামিলা। এসময় তারা এক মাইল শোভাযাত্রায় অংশ নেন। যাতে ৩৯টি দেশের মোট ৪ হাযার সেনা সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

রাজা চার্লসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে বিশ্বের প্রায় ১০০ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও ২০৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সহ দেশ-বিদেশের প্রায় আড়াই হাযার গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এবারই প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট নন এমন খৃস্টানদের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানে ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে চার্লস যুক্তরাজ্য এবং আরও ১৫টি দেশের রাজা হলেন।

[গণতন্ত্রের লালনভূমি বলে পরিচিত ইংল্যাণ্ড ও তার অধীনস্ত কমনওয়েল্থ দেশগুলির এই 'রাজা' পোষণ বেমানান নয় কি? তবুও ধন্যবাদ। এর মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত থাকে। যেভাবে ইসলামী খেলাফতে নিশ্চিত থাকে। আরেকটি বিষয় শিক্ষণীয় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও তাদের রাজা তাদের ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ নিচ্ছেন এবং সবাই তার জন্য দো'আ করছেন। বাংলাদেশের কথিত গণতন্ত্রীরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি? (স.স.)]

মুসলিম জাহান

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সমীকরণ : অভিভাবকসূলভ ভূমিকায় সঊদী আরব

সঊদী আরব থেকে নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন যুদ্ধকবলিত সুদান থেকে উদ্ধার হওয়া ইরানীরা। বিমানে যার যার আসনে বসে আছেন সবাই। তখনই সেখানে হাযির সঊদী আরবের এক শীর্ষ কমাণ্ডার। বিমানে থাকা ইরানীদের উষ্ণ বিদায় জানালেন তিনি। শোনালেন ভ্রাতৃত্বের কথা। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৯শে এপ্রিল জেদ্দায়। সঊদী পশ্চিমাঞ্চলীয় আঞ্চলিক কমাণ্ডার মেজর জেনারেল আহমাদ আদ-দাবাইসের সঙ্গে ছিলেন সঊদীতে ইরানী উপরাষ্ট্রদূত হাসান জারাঙ্গার। এসময় আহমাদ আদ-দাবাইস বলেন, 'এটা এখন আপনাদের দেশ। যদি সঊদীতে কিছু প্রয়োজন পড়ে, আপনাদের স্বাগতম। কোন শঙ্কা নেই।

এর আগে সুদান থেকে ৬৫ জন ইরানীকে উদ্ধার করা হয়েছিল। লোহিত সাগরের তীরবর্তী শহর জেদ্দায় ফুলের তোড়া দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে সঊদী সামরিক বাহিনী।

বিমানে দাবাইস বলেন, ইরানী উদ্বাস্তুদের সসম্মানে আশ্রয় দিতে নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং বাদশাহ ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান।

সেদিন ইরানীদের প্রতি সঊদীরা যে উষ্ণ আন্তরিকতা দেখিয়েছেন, মাস কয়েক আগেও তা ছিল অকল্পনীয়। তারা ছিল তখন পরস্পরের শত্রু দেশ। আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে দু'দেশের মধ্যকার তিক্ততা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে তারা মধ্যপ্রাচ্যে কয়েকটি ছায়াযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যাতে ব্যাপক প্রাণহানি, রক্তক্ষয় ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটেছে। কিন্তু সাত বছরের বৈরী সম্পর্ক চীনের মধ্যস্থতায় মিটিয়ে ফেলেছে তারা। এমনকি অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পরের রাজধানীতে দূতাবাস খুলবে দেশ দু'টি।

এতদিন যে দেশটি চলেছে আমেরিকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সেই দেশটিই যেন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আপন স্বকীয়তায়। যুক্তরাষ্ট্রের বলয় থেকে বের হয়ে উপসাগরীয় প্রতিবেশীদের নিয়ে নতুন বলয় গড়ার চেষ্টা করছে দেশটি। এক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে রয়েছে চীন ও রাশিয়ার মতো পরাশক্তি। সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের তালিকায় যোগ হয়েছে কাতার ও বাহরাইন। গত ১২ই এপ্রিল কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে দেশ দু'টি।

সবকিছু মিলিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আগের যুদ্ধংদেহী অবস্থান থেকে সরে এসেছে সঊদী আরব। দেশটি তার বৈশ্বিক ভাবমর্যাদা নতুন করে গড়তে চায়। সাবেক শত্রুদের সঙ্গে একে একে ঝগড়া মিটিয়ে নিচ্ছে রিয়াদ। ফলে একাট্টা মুসলিম বিশ্বের স্বপ্ন যেখানে ছিল অধরা, সেখানে ইরানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি, সিরিয়ার সঙ্গে সমঝোতা ও ইয়ামনে যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিয়ে বাদশাহ সালমানের পদক্ষেপগুলো হচ্ছে প্রশংসিত।

কেবল দ্বন্দ্বের অবসানই না, শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা রাখতে চায় সঊদী আরব। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সেই সংকল্পের কথা জানিয়েছে দেশটি। গেল এক দশকেরও অধিক সময় ধরে সঊদী পররাষ্ট্রনীতি ছিল দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময়। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সঊদীর পরিচয় ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশ হিসাবে। এ সময়ে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেও দেখা গেছে রিয়াদকে।

সঊদীর সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে নতুন এক পররাষ্ট্রনীতির দেখা মিলছে। এজন্য মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করতে কূটনৈতিক তৎপরতাও বাড়িয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশটি। যেমন উত্তরপূর্ব আফ্রিকার দেশ সুদানে দুই জেনারেলের অনুগত বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলছে। উভয় জেনারেলই দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সংঘাতে এখন পর্যন্ত কয়েক হাযার মানুষ হতাহত হয়েছেন। বহু মানুষকে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। সংঘাত কবলিত এই দেশটিতে সঊদী আরবের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক তৎপরতা চোখে পড়ার মতো।

যুক্তরাষ্ট্রে সঊদী দূতাবাসের মুখপাত্র ফাহাদ নাযর বলেন, সংকট কাটিয়ে উঠতে যা যা করা দরকার, আমরা তার সবই করছি। আমরা সেই চেষ্টায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছি।

সঊদী বিশ্লেষক আলী শিহাবী বলেন, সুদানে তৎপরতার মধ্য দিয়ে লোহিত সাগর ঘিরে সঊদী আরবের যে সুযোগ রয়েছে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় তা কাজে লাগাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য পথ করে দিচ্ছে রিয়াদ। এতে বিশ্বে সঊদী আরবের ভাবমর্যাদা বেড়ে যাবে। এখন থেকে সঊদীকে ভিন্নভাবে চিনতে পারবে বিশ্ববাসী।

পাশাপাশি তুরস্ক ও সিরীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের পথে হাঁটছে রিয়াদ। বৈশ্বিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়া সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে সুযোগ করে দিচ্ছে আরব বিশ্বের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার। এক দশক আগে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হ'লে আসাদ সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল সঊদীসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। ইতিমধ্যে সিরিয়া আরব লীগের সদস্যপদ লাভ করেছে এবং রিয়াদে তাদের দূতাবাস খুলেছে।

সঊদী আরবের মধ্যস্থতার চেষ্টা কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। গত বছর রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বন্দী বিনিময়ে ভূমিকা রেখেছে তারা। এতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দুই সেনা ও পাঁচ ব্রিটিশ নাগরিকসহ অন্তত ১০ জন মুক্তি পেয়েছে। এছাড়া রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বন্দী বিনিময়েও মধ্যস্থতা করেছে তারা। এভাবে আঞ্চলিক সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তির বাহক হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে যাচ্ছে সঊদী আরব।

[মক্কা পৃথিবীর নাভীস্থল এবং মানব জাতির ঐক্য কেন্দ্র। বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীযের মাধ্যমে ১৩৪৩ হিজরীতে কাবাগৃহের চারপাশে চার মাযহাবের চার মুছাল্লা ভেঙ্গে বিশ্ব মুসলিমকে একক ইব্রাহীমী মুছাল্লায় ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে। অতএব হারামায়েন শরীফায়েন-এর হেফাযতকারী হিসাবে সঊদী আরবকেই নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হবে। আমরা সঊদী আরবের বর্তমান অভিভাবক সুলভ নেতৃত্ব সফলতার সাথে অব্যাহত থাকুক, সেই প্রার্থনা করি। (স.স)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যাপ্টেন-ক্রু ছাড়াই চলবে জাহায

নরওয়ের দক্ষিণে ফ্রায়ার ফিয়র্ড নামে সাগরের সাথে যুক্ত দীর্ঘ এবং গভীর নৌপথ দিয়ে এগিয়ে চলা ইয়ারা বার্কল্যাণ্ড নামের কন্টেইনার-বাহী জাহাযটিকে বাইরে থেকে দেখে অস্বাভাবিক কিছুই মনে হবে না। কিন্তু এই জাহাযটিকে নিয়ে এখন এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, যা ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক জাহাযে করে পণ্য পরিবহনের চরিত্র বদলে দিতে পারে।

এ বছরের শেষ নাগাদ ইয়ারা বার্কল্যাণ্ডে মাত্র দু'জন ক্রু থাকবে এবং সবকিছু যদি পরিকল্পনামত এগোয় তাহ'লে দু'বছরের মধ্যে জাহাযটি চলবে কোনও ক্রু ছাড়াই কেবল সেন্সর, রাডার এবং ক্যামেরার সাহায্যে। এগুলো থেকে পাওয়া ডাটা থেকে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) পানিতে চলার পথে নানা বাধা-বিপত্তি শনাক্ত করবে এবং সেমত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবে।

প্রকল্প সফল হ'লে জাহাযটির ক্যাপ্টেন ওডেগার্ড-এর কাজ তখন জাহাযের বদলে হবে ডাঙ্গায়, প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে থাকা একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। ঐ কক্ষ থেকে একসাথে অনেকগুলো জাহাযের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সেখানে বসেই প্রয়োজনে জাহাযের গতি এবং পথ বদল করা সম্ভব হবে। ইয়ারা বার্কল্যাণ্ড জাহাযের মালিক নরওয়ের সার উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ইয়ারা প্রকল্পে প্রযুক্তি সরবরাহ করছে কোঙ্গবার্গ নামে একটি কোম্পানি। যারা ইতিমধ্যেই ছোট আকৃতির স্বচালিত ডুবো যান (এইউভি) তৈরি করছে। যেগুলো সাধারণত সাগরে জ্বালানি সন্ধানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

[৮০ কি.মি. দূরের একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে যদি জাহায সমূহের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহ'লে মহান আরশ থেকে আল্লাহ কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুকে পরিচালনা করতে সক্ষম নন? (স.স.)]

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ধ্বংস করা হবে যেভাবে

প্রায় ২৫ বছর যাবৎ মহাকাশে নভোচারীদের আবাসস্থল হিসাবে কাজ করছে মনুষ্য নির্মিত বিস্ময়যান আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন বা আইএসএস। তখন থেকেই এটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু তার এখন বিদায় নেবার সময় হয়েছে। তাই আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে এটিকে কক্ষপথ থেকে ছাড়িয়ে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ধ্বংস করে ফেলার পরিকল্পনা করছে 'নাসা'। এর সাথেই শেষ হবে মানবজাতির মহত্তম প্রকল্পগুলোর অন্যতম মহাকাশ স্টেশনের জীবনকাল।

ফুটবল মাঠের সমান বড় প্রায় সাড়ে ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এই আইএসএস মহাশূন্যে মানুষের তৈরি বৃহত্তম কাঠামো। যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সালে রাশিয়ার তৈরি জারিয়া মডিউল দিয়ে। বর্তমানে এতে আছে ১৫টি মডিউল। বিশাল ধাতব ফ্রেমের ওপর বসানো রয়েছে অতিকায় সৌরশক্তির প্যানেল। এতে পালা করে নিয়মিত থাকেন সাতজন ক্রু। স্টেশনটিতে প্রথম নভোচারীরা থাকতে আসেন ২০০০ সালে। তার পর থেকে এপর্যন্ত ২০টি দেশের আড়াইশ'রও বেশী নভোচারী এখানে এসে থেকেছেন। এটি ঘন্টায় ১৭,১০০ মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এখান থেকে নভোচারীরা প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে পারেন।

আইএসএসকে পরিত্যক্ত করার চিন্তা আগেও হয়েছে, কিন্তু তারপর আবার বেশ কয়েক দফায় তার জীবনকাল বাড়ানো হয়েছে। তবে এখন অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই একমত যে ২০৩০ সালের পর এটাকে ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।

তবে এটা নামিয়ে আনা এক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। কারণ ৪০০ টন ওযনের একটা ভারী বস্তু আকাশ থেকে নামিয়ে আনা কোন সহজ ব্যাপার নয়। এটি নামিয়ে আনার জন্য 'নাসা' ১০০ কোটি ডলার ব্যয়ে একটি 'স্পেস টাগ' মহাকাশযান বানাতে চায়। যা স্পেস স্টেশনটিকে কক্ষপথ থেকে ঠেলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিয়ে আসবে। তারপর নিরাপদে সাগরে আছড়ে ফেলবে। এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন হবে ৫ বছর ধরে।

অবশ্য আইএসএসের এক বিরাট অংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যতটুকু অবশিষ্ট থাকবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সেগুলো এসে পড়বে নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে অবস্থিত 'পয়েন্ট নেমো' নামে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি বিস্তীর্ণ এলাকায়। যা প্রায় ৬,০০০ কি.মি. দীর্ঘ এবং বেশ কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত। এ জায়গাটিকে প্রায়ই মহাকাশযানের 'কবরখানা' হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মানুষের মহাশূন্য অভিযানের এক অসাধারণ কীর্তির নাটকীয় সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে হয়তো এভাবেই।

[আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ রয়েছে' (১৯০)। 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও! (আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)। উক্ত আয়াতের গুরুত্ব বিবেচনা করে একবার তাহাজ্জুদের সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে রাসূল (ছাঃ) এটি পাঠ করেন (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১৯৫)। আমরা মহাকাশ বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানাবো উক্ত আয়াতদ্বয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য এবং ইসলাম কবুল করার জন্য (স.স.)]

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭১৫ ৭৬০৩৪৩

নিজস্ব মৌচাক থেকে সংগ্রহকৃত মধু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং দেশী কালোজিরা থেকে সংগ্রহকৃত কালোজিরার তেল খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দেশের প্রতিটি বেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ : সেফ সতেজ, সেফ সতেজ সুপার মার্কেট সারদা বাজার, চারঘাট, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭২ ৮০৩৫৩৮, ০১৭১৭ ৮৮০২৮৮।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ঈদুল ফিতরের পরে আমীরে জামা'আতের দাওয়াতী সফর

১. রাজশাহী-পশ্চিম ২৩শে এপ্রিল রবিবার : পবিত্র ঈদুল ফিতরের পরে সপ্তাহকালীন ছুটিকে দাওয়াতী সফরে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে ঈদের পরদিন রবিবার মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রাজশাহী-পশ্চিম যেলার গোদাগাড়ী ও মোহনপুর উপযেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। রাজশাহী-সদর যেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার নেতৃত্বে মহানগরের কর্মী সালমান ফারেসী-এর নিজস্ব প্রাইভেট কার ও ১টি ভাড়া করা হাইয়েস যোগে নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে তিনি বেলা ১১টায় নওদাপাড়া মারকায থেকে রওয়ানা হন। এসময় আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আমীরে জামা'আতের তিন পুত্র হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও মারকাযের হেফয বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। এতদ্ব্যতীত 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আল-'আওন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, আন্দোলন-এর সুধী ও স্থানীয় ব্যবসায়ী যিয়ারত আলী প্রমুখ।

অতঃপর গোদাগাড়ী উপযেলার দরগাপাড়া, সেরাপাড়া মাদ্রাসা, ঝিনা উত্তরপাড়া, ডাকনীপাড়া মাসাকা গার্ডেন, খানপুর-মহব্বতপুর ডিগ্রী কলেজ ময়দান, খানপুর-দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদে প্রোগ্রাম সেরে রাত ১০-টায় তিনি মারকাযে ফিরে আসেন। বিস্তারিত নিম্নরূপ :

(১) দরগাপাড়া : মারকায থেকে রওয়ানা হয়ে গোদাগাড়ী উপযেলার চব্বিশনগরে পৌঁছলে রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও সেক্রেটারী অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইনের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক মোটর সাইকেল যোগে কর্মীরা আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর কাকনহাট রেল স্টেশনের অনতিদূরে বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের মধ্যে পথিপার্শ্বস্থ দরগাপাড়া আমবাগানে তিনি অর্ধশতাধিক হোণ্ডা মিছিলকে একত্রিত করে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি ফল-ফসলে ভরা সবুজ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলকে আল্লাহ্র অপার নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আজকের এই সবুজ ধান ক্ষেত দু' দিন পরেই শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হবে। মানুষের যৌবনোচ্ছল জীবন একদিন বার্ধক্যে শেষ হয়ে কবরে নিশ্চিহ্ন হবে। মৃত ধান বীজ থেকে যেমন বৃষ্টির পরশে নতুন ধান গাছ জন্মে, মানুষ তেমনি ক্বিয়ামতের দিন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করবে এবং আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির জন্য একত্রিত হবে।

(২) সেরাপাড়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, কাকনহাট, গোদাগাড়ী : দরগাপাড়া আমবাগান থেকে হোণ্ডা শোভাযাত্রাসহ বেলা ১২-টায় আমীরে জামা'আত হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর অধিভুক্ত চলতি বছরের জানুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত *কাকনহাট সেরাপাড়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায়* পৌঁছেন। এসময় এলাকাবাসী ও কর্মীদের স্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। আমীরে জামা'আত আমবাগান বেষ্টিত নিরিবিলি গ্রামীণ পরিবেশে টিনশেড মাদ্রাসা ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। অতঃপর অফিস কক্ষে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি, শিক্ষকবৃন্দ এবং অভিভাবক ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

এখানে হোণ্ডা মিছিল নিয়ে যোগদান করেন পার্শ্ববর্তী চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ইয়াসীন আলী, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক সনীরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক তাওহীদুল ইসলাম, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমানসহ ১৫জন নেতা-কর্মী।

(৩) ঝিনা-উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গোদাগাড়ী : সেরাপাড়া মাদ্রাসা থেকে রওয়ানা হয়ে হোণ্ডা শোভাযাত্রাসহ আমীরে জামা'আত বেলা ১-টায় ঝিনা-উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। সেখানে যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তিনি সেখানে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছরসহ আদায় করেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষমান কর্মী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি অত্রাঞ্চলের প্রবীণ আহলেহাদীছদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যাত্রা শুরু হ'লে রাজশাহী অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানেই সর্বপ্রথম শাখা গঠিত হয়। পরে সেটি 'ঝিনা সাংগঠনিক যেলা' হিসাবে গণ্য হয়। সে সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঝিনার মুসলিম ভাই ও পার্শ্ববর্তী উপরবিল্লীর মৃত আব্দুল খালেক মাষ্টার। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুসলিম ভাই ও নযরুল ইসলামকে পেয়ে আপ্লুত হন এবং মৃত আব্দুল খালেক মাষ্টার ও অন্যান্য কর্মীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, এখানকার কর্মী যীনাত আলী আমাদের 'শিরক হইতে বাঁচুন!' পুস্তিকাটি কাব্যাকারে লেখেন ও প্রকাশ করেন। এখানকার কর্মী মমতাজ আলী খান-এর বহু কবিতা মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশিত হয়। মৃত আব্দুল খালেক মাষ্টারের বড় ছেলেকে তিনি উপদেশ দেন ও তার আম্মা ও পরিবারের খোঁজ-খবর নেন।

(৪) ডাকনীপাড়া 'মাসাকা গার্ডেন' গোদাগাড়ী : ঝিনাতে অনুষ্ঠান শেষ করে আমীরে জামা'আত তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে প্রায় ৪ কি.মি. দূরবর্তী ডাকনীপাড়ায় 'মাসাকা গার্ডেনে' যাত্রা বিরতি করেন। রাজশাহী-পশ্চিম যেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে সেখানে দুপুরের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শতাধিক কর্মী ও সুধী সেখানে দুপুরের

খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর সমবেত কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত সংক্ষিপ্ত নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন। রাজশাহী-সদর যেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার পরিচালনায় এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

(৫) খানপুর-মহব্বতপুর ডিগ্রী কলেজ ময়দান, মোহনপুর : ডাকনীপাড়ায় যাত্রাবিরতি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনাসভা শেষ করে আমীরে জামা'আত মোহনপুর উপযেলার খানপুর-দক্ষিণপাড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যাত্রা পথে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় তিনি খানপুর-মহব্বতপুর ডিগ্রী কলেজ ময়দানে পৌঁছেন। এসময় তিনি কলেজ ময়দানে খোলা আকাশের নীচে সমবেত এলাকাবাসী এবং উপস্থিত ফুটবল খেলোয়াড় ও তরুণদের উদ্দেশ্যে নছীহতপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি সকলকে ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার মোহজাল ছিন্ন করে চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি পার্শ্ববর্তী পানের বরজে প্রবেশ করেন ও দেশ বিখ্যাত এই উপযেলার পান চাষের অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

(৬) খানপুর-দক্ষিণপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মোহনপুর : কলেজ ময়দান থেকে অনুষ্ঠান শেষে করে আমীরে জামা'আত অত্র মসজিদে এসে মাগরিবের ছালাত আদায় করেন। আমীরে জামা'আতের আগমন উপলক্ষে বাদ আছর থেকে এখানে সুধী সমাবেশ চলছিল। অতঃপর তিনি মসজিদ ভর্তি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ পেশ করেন। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মীনারুল ইসলাম, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'যুবসংঘ' তানোর উপযেলার সভাপতি আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে খানপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল খালেকের বাসায় রাতের খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর দিনব্যাপী দাওয়াতী সফর শেষে রাত ১০-টায় তিনি মারকাযে ফিরে আসেন।

২. নাটোর ২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য ২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার মুহতারাম আমীরে জামা'আত নাটোর যেলার ৭টি এলাকায় দাওয়াতী সফর করেন। রাজশাহী-সদর যেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার নেতৃত্বে মহানগরের কর্মী সালমান ফারেসী-এর নিজস্ব প্রাইভেট কার ও ১টি ভাড়া করা প্রাইভেট কার ও হাইয়েস যোগে ১৮জন সফরসঙ্গী নিয়ে তিনি বেলা সাড়ে ৯-টায় নওদাপাড়া মারকায থেকে রওয়ানা হন। নাটোর-সদর উপযেলার বালিয়াডাঙ্গা, হয়বতপুর, হালসা; নলডাঙ্গা উপযেলার শাঁখারীপাড়া এবং গুরুদাসপুর উপযেলার মহারাজপুর ও মুক্তবাজার প্রভৃতি স্থানে দিনব্যাপী বিরামহীন সফর শেষে রাত সোয়া ১২-টায় তিনি মারকাযে ফিরে আসেন।

এই সফরে রাজশাহী থেকে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম, 'স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা' আল-'আওন-এর সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, পবা-পূর্ব উপযেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, কেন্দ্রীয় আইটি বিভাগে কর্মরত জিএম ওয়ালিউল্লাহ, আব্দুল্লাহিল কাফী প্রমুখ। এছাড়া পুঠিয়া থেকে যোগ দেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম ও পুঠিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান। বিস্তারিত নিম্নরূপ :

(১) বালিয়াডাঙ্গা, নাটোর-সদর : রাজশাহী থেকে রওয়ানা হয়ে পুঠিয়া উপযেলার ঝলমলিয়া পৌঁছলে নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর নেতৃত্বে বিভিন্ন পর্যায়ে শতাধিক মোটরসাইকেল যোগে নেতা-কর্মী আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানান। সেখান থেকে হোণ্ডা শোভাযাত্রাসহ তারা সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। অতঃপর সেখানে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত দিকনির্দেশনা পূর্ণ ভাষণ পেশ করেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রামের আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণকারী কয়েকজন যুবককে গ্রামের মসজিদের ইমাম ও কতিপয় মুছল্লী কর্তৃক অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হন এবং তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। ফলে ২০১৩ সালে নিজেদের দানকৃত জায়গায় টিন দিয়ে উক্ত মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ২০১৪ সালের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে স্থানীয় জনপ্রিতিনিধির নেতৃত্বে ও মাযহাবী আলেমদের উস্কানীতে উত্তেজিত জনতা অত্র মসজিদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় ও মসজিদটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। মসজিদের কার্পেট, কুরআন মাজীদ ও হাদীছের কিতাব সমূহ তাদের হিংস্রতার কবল থেকে রক্ষা পায়নি। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়। ফলে ১২ই অক্টোবর রবিবার সকালে নাটোর-সদর উপযেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্জ রমাযান আলীর মধ্যস্থতায় কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই আপোষ মীমাংসা হয়। অতঃপর পার্শ্ববর্তী ফাঁকা জায়গায় পুনরায় টিন দিয়ে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। অতঃপর গত বছর ২০২২ সালে মসজিদটি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই-এর মাধ্যমে জনৈকা সঊদী দাতার অর্থায়নে তিন তলা ভিত দিয়ে এক তলা নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে পুরা ঘটনা বিবৃত করে বক্তব্য

রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

উল্লেখ্য যে, বালিয়াডাঙ্গা থেকে রওয়ানা হয়ে আমীরে জামা'আত নাটোর শহর থেকে ৩ কি.মি. দূরে ১২০ বিঘা জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী, যা বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলের গভর্ণমেন্টস হাউস বা 'উত্তরা গণভবন' নামে পরিচিত, তা পরিদর্শনের জন্য সেখানে গমন করেন। আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে গণভবন ঘুরে দেখেন। উল্লেখ্য, মূল প্যালেস বা রাজার দরবার হল ও বাসভবনে সাধারণ দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ডিসি বা এনডিসির অনুমতি ব্যতীত কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। আমীরে জামা'আতের আগমনের সংবাদ এনডিসিকে জানানো হ'লে তিনি আমীরে জামা'আতের সাথে মোবাইলে কথা বলেন এবং সীমিত সংখ্যক সাথী নিয়ে মূল প্যালেস দেখার অনুমতি দেন এবং দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত কর্মকর্তা মূল ফটক খুলে দরবার হল সহ প্রত্যেকটি কক্ষ, আসবাবপত্র, ভবন নির্মাণশৈলী, বাগানবাড়ী সবকিছু আমীরে জামা'আতকে দেখান এবং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন।

উল্লেখ্য যে, ১৭৩৪ সালে রাজবাড়ীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ১৮৩৫ সালে পুনর্নির্মিতি হয়। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন রাজা কলিকাতায় চলে গেলে প্রাসাদটি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মালিকানায় আসে। অতঃপর ১৯৭২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী এটিকে 'উত্তরা গণভবন' হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

(২) শাঁখারীপাড়া-উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, নলডাঙ্গা : উত্তরা গণভবন পরিদর্শন শেষে আমীরে জামা'আত বেলা আড়াইটায় শাঁখারীপাড়া-উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। সেখানে বেলা ১১-টা থেকে আলোচনা অনুষ্ঠান চলমান ছিল। মসজিদের নীচতলা পুরুষ ও দোতলায় মহিলা মুছল্লীদের দ্বারা কানায় কানায় ভরা ছিল। আমীরে জামা'আত সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক দাওয়াত তুলে ধরেন। বিশেষ করে মা-বোনদেরকে পরিবার পরিচালনার পাশাপাশি মহিলা অঙ্গনে দাওয়াতী কাজে ভূমিকা পালনের আবেদন জানান। অনুষ্ঠান শেষে মসজিদের ইমাম আনোয়ার হোসাইনের বাসায় দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। এখানে নাটোর শহরে আমীরে জামা'আত প্রতিষ্ঠিত শুকলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা কমিটির মরহূম সভাপতির ছেলে মোস্তফা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

(৩) হয়বতপুর 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' পরিদর্শন, নাটোর-সদর : শাঁখারীপাড়ায় দাওয়াতী কর্মসূচী শেষ করে আমীরে জামা'আত বিকাল ৫-টায় সদর থানাধীন হয়বতপুরে পৌঁছেন। সেখানে ২০১৫ সালে ডা. জামালুদ্দীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' পরিদর্শন করেন। এ সময়ে পাঠাগার ও পাঠাগারের বাইরে সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে তিনি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি হাদীছ ফাউণ্ডেশনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং অন্যান্য প্রকাশনা ও সরকারী ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সাথে হাদীছ ফাউণ্ডেশনের মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

(৪) মহারাজপুর-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গুরুদাসপুর : আমীরে জামা'আতের আগমন উপলক্ষে বাদ আছর থেকে মহারাজপুর-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শাঁখারীপাড়া-উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের অনুষ্ঠান শেষে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম আগেই সেখানে চলে যান এবং সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন। আমীরে জামা'আত ও তার অন্যান্য সফরসঙ্গীগণ হয়বতপুরের অনুষ্ঠান শেষে মাগরিবের প্রাক্কালে সেখানে পৌঁছেন। অতঃপর মাগরিবের ছালাতের পর দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ড. নূরুল ইসলাম সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অতঃপর আমীরে জামা'আত সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি আহলেহাদীছদের শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল আক্বীদার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং যেকোন মূল্যে শিরকী আক্বীদা ও আমল থেকে বেঁচে থাকার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

(৫) নতুনপাড়া 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' পরিদর্শন, গুরুদাসপুর : বাদ মাগরিব মহারাজপুর সুধী সমাবেশে ভাষণ শেষে আমীরে জামা'আত পার্শ্ববর্তী নতুনপাড়া ও ভিটাপাড়া শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের বাসা সংলগ্ন 'নতুনপাড়া হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' পরিদর্শন করেন এবং সেখানে রাতের খাবার গ্রহণ করেন।

(৬) মুক্তবাজার 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' উদ্বোধন : অতঃপর রাত সাড়ে ৯-টায় তিনি মুক্তবাজারে স্থানীয় দায়িত্বশীলদের উদ্যোগে স্থাপিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' উদ্বোধন করেন। এ সময় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী অত্র পাঠাগারের জন্য আমীরে জামা'আত অনূদিত ৩ কপি 'তরজমাতুল কুরআন' হাদিয়া দেন। পরবর্তীতে আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে তাঁর লিখিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত সমস্ত বই এক সেট হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, মুক্তবাজার নামকরণ এজন্য হয়েছে যে এখানকার সমাজ ব্যবস্থার কারণে এই বাজারটি চোরমুক্ত, মাদকমুক্ত ও অত্যাচারমুক্ত। কেউ কোন অন্যায় করলে সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়।

(৭) হালসা, নাটোর-সদর : মুক্তবাজার থেকে রাত সোয়া ১০-টায় রওয়ানা হয়ে আমীরে জামা'আত সদর থানাধীন পার-হালসা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন। সেখানে মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম তার শ্বশুর বাড়ী হিসাবে আগেই উপস্থিত ছিলেন। তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত অপেক্ষমান মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে রাত সাড়ে ১০-টায় আমীরে জামা'আত সর্বশেষ বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর সোয়া ১১-টায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত সোয়া ১২-টায় নওদাপাড়া মারকাযে ফিরে আসেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ সফর করেন। এবারে ৩২ জন সফরকারীর মাধ্যমে ৬২টি যেলাতে কেন্দ্রীয় সফর ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে। সাংগঠনিক যেলায় স্ব স্ব উদ্যোগে মোট ১২৯৮টিসহ সর্বমোট ১৩৬০টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হয়েছে। গত সংখ্যায় উক্ত সফর সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়েছে। বাকি অংশ নিম্নরূপ।-

মাগুরা ৮ই রামাযান ৩১শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন নাগড়া-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে

মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা নূরুয্যামান।

ডিমলা, নীলফামারী ১০ই রামাযান ২রা এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ডিমলা উপযেলাধীন আমতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুক্বীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল।

মুন্সিপাড়া, নীলফামারী ১১ই রামাযান ৩রা এপ্রিল সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান।

শরীয়তপুর ১৩ই রামাযান ৫ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নড়িয়া থানাধীন মুসমার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শরীয়তপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

লালবাগ, দিনাজপুর-পশ্চিম ১৪ই রামাযান ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের লালবাগস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল প্রমুখ।

মণিপুর, গাযীপুর-উত্তর ১৫ই রামাযান ৭ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা সদরের মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল প্রমুখ।

কক্সবাজার ১৫ই রামাযান ৭ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের হাফেয আহমাদ চৌধুরী জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কক্সবাজার আদর্শ মহিলা কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ ও অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা মুশতাক আহমাদ মাদানী।

কিশোরগঞ্জ ১৫ই রামাযান ৭ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মহিনন্দ গালিমগাযী দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর এস. এম নূরুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী ও বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন।

নেত্রকোণা ১৬ই রামাযান ৮ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কলমাকান্দা থানাধীন ডায়ারকান্দা বাজার সোনামণি পাঠাগারে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও বাদ আছর যেলার আটপাড়া থানাধীন জিরো পয়েন্ট এমপি মোড়স্থ কেজি স্কুলে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

পাঁচদোনা, নরসিংদী ১৬ই রামাযান ৮ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলা সদরের পাঁচদোনা বাজারে মুহাম্মাদ আমজাদের মার্কেটের ২য় তলায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ইমাম হোসাইন ও মাধবদী থানার সভাপতি মুহাম্মাদ বাকের।

তেতুলিয়া, পঞ্চগড় ১৬ই রামাযান ৮ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তেতুলিয়া থানাধীন তিরনইহাট ফকীরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম প্রধান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মোযাহারুল ইসলাম।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১৮ই রামাযান ১০ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ত্রিশাল থানাধীন ধানীখোলা ফকীরবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-

এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

প্রবাসী সংবাদ

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আরব আমীরাত ও সঊদী আরব সফর

দাম্মাম ১৭ই মার্চ শুক্রবার : সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিনদিনের সফর শেষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় আবুধাবী থেকে সঊদী আরবের দাম্মাম বিমান বন্দরে পৌঁছেন। সেখানে দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক জামাল গাযী (চাঁদপুর) ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মুন্না (কুমিল্লা) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর বাদ জুম'আ তারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দাম্মাম শাখার সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামূনের বাসায় এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে প্রায় ৩০জন দায়িত্বশীল ও কর্মী যোগদান করেন। নেতৃবৃন্দ দাম্মামে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতি ও কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবর নেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

মতীউর রহমান মাদানীর সাথে মতবিনিময় : একইদিন বেলা আড়াইটায় নেতৃবৃন্দ দাম্মাদ দাওয়া সেন্টারের বাংলা বিভাগের দাঈ ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ মতীউর রহমান মাদানীর (ভারত) সাথে তার দাওয়া সেন্টারে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সেখানে দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের নেতৃত্বে দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে তিনি আমীরে জামা'আত ও বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতী কার্যক্রমের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ দাম্মাম শহরে 'আন্দোলনে'র দাওয়াতী কার্যক্রম যোরদার করতে তার সহযোগিতা কামনা করেন।

ইসলামী সভা : খাফজী ১৭ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আগমন উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আল-খাফজী শাখার উদ্যোগে আল-খাফজী দাওয়া সেন্টারে এক ইসলামী সভার আয়োজন করা হয়। অত্র দাওয়া সেন্টারের বাংলা বিভাগের দাঈ আব্দুল্লাহ আল-ফারূক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সঊদী আরব কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-খাফজী শিমালিয়া শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আল-আমীন (বি-বাড়িয়া)। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫শতাধিক সুধী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আল-খাফজী শাখার উপদেষ্টা তোফায্যল হোসাইন।

দায়িত্বশীল বৈঠক : আল-খাফজী ১৮ই মার্চ শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় আহলেহাদীছ আন্দোলন আল-খাফজী কার্যালয়ে আল-খাফজী শিমালিয়া ও ছানাইয়া শাখার দায়িত্বশীলদের সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও যোরদার করার আহ্বান জানান। এ সময়ে তারা দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে নিয়মিত দাতা হওয়ার আহ্বান জানালে উভয় শাখার সকল দায়িত্বশীল নিয়মিত দাতাদের অন্তর্ভুক্ত হন। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে নিয়মিত দাতা সংগ্রহের কাজ এখান থেকেই শুরু হ'ল। ফালিল্লা-হিল হামদ।

আলোচনা সভা : জাযিরা মারজান, দাম্মাম ১৯শে মার্চ রবিবার : অদ্য রাত ৯-টায় দাম্মাম শহরের সাগর তীরে মারজান আইল্যাণ্ডে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দাম্মাম শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমানগণ বক্তব্য পেশ করেন। অন্যান্যের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক জামাল গাযী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মুন্না প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। উক্ত সভায় অর্ধশতাধিক দায়িত্বশীল ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে সভাপতি ও জামাল গাযীকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দাম্মাম শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

কর্মী সম্মেলন : রিয়াদ ২০শে মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব ' আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে রিয়াদের 'ইসতিরাহা লারিনে' এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ বক্তব্য পেশ করেন। নেতৃবৃন্দ প্রবাসী কর্মীদের উদ্দেশ্যে দাওয়াতী ময়দানে সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ সময়ে উপস্থিত কর্মীদের অনেকেই দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইজতেমা ময়দানের জন্য জমিক্রয় প্রকল্পের নিয়মিত দাতা হিসাবে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করেন।

মতবিনিময় সভা : রিয়াদ ২১শে মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য রাত ৮-টায় কেন্দ্রীয় মেহমানদের সফর উপলক্ষে রিয়াদের প্রাণকেন্দ্র কিং খালেদ রোডে 'রেড ওনিয়ন হোটেলে' 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদ শাখার উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠক ফোরামের সভাপতি জনাব শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় মেহমানগণ তাদের বক্তব্যে সমাজ সংস্কারে মাসিক আত-তাহরীকের ভূমিকা এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের উদ্যোগে চলমান প্রকল্পসমূহ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান, কিং সালমান হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটের প্রধান ডাঃ আব্দুর রশীদ, কোরিয়ান এমবিসিতে কর্মরত জনাব আব্দুল আযীয, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল হামীদ, জসীমুদ্দীন, লুৎফুর রহমান ও মুনীরুল ইসলাম প্রমুখ।

আলোচনা সভা : আল-খাবরা, আল-কাসীম ২২শে মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আল-কাসীম আল-খাবরা শাখার উদ্যোগে মুহাম্মাদ ছাফওয়ান (দোহার, ঢাকা)-এর ওয়ার্কসপে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল-কাসীম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবূ যয়নাব ছাদ্দামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সঊদী আরব মূল শাখার সহ-সভাপতি ও আল-খাবরা দাওয়া সেন্টারের দাঈ হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (নওগাঁ), আল-কাসীম শাখার সহ-সভাপতি কবীর হোসাইন (লক্ষীপুর), সাধারণ সম্পাদক রাজীব বিন হাবীবুর রহমান (নারায়ণগঞ্জ) প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-খাবরা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ।

ইফতার মাহফিল : আল-বুরাইদা, আল-কাসীম ২৩শে মার্চ ১লা রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর বুরাইদা শাখা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতারের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য পেশ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-কাসীম শাখার সাধারণ সম্পাদক রাজীব বিন হাবীবুর রহমান।

ইফতার মাহফিল : উনাইযাহ, আল-কাসীম ২৪শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ)-এর শহর আল-কাসীমের উনাইযাহ শহরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' উনাইযাহ শাখার সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ দেলওয়ার হোসাইনের ওয়ার্কসপে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বুরাইদা ও আল-খাবরা থেকেও দায়িত্বশীলগণ এখানে যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় মেহমানগণ উক্ত মাহফিলে বক্তব্য পেশ করেন।

মতবিনিময় সভা : মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ২৬শে মার্চ রবিবার : অদ্য রাত ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ক্যাম্পাস সংলগ্ন খোলা ময়দানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নওদাপাড়া মারকাযের সাবেক ছাত্রদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও পিএইচডি গবেষক মুহাম্মাদ মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত বেগবান করার তাকীদ প্রদান করেন। পাশাপাশি মদীনা ও পার্শ্ববর্তী যেলাগুলোতে কর্মরত প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

তায়েফ ২৮শে মার্চ মঙ্গলবার : তায়েফে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দায়িত্বশীল জনাব খোরশেদ আলমের (কুমিল্লা) আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অদ্য ইফতারের পূর্বে তায়েফ গমন করেন। তারা ছানাইয়া এলাকায় জনাব সাইফুল ইসলামের (চাঁদপুর) বাসায় এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। কেন্দ্রীয় মেহমানদের আগমনের সংবাদ জেনে বেশ কিছু দ্বীনী ভাই উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ইফতার মাহফিল : রিয়াদ ৩১শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' রিয়াদ শাখার উদ্যোগে রিয়াদের হাইয়াল শেফা এলাকায় কাছার আল-আমরী কমিউনিটি সেন্টারে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পাঠক ফোরামের সভাপতি জনাব শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ডঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই। অনুষ্ঠানে 'পাঠক ফোরাম' ও 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ পাচ শতাধিক সুধী যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

দায়িত্বশীল বৈঠক : রিয়াদ ৩১শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য রাত ১০-টায় 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে রিয়াদের বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে 'হারা' শাখা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সঊদী আরব মূল শাখাসহ ছানাইয়া আরবাইন, ছানাইয়া কাদীমা, হারা-উত্তর, হারা-দক্ষিণ, সুলাই-১৮ প্রভৃতি শাখার দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। সঊদী আরব মূল শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত দায়িত্বশীল বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ সঊদী আরব সংগঠনের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন এবং সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

সুধী সমাবেশ : চরফ্যাশন, ভোলা ১৮ই মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার চরফ্যাশন থানাধীন হাজী কোব্বাত আলী ব্যাপারী বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে এবং স্থানীয়দের সার্বিক সহযোগিতায় এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ওয়াহেদ আলী মালতিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম ও বরিশাল জোনের আঞ্চলিক পরিদর্শক রাকীবুল ইসলাম।

মাদ্রাসা পরিদর্শন : পরদিন ফেরার পথে কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত ভোলা যেলার বোরহানুদ্দীন থানাধীন দারুলহাদীছ আস-সালাফী মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অসুস্থ কামরুল হাসানকে দেখতে যান এবং তাঁর সার্বিক খোঁজ-খবর নেন।

সোনামণি

চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা ১৬ই রামাযান ৮ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার রূপসা থানাধীন চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসার হলরুমে সোনামণি রূপসা উপযেলার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। উল্লেখ্য, সকাল ৮-টা থেকে ৪টি বিষয়ে সোনামণি বালক-বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২ জন বিচারক ও ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন।

আনন্দনগর, নওগাঁ ১৭ই রামাযান ৯ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে মাহে রামাযান উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

মৃত্যু সংবাদ

সাতক্ষীরা যেলার তালা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আলহাজ্জ মুন্সী মফীযুদ্দীন মল্লিক (৮৫) গত ৩১শে মার্চ ২০২৩ তারিখে সাহারীর সময় হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। অতঃপর সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ঠা এপ্রিল ২০২৩ দিবাগত রাত ২ ঘটিকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৪ কন্যা ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বাদ যোহর মানিকহার গ্রামে তাঁর নিজ বাড়িতে জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাতে ইমামতি করেন তার ছোট পুত্র 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মাওলানা রবীউল ইসলাম। অতঃপর পারিবারিক করবস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এ সময় যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সানা সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল, কর্মী, সুধী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা মৃতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : তরকারীর লবণ চেখে স্বাদ পরীক্ষা করে দেখলে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে কী?

-আল-আমীন, ভুগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কেউ তরকারী বা অন্য কিছুর স্বাদ পরীক্ষা করলে তাতে কোন দোষ নেই *(বুখারী ৭/২৮৮)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, ছিয়াম অবস্থায় কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ না করাই উত্তম। তবে প্রয়োজনে করলে ক্ষতি নেই *(মুগনী ৪/৩৫৯)*। উল্লেখ্য যে, স্বাদ নিলেও ঢোক গেলা যাবে না। কারণ সেটি খাওয়ার শামিল হবে।

প্রশ্ন (২/৩২২) : আমি স্কুলে শিক্ষাদান করার সময় প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত সব বয়সের মেয়ে শিক্ষার্থীরা থাকে। এসময় প্রাপ্তবয়স্কদের দিকে তাকিয়ে পাঠদান করা যাবে কি? মাঝে মাঝে মনের অজান্তে দৃষ্টি চলে যায়, এতে কোন পাপ হবে কি?

-ফয়েয আহমাদ, গাযীপুর।

উত্তর : নারী-পুরুষের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা না থাকলে সাধ্যমত দৃষ্টি নত রেখে পাঠদান করবে *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য মাফ। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(আবুদাঊদ হা/২১৪৯ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১১০)*। তবে প্রয়োজনে বা বাক্যালাপকালে দৃষ্টি প্রদানে সাধারণভাবে বাধা নেই, যদি তা কামনামুক্ত থাকে। কিন্তু কামনাপূর্ণ কুদৃষ্টি সর্বাবস্থায় হারাম *(নববী, শরহ মুসলিম হা/৩৩৮-এর আলোচনা ৪/৩১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : কবরস্থানের পাশে হিন্দুদের জমি আছে। তারা তা কবরস্থানে দান করতে চায়। উক্ত দান গ্রহণ করা যাবে কি?

-মোশাররফ আলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : অমুসলিমদের সকল প্রকার হালাল বস্তুর দান গ্রহণ করা যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৫২)*। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৭)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : 'এক সময় আসবে যখন এই উম্মত ছালাতকে হত্যা করবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এর কোনটির সনদে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। আবার কোনটি যঈফ *(ইবনুল জাওযী, আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন ১/৩০১, সনদ যঈফ)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : আমার স্ত্রীর যাকাত ফরয হওয়ার মত সম্পত্তি আছে। আমি তাকে না জানিয়ে তার সম্পদের যাকাত আদায় করতে পারব কি?

-আবু রায়হান, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যাকাত আদায় করা একটি ফরয ইবাদত। আর এই ইবাদত পালনের জন্য নিয়ত শর্ত। সুতরাং দাতাকে না জানিয়ে তার পক্ষ থেকে তার সম্পদের যাকাত আদায় করা যাবে না। বরং সম্পদের মালিকের অনুমতি বা অবগতি সাপেক্ষে অন্য যে কেউ যাকাত আদায় করতে পারে *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/১৫৮)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : আমরা ফলমূল বা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে গিয়ে অনেক সময় পরীক্ষা করার জন্য ফল মালিকের অনুমতি ব্যতীত ১/২টি ফল খেয়ে থাকি। এভাবে অনুমতি ব্যতীত ফল খাওয়া গুনাহ হবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : বিক্রেতার অনুমতি সাপেক্ষে খাদ্যদ্রব্য চেখে খাদ্যের স্বাদ বা মান যাচাই করা যাবে *(বাহূতী, আর-রওযুল মুরবি' ৪/৩৩১)*। তবে ক্রয়ের উদ্দেশ্য না থাকলে চেখে দেখা যাবে না।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করে এর অর্থ ফকীর বা মিসকীনকে দান করা যাবে কি?

-আকীমুল ইসলাম, ঝিনাইদহ।

উত্তর : যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) একটি গরুর চামড়া বিক্রয় করে এর মূল্য ছাদাক্বা করে দেন *(ইসহাক বিন রাহওয়াইহ, মাসায়েলে ইমাম আহমাদ ৮/৪০৪৮-৪৯)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত অর্থ নিজে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(ছহীহুত তারগীব হা/১০৮৮)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : না জানার কারণে কয়েক বছরের ফিৎরা আদায় করা হয়নি। এক্ষণে তওবা করতে হ'লে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ছাদাক্বাতুল ফিৎর বা ফিৎরা ধনী-গরীব, ছোট-বড় প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। সুতরাং তা পরিহার করা কবীরা গুনাহ। এক্ষণে কেউ তওবা করতে চাইলে তাকে যেমন অনুতপ্ত হ'তে হবে, তেমনি অধিকাংশ বিদ্বানের মতে বকেয়া ফিৎরাগুলো আদায় করতে হবে, যেমনভাবে বকেয়া ঋণ পরিশোধ করা হয় *(ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৪/২৬৬)*। তবে সাধ্যে না কুলালে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কেননা আল্লাহ সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : আমার স্ত্রীর ঋণ আছে। সে তা আদায় করতে অক্ষম। এক্ষণে আমি তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের মাল দিতে পারব কি?

-এমদাদুল হক, টিকরামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : স্ত্রীর ঋণ শোধ করার মত কোন সম্পদ না থাকলে সে যাকাতের হকদার। আর যাকাতের হকদার হিসাবে স্বামী ঋণগ্রস্ত স্ত্রীকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত দিতে পারবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/৫৬, ৬২)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : আমি জনৈক ব্যক্তিকে ঋণ দিয়েছি। কিন্তু এখন তিনি আমার ঋণ পরিশোধে অক্ষম। এক্ষণে ঋণগ্রস্ত হিসাবে আমি যদি তাকে আমার যাকাতের টাকা দেই এবং সেই টাকা দিয়ে তিনি আমার ঋণ পরিশোধ করেন, তাহ'লে আমার জন্য ঐ টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-মহিউদ্দীন, ফরিদপুর।

উত্তর : ঋণগ্রস্ত হিসাবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। অতঃপর উক্ত যাকাতের টাকা দিয়ে যদি সে ঋণ পরিশোধ করে তাতে কোন দোষ নেই *(দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'যাকাতা ও ছাদাক্বা' বই 'বিবিধ মাসায়েল' অনুচ্ছেদ, মাসআলা ২৩ পৃ. ১০১)*। উল্লেখ্য যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে যাকাতের টাকা হস্তান্তর না করে নিজের যাকাত থেকে ঋণের টাকা কেটে নিলে তা বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : আগামীতে আমার বিবাহ হবে। কিন্তু কনের পরিবার তেমন দ্বীনদার নয়। অনুষ্ঠানের আয়োজনে মেয়েকে অনেক সাজগোজ করিয়ে প্রদর্শনী করা সহ নানা রকম গোনাহের আয়োজন চলছে, যা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কনের এসব পাপের জন্য আমাকে গোনাহের ভাগিদার হ'তে হবে কি?

-মাহমূদুল হাসান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের ৪টি শর্তের মধ্যে দ্বীন হ'ল প্রধান। অতএব কনে বা তার পরিবারে যদি দ্বীন না থাকে, তাহ'লে বিবাহ বাতিল করাই উচিৎ। এরপরেও যদি করতেই হয়, তাহ'লে কনের পাপের বোঝা স্বামী বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪, ইসরা ১৫/১৫)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : আমি না জানার কারণে বিবাহের সময় স্ত্রীর পরিবারের নিকট থেকে মোটর সাইকেল নিয়েছিলাম। এক্ষণে এ পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমার করণীয় কি?

-মুহিউদ্দীন হক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : প্রকাশ্যে বা আকারে-ইঙ্গিতে দাবী করা কিংবা বাধ্য করে মোটর সাইকেল নিয়ে থাকলে সেটি পাপের কাজ হয়েছে। অতএব তা সরাসরি কিংবা তার সমমূল্য স্ত্রীর পরিবারকে ফেরত দিতে হবে। আর ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্মান বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহ'লে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হ'তে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ দেওয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য) না দীনার থাকবে, না দিরহাম। (সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মযলূমকে দেওয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহ'লে তার (মযলুম) বিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে *(মুসলিম হা/২৫৮১; বুখারী হা/৬৫৩৪; মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : আমার স্ত্রী নিজের ইচ্ছামত পর্দা করে। মাহরাম, গায়ের-মাহরামের ব্যাপারে কোন সাবধানতা অবলম্বন করে না। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান বুঝাতে গেলে পরিবারে নানা অশান্তি সৃষ্টি করে। এক্ষণে শান্তি বজায় রাখার জন্য তাকে তার মত চলতে দিলে আমাকে দাইয়ূছ হিসাবে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-সাবির ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : স্বামী হিসাবে কর্তব্য হ'ল স্ত্রীকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে যথাসাধ্য নছীহত করা এবং শারঈ পর্দার গুরুত্বের ব্যাপারে সচেতন করা। এভাবে স্বামী তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে সে গোনাহগার হবে না। তবে নিঃসন্দেহে বেপর্দা এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়ার কারণে স্ত্রী কবীরা গোনাহগার হবে। আর ধারাবাহিকভাবে নছীহত করা সত্ত্বেও যদি কোনভাবেই স্ত্রীর মধ্যে পরিবর্তন না আসে, তাহ'লে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে তাকে তালাক দিতে হবে।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : ওয়াক্তের মধ্যে প্রবেশের পর ছালাত আদায়ের পূর্বেই যদি ঋতু শুরু হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত ছালাতের ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?

-নাজীবা বিনতে নাজমুল হক
টিকরামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এ বিষয়ে বিদ্বানদের মতপার্থক্য থাকলেও ক্বাযা আদায় করাই কর্তব্য এবং অধিক সতর্কতাপূর্ণ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ছালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছালাত আদায়ের অবকাশ দিয়েছিলেন। অতএব কোন ছালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে হায়েয শুরু হ'লে উক্ত ছালাতের কাযা আদায় করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৩৩৫; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২১৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/২০৫)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : নারীরা পর্দা ঘেরা স্থানের মধ্যে থেকে জানাযায় ইমামের সাথে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবে কি?

-যিল্লুর রহমান, গলাচিপা, পটুয়াখালী।

উত্তর : মহিলারা পৃথকভাবে পর্দা বজায় রেখে ইমামের সাথে বা পৃথকভাবে জানাযার ছালাত আদায় করতে পারবে। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩, মিশকাত*

হা/১৬৫৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৮২)। অতএব অন্যান্য ছালাতের মত নারীরা আলাদা অবস্থানে থেকে পর্দার সাথে ছালাতে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু কোনভাবেই পুরুষদের কাতারে দাঁড়াবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৪৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৪/২২)*। তবে মহিলাদের কবরে মাটি দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে *(বুখারী হা/১২৭৮; মুসলিম হা/৯৩৮)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : আমি ওযূ করার পর মোযা পরিধান করেছি। কিন্তু ওযূ ভঙ্গের কোন কারণ ঘটেনি। এক্ষণে আমি যদি মোযা খুলে নিই তাহ'লে আমার ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে?

-আব্দুল্লাহ রোহান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ওযূ অবস্থায় মোযা পরিধানের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ ওযূ অবস্থাতে মোযা খুললে ওযূ ভঙ্গ হয় না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/১৭৯,২১৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৭৯)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : ঈদুল ফিতরের দিন বা তার পূর্বের দিন গোশত খাওয়ার জন্য গরু যবেহ করা যাবে কি?

-ছালাহুদ্দীন পলাশ
দারুশা, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদের সুন্নাত মনে না করে শুধুমাত্র গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে ঈদুল ফিতরের দিন বা তার পূর্বের দিন গরু যবেহ করায় কোন দোষ নেই। কারণ ঈদের দিন হচ্ছে আনন্দ ও উৎসবের দিন। এই দিনে বৈধ খেলাধুলা বা খাবারের আয়োজন করা ঈদের আনন্দেরই অংশ *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৮/১৬৭; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/২)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : ঈদের দিন খুৎবা চলাকালীন ঈদগাহের উন্নতিকল্পে কৌটা পাঠানো বা মুছল্লীরা টুপি কিংবা রুমাল ব্যবহার করে দান তুলতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ হুসাইন, কর্ণহার, রাজশাহী।

উত্তর : খুৎবা চলাকালীন নয়, বরং তার পূর্বে বা পরে কৌটা, রুমাল, চাদর ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে মুছল্লীদের নিকট থেকে ছাদাক্বা গ্রহণ করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) ঈদের ছালাত শেষে দান-ছাদাক্বার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন *(বুখারী হা/৯৮; মিশকাত হা/১৪২৯ 'ঈদায়েনের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : ইমাম কি তাকবীর পাঠের মাধ্যমে ঈদের খুৎবা শুরু করবেন?

-শরীফুল ইসলাম, মণীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : হাম্দ ও ছানার মাধ্যমেই ঈদের খুৎবা শুরু করবে। তাকবীর পাঠের মাধ্যমে খুৎবা শুরুর ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন ওক্বা (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেটি তাঁর নিজস্ব আমল *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/৩৯৪-৯৫)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : ঈদের ময়দানে ইমাম বা মুছল্লীরা ছালাত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতে পারবে কি?

-হাসান আলী, কাশিয়াডাঙ্গা, রাজশাহী।

উত্তর : পারবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ফযল বিন আব্বাস, জামাতা আলী, তার ভাই জা'ফর, নাতি হাসান-হোসায়েন, গোলাম যায়েদ বিন হারেছাহ, তৎপুত্র উসামা বিন যায়েদ ও আয়মান ইবনে উম্মে আয়মান প্রমুখ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীলসহ ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা হ'তেন এবং এইভাবে ঈদগাহ পর্যন্ত পৌঁছতেন। অতঃপর ছালাত শেষ হ'লে তাকবীর শেষ করতেন *(ইরওয়া হা/৬৫০, ৩/১২৩ পৃ.; দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই 'ঈদগাহে গমন' অনুচ্ছেদ ৫১-৫২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : ঈদের ময়দানে জায়নামায ব্যবহারে কোন বাধা আছে কি?

-হুযায়ফা, সাহাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে উপযুক্ত মাদুর বা কার্পেট বিছানো থাকলে আলাদা জায়নামায বিছানো সমীচীন নয়। কারণ এতে অহংকার প্রকাশ পেতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/১৭৩-৭৭)*।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : কোন কাফের-মুশরিক বা হিন্দুদের অর্থ আত্মসাৎ করা যাবে কি?

-রিয়াযুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : মুসলিম বা অমুসলিম কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে না। মুগীরা (রাঃ) অন্ধকার যুগে কয়েকজন ব্যক্তিকে তার সাথী হিসাবে নেন, পরে তিনি তাদের হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে নেন। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি তো তোমার ইসলাম গ্রহণকে কবুল করলাম, কিন্তু ধন-সম্পদ যা ধোঁকাবাজির দ্বারা অর্জন করেছ, এতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী হা/২৭৩১-৩২; আবুদাউদ হা/২৭৬৫)*। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, অন্যায় কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমাদের কেউ যদি কোন যিম্মীর উপর অত্যাচার করে বা তার হক নষ্ট করে কিংবা তার সামর্থ্যের বাইরে তার উপর কিছু চাপিয়ে দেয় অথবা জোরপূর্বক তার কোন জিনিস নিয়ে নেয়, তবে আমি ক্বিয়ামতের দিন তার বিপক্ষে বাদী হব' *(আবুদাউদ হা/৩০৫২; মিশকাত হা/৪০৪৭; ছহীহাহ হা/৪৪৫)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি শিংওয়ালা ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুঁতো মেরে কষ্ট দিয়ে থাকে, সেটারও বদলা নেওয়া হবে *(মুসলিম হা/২৫৮২; মিশকাত হা/৫১২৮)*। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মযলূমের হক অবশ্যই আদায় করে নেওয়া হবে *(মিরক্বাত)*। অতএব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে কোন মানুষের প্রতি যুলুম করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : কবরস্থানের নামে ওয়াকফকৃত জায়গায়

৩০/৪০ বছর আগের চারটি কবর আছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় গোরস্থান হওয়ায় সে স্থানে আর কোন কবর দেওয়া হবে না। এখন চারটি কবর স্থানান্তর করে সে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি-না বা কবর ব্যতীত অতিরিক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি-না?

-আতীকুর রহমান, ভুগরইল, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমতঃ সাধারণভাবে মুসলমানদের কবর খনন করে লাশ বের করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কারণ মাইয়েতেরা উক্ত জায়গার হকদার, যেমনভাবে কোন ব্যক্তি তার নিজ মালিকানাধীন সম্পত্তির হকদার *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/১৩৯)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদি মুসলমানদের কবর হয় তাহলে কবর খনন করে সে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার অধিকার জীবিতদের নেই *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/২)*। **দ্বিতীয়তঃ** কবরস্থানটি ওয়াকফকৃত হওয়ায় তা সাধারণভাবে তা অন্য কাজে ব্যবহার করা বিধেয় নয়; তবে শারঈ ওযর বশতঃ জীবিতদের অধিকতর কল্যাণার্থে তা স্থানান্তর করা যেতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪২৯; আল-ইখতিয়ারাত ১৭৬ পৃ.; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৯/৫৬০-৬১)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, মুসলমানদের কবর খনন করা যাবে না। তবে মসজিদ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিকল্প কোন জায়গা না থাকলে একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় কবর স্থানান্তর করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১১/৩৮৮)*। হযরত জাবের (রাঃ) তাঁর পিতার লাশ অন্য মুসলিমের পাশ থেকে যাকে তিনি অপসন্দ করতেন, ৬ মাস পরে উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করেছিলেন *(বুখারী হা/১৩৫১-৫২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১-২; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪৪, ২৩০ পৃ.)*। সেক্ষেত্রে যদি খননকালে লাশের হাড়-হাড্ডি পাওয়া যায়, তবে সেগুলি উঠিয়ে নতুন কবরস্থানে দাফন করা যাবে।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' লেখা চাদর দিয়ে লাশ ঢেকে দেয়া যাবে কি?

-আব্দুল ক্বাদের, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' লেখা চাদর ব্যবহারে পৃথক কোন ফযীলত নেই। সুতরাং ভ্রান্ত আক্বীদার প্রসার বন্ধ করার জন্য কালেমা, আয়াতুল কুরসী বা কুরআনের অন্য কোন আয়াত লেখা চাদর লাশের উপর বা খাটিয়ার উপর রাখা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। তাছাড়া এতে কালেমা বা কুরআনের আয়াতগুলি অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৮৪; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/১৬৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : আমার পিতা আমার মায়ের সাথে আমার সামনে খুবই মন্দ আচরণ করেন। যা সহ্য করা আমার জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-আবু তাহের, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পিতা-মাতা সন্তানের নিকট সমান সম্মানের পাত্র। যদিও সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে। প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে সচেতন সন্তানের দায়িত্ব হ'ল নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উভয়কে নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করা এবং তাদের মাঝে মীমাংসা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় কথা বলবে, তা নিকটজনের বিরুদ্ধে হ'লেও *(আন'আম ৬/১৫২)*। তিনি আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা ৪/১৩৫)*। এক্ষণে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া উত্তম সদাচরণের অংশ। আর মীমাংসা করে দেওয়ার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি না করলে পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে যা সন্তানের জীবনের জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। রাসূল (ছাঃ) মীমাংসা করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে (নফল) ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বা অপেক্ষাও উত্তম আমলের কথা বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, বিবাদমান দু'ব্যক্তির মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করা হ'ল দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয় *(তিরমিযী হা/২৫০৯; মিশকাত হা/৫০৩৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৮১৪)*। সর্বোপরি তাদের মধ্যে মীমাংসার জন্য দো'আ করবে।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : ছালাত আদায় করে না, কিন্তু আচার-ব্যবহার এবং মানুষ হিসাবে অনেক ভালো, এরূপ কারো সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা ও ওঠা-বসা করা জায়েয হবে কি?

-শাহীরুল ইসলাম, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : ছালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরী। এক্ষণে কেউ ছালাত পরিত্যাগ করলে তাকে নছীহত করার উদ্দেশ্যে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন' *(মুমতাহিনা ৬০/০৮)*। সুতরাং ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এমন ব্যক্তির সাথে সুন্দর ব্যবহার করা বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখায় বাধা নেই। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন তার দ্বারা সে নিজেই প্রভাবিত হয়ে ভুল পথে না যায়।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : বিবাহের সময় পাত্র পূর্ণ সম্মতি সহ কেবল আলহামদুলিল্লাহ বললেও সরাসরি 'কবুল' বলেনি। উক্ত বিবাহ গ্রহণযোগ্য হবে কি?

-হাবীবা, ঢাকা।

উত্তর : সম্মতিসূচক আলহামদুলিল্লাহ বললেও বিবাহ কবুল হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/১১)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : ঈদের চাঁদ দেখার পর এবং ঈদের দিন সকালে ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত মসজিদের মাইকে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা শরী'আতসম্মত কি?

-আব্দুল্লাহ, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় নিদর্শন প্রচারের জন্য এবং মুছল্লীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য চাঁদ দেখার পর থেকে মাইকে তাকবীর পাঠ করা যাবে। ইমাম বা মুওয়াযযিন মাঝে-মধ্যে মাইকে তাকবীর পাঠ করে থেমে যাবে আর মুছল্লীরা একাকী পাঠ করবে। ইবনু ওমর ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বাজারে গিয়ে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতেন এবং লোকেরা তা শুনে নিজেরা পাঠ করতেন। এতে বাজার তাকবীর ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত *(ইরওয়া হা/৬৫১)*। অনুরূপ ওমর (রাঃ) তাঁর তাঁবুতে তাকবীর ধ্বনি দিতেন তাঁর তাকবীর শুনে মিনাবাসীরা তাকবীর দিত। এতে গোটা মিনা গুঞ্জরিত হয়ে উঠত *(ফাৎহুল বারী হা/৯৭০-এর পূর্বে 'মিনার দিনগুলির তাকবীর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : ঋতুবতী মহিলাদের জন্য ঈদের ময়দানে গমন করা কি আবশ্যিক?

-যয়নাল আবেদীন, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদের ছালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে নারীদের জন্য মাঠে গমন করা মুস্তাহাব *(নববী, শরহ মুসলিম হা/৮৯০-এর আলোচনা ৬/১৭৮; আল-মাজমূ' ৫/৯; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/২১০)*। আর ঋতুবতী মহিলারাও ঈদের ময়দানে যেতে পারেন। তবে তারা ছালাতের কাতারে না দাঁড়িয়ে পিছনে বসে থাকবেন। অন্যান্য নারীদের সাথে ঈদের তাকবীর ধ্বনি, খুৎবা ও অন্যান্য দো'আয় অংশ গ্রহণ করবেন *(মুসলিম হা/৮৯০; আলবানী, ছালাতুল ঈদায়েন ১১-১২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : ইক্বামতের কোন পর্যায়ে মুছল্লীরা দাঁড়াবে? আমাদের এলাকায় 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' বলার পর সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে। এটা সঠিক কি?

-আব্দুর রঊফ, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : মুছল্লীদের দাঁড়ানোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা হাদীছে বর্ণিত হয়নি। যখনই ইক্বামত শুরু হবে, তখনই মুছল্লীরা দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর নির্দিষ্ট সময়সীমার ব্যাপারে যে বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলো ইমামগণের অভিমত মাত্র *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩৬৭; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৬)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে আসার পূর্বে ইক্বামত দেওয়া হ'ত এবং ছাহাবীগণ দাঁড়িয়ে কাতার ঠিক করে নিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে তাঁর স্থানে দাঁড়াতেন। পক্ষান্তরে আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের ইক্বামত হ'লে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না' *(বুখারী হা/৬৩৬, ৬৩৮)*। উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল মূলতঃ মুছল্লীদের দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা কষ্টকর হবে- এই দৃষ্টিকোণ থেকে' *(ফাৎহুল বারী ২/১৪১ ও ১৪২ পৃঃ, 'আযান' অধ্যায়-১০; অনুচ্ছেদ-২২)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : ওযূসহ ফরয গোসল করার পর লজ্জাস্থানে একাধিকবার হাত লেগে গেছে। এমতাবস্থায় পুনরায় ওযূ করতে হবে কি?

-সোহানুর রহমান শিহাব, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : সাধারণভাবে লজ্জাস্থানে স্পর্শে ওযূ ও ছালাত নষ্ট হয় না *(আবুদাঊদ হা/১৮২; মিশকাত হা/৩২০)*। যে সকল হাদীছে লজ্জাস্থান স্পর্শে ওযূ নষ্ট হবে বা ওযূ করা আবশ্যক হবে বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/১৮১; মিশকাত হা/৩১৯)*। তার ব্যাখ্যা হ'ল, উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা *(টীকা দ্র. মিশকাত হা/৩২০)*। সুতরাং সাধারণ স্পর্শে ওযূ ভঙ্গ হবে না এবং পুনরায় ওযূ করতে হবে না।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : এলাকায় মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আদায়কারীর কোন বেতন নির্ধারণ না করে আদায়কৃত অর্থের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মজুরী হিসাবে নির্ধারণ করা জায়েয হবে কি?

-আবুল কাসেম, ইশ্বরদী, পাবনা।

উত্তর : পারিশ্রমিক হিসাবে আদায়কারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে অনুরূপ অর্থ নিতে পারবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তিকে যদি আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি এবং তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি। অতঃপর যদি সে তার চাইতে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে সেটি হবে খেয়ানত' *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়ারিছগণ ঋণ আদায়ে বাধ্য কি? এছাড়া ঋণ আদায়ে ওয়ারিছদের উপর যবরদস্তি করা যাবে কি?

-জাহিদুর রহমান, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মাইয়েতের সম্পত্তি থাকলে তার সম্পত্তি থেকেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ওয়ারিছগণ উক্ত সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব পালন না করলে চরম গুনাহগার হবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে ঋণ পরিশোধ ও অছিয়ত পূরণকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন *(নিসা ৪/১১)*। এক্ষণে মাইয়েতের যদি কোন সম্পদ না থাকে, তাহ'লে সন্তানেরা ঋণ পরিশোধে বাধ্য নয়। কিন্তু পিতার পরকালীন নাজাতের জন্য সন্তানদের ঋণ পরিশোধ করা উচিত। আর পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা তাদের প্রতি সদাচরণের অংশ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩২; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১০/৭৫-৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : মোবাইলে বা কম্পিউটারে দেখে কুরআন পাঠ করা যাবে কি? করা গেলেও পূর্ণ নেকী লাভ করা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম তাজ, সিলেট।

উত্তর : যাবে। এতে পূর্ণ নেকীও অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হ'তে একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে *(তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭)*। অতএব মুখস্ত হৌক, মুছহাফ দেখে হৌক আর কম্পিউটারে দেখে হৌক, সবক্ষেত্রেই সমান নেকী অর্জিত হবে। আর মুছহাফ দেখে কুরআন পাঠের বিশেষ ফযীলত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ ও জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫৬, ১৫৮৬; যঈফুল জামে' হা/২৮৫৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের পর নিয়মিতভাবে কোন দো'আ যেমন সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে তবে তা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম, মেহেরপুর।

উত্তর : কুরআন বা ছহীহ হাদীছে যে সকল দো'আ পাঠের নির্দিষ্ট সময়, কাল বা পাত্র উল্লেখ করা হয়নি সে দো'আগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে পাঠ করা যাবে না। কেউ যদি কোন দো'আ বা যিকিরকে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ করাকে নিয়ম বানিয়ে নেয়, তাহ'লে তা বিদ'আত হবে। বরং যে সকল দো'আ আমভাবে এসেছে সেগুলো নিয়ম না বানিয়ে পাঠ করবে *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/২৯-৩১)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : কোন ব্যবসায়ী বাজারে মিথ্যা কথা বলে কোন পণ্য অধিক মূল্যে বিক্রি করে, তবে তার পুরো উপার্জনই হারাম হয়ে যাবে কি?

-রিয়াদ ইসলাম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : যে পরিমাণ অর্থ মিথ্যার মাধ্যমে অর্জন করেছে, সে পরিমাণ অর্থ তার জন্য হারাম হবে। তবে ব্যবসায় মিথ্যা বললে বরকত উঠে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি তারা সত্য বলে ও সবকিছু খুলে বলে, তাহ'লে তাদের ব্যবসায়ে বরকত দেওয়া হবে। আর তারা যদি (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহ'লে তাদের দু'জনের ব্যবসায়ে বরকত রহিত করা হবে *(বুখারী হা/২০৭৯; মিশকাত হা/২৮০২)*। মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারীর সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না, তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে *(মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫)*। অতএব মিথ্যা বলে অতিরিক্ত গৃহীত লভ্যাংশ গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : আমরা ৬ ভাই। ২ ভাই পিতার সংসারে থাকাকালীন সময়ে পিতার নিকট থেকে কিছু জমি ক্রয় করে নিজেদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছেন। এটা কি সঠিক হয়েছে? না হ'লে এখন করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সংসার দেখাশুনা ও অতিরিক্ত শ্রম দেওয়ার কারণে পিতা তাদের কিছু জায়গা কেনায় সহায়তা করে থাকলে, তা দোষণীয় নয়। কারণ এ সময়ে বাইরের কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিলে তাকে বেতন বা পারিশ্রমিক দিতে হ'ত। সুতরাং এতে ইনছাফের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৫৩)*। তবে অন্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার লক্ষ্যে কাউকে অতিরিক্ত সম্পদ দেওয়া যাবে না; বরং সেটা হবে যুলুম ও হারাম *(বুখারী হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : ছালাতরত অবস্থায় মোবাইলে রিং বেজে উঠলে করণীয় কি?

-মতীউর রহমান, পাবনা।

উত্তর : মোবাইল বন্ধ করেই ছালাতে আসবে। ভুলবশতঃ মোবাইল বন্ধ না করে ছালাত শুরু করলে এবং ছালাতরত অবস্থায় মোবাইল বেজে উঠলে তা বন্ধ করা যাবে। কেননা ছালাতে বিঘ্ন ঘটায় এমন কাজ ছালাত অবস্থায় প্রতিহত করা যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরজা বন্ধ করে নফল ছালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি এসে দরজায় শব্দ করলে তিনি আমাকে দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় ছালাতে ফিরে গেলেন। দরজা ছিল ক্বিবলার দিকে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৫)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : বর্তমানে আলু, কলা ও শাক-সবজির ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে পানের ওশর দিতে হবে কি?

-আবুল হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : দিতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শাক-সবজিতে কোন যাকাত (ওশর) নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১; মিশকাত হা/১৮১৩)*। তবে এসবের ব্যবসার অর্থ যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর সঞ্চিত থাকে, তাহ'লে উক্ত অর্থের ১/৪০ ভাগ যাকাত দিবে *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩-৭৪)*। অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে। তবে ঐসব ফসল উঠানোর সময় গরীব-মিসকীনকে কিছু দান করবে *(বুখারী হা/২৩৩৭)*।

প্রশ্ন ৪০/৩৬০) : সাপ বা যে কোন ক্ষতিকর প্রাণী থেকে বাঁচার জন্য কোন দো'আ আছে কি?

-হাসনা হেনা, নরসিংদী।

উত্তর : যে কোন প্রাণীর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করতে হবে। আ'ঊযু বি কালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব' 'আমি আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের মাধ্যমে সেই সবের ক্ষতি থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলি তিনি সৃষ্টি করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুখপত্র, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল বিষয়ে পত্রিকাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। আপোষহীন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে শিরক ও বিদ‘আতমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। অতএব আত-তাহরীক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা এবং বাংলার ঘরে ঘরে নির্ভেজাল এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

দেশ-বিদেশের সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমাদের নিবেদন, আত-তাহরীক নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে পরিচিতজনদের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করুন! মনে রাখবেন আপনার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, সেটি আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লাল উট কুরবানী করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হবে’ *(বুখারী হা/২৯৪২)*। তাছাড়া হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আমলের সমপরিমাণ নেকীও আপনার আমলনামায় যোগ হবে’ *(মুসলিম হা/১০১৭)*। সুতরাং আত-তাহরীক বিতরণের মাধ্যমে আপনিও হ’তে পারেন কলমী জিহাদের গর্বিত অংশীদার। আপনার প্রেরিত নিয়মিত/অনিয়মিত অনুদানে মাসিক আত-তাহরীক পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। শিরক-বিদ‘আতের জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে চিরন্তন হেদায়াতের দিশা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

অনুদান প্রেরণের ঠিকানা : মাসিক আত-তাহরীক, হিসাব নং এসএনডি ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০। (বিঃ দ্রঃ অনুদান প্রেরণের পর আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল)।

সার্বিক যোগাযোগ : মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭১৭-[illegible]।
পত্রিকা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ইমেইল : tahreek@ymail.com

শিক্ষক-শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।

(২) জুনিয়র সহকারী শিক্ষক (জেনারেল) (১ জন)। যোগ্যতা : বিএ (সম্মান)/ডিগ্রী।

(৩) জুনিয়র সহকারী শিক্ষিকা (ইংরেজী) (১ জন)। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএ (সম্মান)।

(৪) জুনিয়র সহকারী হাফেযা (কিতাব বিভাগ) (১ জন)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।

বি.দ্র. ইতিপূর্বে আবেদনকারীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সভাপতি বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ২৯শে জুন’২৩।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬-৩৮৯৮৪১, ০১৩০৯-১২৬৮২২।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

৬. সূদী অর্থনীতি বন্ধ করা ও যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা : জাহেলী আরবের ফেলে আসা সূদী অর্থনীতি অদ্যাবধি মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে চালু আছে। অথচ সূদ বজায় রেখে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের কোন উপায় নেই। প্লেটো, এরিস্টেটলসহ বিশ্বের সকল জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এ বিষয়ে একমত। অথচ আমরা কূয়ায় পচা বিড়াল রেখে পানি সেঁচে চলেছি। পবিত্র কুরআনে ৮টি আয়াতে সূদকে হারাম করা হয় এবং ইসলামী আরবে যাকাত ও ছাদাক্বা ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা হয়। যার ফলাফল দাঁড়ায় এই যে, খলীফা ওমরের সময় (১৩-২৩ হি.) ইয়ামনের গভর্ণর মু‘আয বিন জাবাল সেখানকার এক তৃতীয়াংশ ছাদাক্বার উদ্বৃত্ত মাল রাজধানী মদীনায় পাঠান। কিন্তু ওমর (রাঃ) তা নিতে অস্বীকার করে বলেন, আমি তোমাকে সেখানে কর আদায়কারীরূপে পাঠাইনি। বরং তোমাকে পাঠিয়েছি সেখানকার ধনীদের নিকট থেকে ছাদাক্বা নিয়ে হকদারদের মধ্যে তা বিতরণ করার জন্য। জবাবে গভর্ণর মু‘আয বলেন, ‘আমি আপনার নিকটে কিছুই পাঠাতাম না, যদি আমি সেখানে যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার পেতাম! একই কারণে পরের বছর তিনি সেখান থেকে ছাদাক্বার অর্ধাংশ প্রেরণ করেন। তৃতীয় বছর পুরোটাই প্রেরণ করেন। প্রতিবারেই ওমর (রাঃ) আপত্তি করেন এবং প্রতিবারেই মু‘আয (রাঃ) একই জবাব দেন’ *(লেখক প্রণীত ‘যাকাত ও ছাদাক্বা’ বই পৃ. ৫২)*। মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আমরা কি পারিনা আমাদের দেশে খলীফাদের শাসন ফিরিয়ে আনতে? *(স.স.)*।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩

নীতিমালা

ক-গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ১১ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

*** আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

❒ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা, তাকাছুর, আছর, মা'ঊন, ইখলাছ ও আলাক্ব ১-৮ আয়াত।

২. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই।

খ-গ্রুপ : বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

*** আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

❒ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ছফ সম্পূর্ণ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

২. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। বিশেষ করে যেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে তিনজনের অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৭. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
৯. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১০. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১১. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৮ই সেপ্টেম্বর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৫ই সেপ্টেম্বর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২২শে সেপ্টেম্বর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১২ই অক্টোবর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুন-জুলাই ২০২৩ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুন	১১ যুলক্বা'দাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৫	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৩ জুন	১৩ যুলক্বা'দাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯
০৫ জুন	১৫ যুলক্বা'দাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	১৭ যুলক্বা'দাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	১৯ যুলক্বা'দাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১১ জুন	২১ যুলক্বা'দাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৩
১৩ জুন	২৩ যুলক্বা'দাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪
১৫ জুন	২৫ যুলক্বা'দাহ	০১ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৮	০৮:১৪
১৭ জুন	২৭ যুলক্বা'দাহ	০৩ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৩	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৫
১৯ জুন	২৯ যুলক্বা'দাহ	০৫ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৬
২১ জুন	০২ যুলহিজ্জাহ	০৭ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৬
২৩ জুন	০৪ যুলহিজ্জাহ	০৯ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭
২৫ জুন	০৬ যুলহিজ্জাহ	১১ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭
২৭ জুন	০৮ যুলহিজ্জাহ	১৩ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৬	০৫:১৩	১২:০১	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
২৯ জুন	১০ যুলহিজ্জাহ	১৫ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৬	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
০১ জুলাই	১২ যুলহিজ্জাহ	১৭ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৭	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	১৪ যুলহিজ্জাহ	১৯ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	১৬ যুলহিজ্জাহ	২১ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৯	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	১৮ যুলহিজ্জাহ	২৩ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৫০	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৭
০৯ জুলাই	২০ যুলহিজ্জাহ	২৫ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৫১	০৫:১৭	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	২২ যুলহিজ্জাহ	২৭ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৫২	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৬
১৩ জুলাই	২৪ যুলহিজ্জাহ	২৯ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৫৩	০৫:১৯	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৫
১৫ জুলাই	২৬ যুলহিজ্জাহ	৩১ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৫৪	০৫:২০	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-১	-১	০
গাযীপুর	০	০	+১	০	+১
শরীয়তপুর	+২	০	-১	-২	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	-১	-১	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৪	+৩	+৪
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	+১	০	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	+১	-১	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	০	-১	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	+২	০	০
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+১	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	-২	+১	+৫	+৪	+৬
ময়মনসিংহ	-৩	০	+৩	+২	+৪
জামালপুর	-২	+২	+৫	+৪	+৬
নেত্রকোণা	-৫	-১	+২	+১	+৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৪	+৩	+৩
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+৫	+৩	+২
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৬	+৩	+৩	+২	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৫	+৬
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৭	+৩	+৩	+১	+১
বাগেরহাট	+৬	+২	+২	০	-১
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৪	+৪	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৫	+১	+১	-২	-২
পটুয়াখালী	+৫	০	০	-৩	-৪
পিরোজপুর	+৬	+২	+২	-১	-২
বরিশাল	+৪	০	০	-২	-৩
ভোলা	+৩	-১	-১	-৪	-৪
বরগুনা	+৭	+১	+২	-৩	-৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৪	+৬	+৫	+৬
বগুড়া	+১	+৪	+৮	+৬	+৮
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+১০
নাটোর	+৪	+৬	+৮	+৭	+৮
জয়পুরহাট	+১	+৫	+১০	+৮	+১০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৮	+১১	+১০	+১২
নওগা	+৩	+৬	+৯	+৮	+১০

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	-১	+৭	+১৫	+১২	+১৭
দিনাজপুর	+১	+৭	+১৩	+১১	+১৪
লালমণিরহাট	-৩	+৪	+১০	+৮	+১১
নীলফামারী	-১	+৬	+১৩	+১১	+১৪
গাইবান্ধা	-১	+৩	+৮	+৬	+৯
ঠাকুরগাঁও	০	+৮	+১৪	+১২	+১৬
রংপুর	-২	+৪	+১০	+৯	+১২
কুড়িগ্রাম	-৪	+৩	+৯	+৭	+১০

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-২	-৩	-৪	-৪	-৪
ফেনী	-১	-৪	-৫	-৬	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২	-৩	-২
রাঙ্গামাটি	-৩	-৭	-৭	-১০	-১০
নোয়াখালী	+১	-৩	-৩	-৫	-৫
চাঁদপুর	+১	-১	-২	-৩	-২
লক্ষ্মীপুর	+১	-২	-২	-৪	-৪
চট্টগ্রাম	-১	-৬	-৫	-৯	-১০
কক্সবাজার	+১	-৬	-৫	-১২	-১৩
খাগড়াছড়ি	-৪	-৬	-৭	-৮	-৮
বান্দরবান	-২	-৭	-৭	-১১	-১২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৯	-৬	-২	-৪	-২
মৌলভীবাযার	-৭	-৬	-৩	-৪	-৩
হবিগঞ্জ	-৬	-৪	-২	-৩	-২
সুনামগঞ্জ	-৮	-৪	০	-১	+১

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

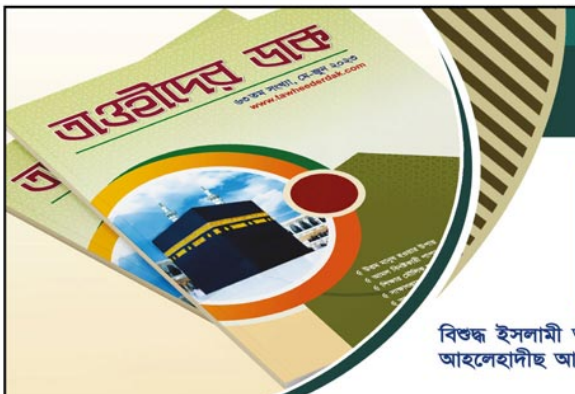

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩, ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 9, June 2023

কর্মী সম্মেলন ২০২৩

তারিখ : ১৫ই জুলাই, শনিবার, সকাল ৯-টা

নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রধান অতিথি :
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সভাপতি : মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩

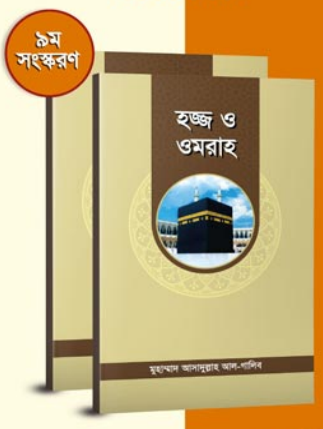

পবিত্র যুলহিজ্জাহ মাসে বই দু'টি নিজে পড়ুন ও অন্যদের মাঝে বিতরণ করুন!

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮।
দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।